আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

ডিসেম্বর, ২০২১ঈসায়ী

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র

ডিসেম্বর , ২০২১ঈসায়ী

AL-FIRDAWS NEWS
আল-ফিরদাউস নিউজ

সূচিপত্র

৩১শে ডিসেম্বর , ২০২১..4
৩০শে ডিসেম্বর , ২০২১..7
২৮শে ডিসেম্বর , ২০২১..11
২৭শে ডিসেম্বর , ২০২১..20
২৬শে ডিসেম্বর , ২০২১..22
২৫শে ডিসেম্বর , ২০২১..27
২৪শে ডিসেম্বর , ২০২১..30
২৩শে ডিসেম্বর , ২০২১..33
২২শে ডিসেম্বর , ২০২১..36
২১শে ডিসেম্বর , ২০২১..44
২০শে ডিসেম্বর , ২০২১..45
১৯শে ডিসেম্বর , ২০২১..49
১৮ই ডিসেম্বর , ২০২১..54
১৭ই ডিসেম্বর , ২০২১..59
১৬ই ডিসেম্বর , ২০২১..64
১৫ই ডিসেম্বর , ২০২১..65
১৪ই ডিসেম্বর , ২০২১..71
১৩ই ডিসেম্বর , ২০২১..74
১২ই ডিসেম্বর , ২০২১..84
১০ই ডিসেম্বর , ২০২১..91
০৯ই ডিসেম্বর , ২০২১..96
০৮ই ডিসেম্বর , ২০২১..100
০৭ই ডিসেম্বর , ২০২১..106
০৬ই ডিসেম্বর , ২০২১..108
০৫ই ডিসেম্বর , ২০২১..115
০৪ঠা ডিসেম্বর , ২০২১..116
০২রা ডিসেম্বর , ২০২১..129
০১লা ডিসেম্বর , ২০২১..136

৩১শে ডিসেম্বর , ২০২১

কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন : ২৪ ঘণ্টায় ৯ মুসলিম খুন

বিশ্ববাসীর নিরবতায় হিন্দুত্ববাদীরা একেরপর হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে গোটা কাশ্মীর উপত্যকাজুড়ে। মুসলিমদের হত্যা করলে কোন বিচারের

আল-ফিরদাউস সংবাদ সমগ্র || ডিসেম্বর, ২০২১ঈসায়ী

মুখমুখি হতে হবে না, এটা নিশ্চিত জেনেই তারা নির্বিচারে একের পর এক সব পাসবিক হত্যাকাণ্ড ঘটাচ্ছে।

ধারাবাহিক মুসলিম নির্মূল অভিযানের অংশ হিসেবে ভারত দখলকৃত জম্মু- কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী বাহিনী অভিযানের নামে গত ২৪ ঘণ্টায় ৯ জন বেসামরিক মুসলিমকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ৩০/১২/২১ তারিখে পৃথক পৃথক স্থানে হত্যা করা ঐ মুসলিমদেরকে হত্যার বৈধতা হিসেবে বরাবরের মত সকলকেই ‘সন্ত্রাসী’ ট্যাগ লাগিয়ে দিয়েছে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী বাহিনী।

মিথ্যাবাদী ঐ দখলদারদের এমন পৈশাচিক আচরণে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন সেখানকার স্থানীয় মানুষ। যেসব এলাকায় সশস্ত্র বাহিনী অভিযান চালাচ্ছে সেখানকার শতশত মানুষ হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছে। শুক্রবার ভোরেও কাশ্মীরের শ্রীনগরে হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর গুলিতে তিনজন প্রাণ হারিয়েছেন।

উল্লেখ্য, কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ব্যাপক আকারে তাওহীদবাদী মুসলিমদের প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়েছে। ফলে হিন্দুত্ববাদীরা নিজেদের ব্যর্থতা আড়াল করতে বেসামরিক মুসলিদেরকে ‘সন্ত্রাসী’ ট্যাগ দিয়ে হত্যার পরিমাণ বহুগণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী বাহিনী কয়েক যুগ ধরে আগ্রাসন চালিয়ে বেসামরিক মুসলিমদের নির্বিচারে হত্যা করে যাচ্ছে। কথিত সব আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাও মুসলিমদের উপর চলমান জাতিগত নিধনযজ্ঞ দেখেও না দেখার ভান করে আছে।

যে হলুদ মিডিয়াগুলো সর্বদা অমুসলিমদের সামান্য সমস্যা নিয়ে দিন-রাত উজার করে দেয়, সেই মিডিয়াগুলো আবার কাশ্মীরে ভারতের চালানো নির্যাতনের ব্যাপারে অন্ধ হয়য়ে থাকে।

তথ্যসূত্র:

১। কাশ্মীরে ২৪ ঘণ্টায় ৯ জনকে নির্মমভাবে হত্যা

https://tinyurl.com/4nd4srrv

সোমালিয়া | রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন আশ-শাবাব, হতাহত ২৫ সেনা

সোমালিয়ায় পশ্চিমাদের গোলাম নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই যখন তুঙ্গে, ঠিক সেই মুহুর্তেই ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ-শাবাব যোদ্ধারা সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

4

বিবরণ অনুযায়ী, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা ৩০ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার খুব ভোরে রাজধানী মোগাদিশু থেকে ৩০ কিলোমিটার উত্তরের বাল'আদ শহরে ভারি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তীব্র হামলা চালিয়েছে। এসময় তাঁরা কৌশলগত শহরটি দখল করে নেয়ার আগে গাদ্দার সরকারী বাহিনী এবং হারশাবেলির আঞ্চলিক বাহিনীর সাথে ভয়ঙ্কর বন্দুকযুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

এদিন বিকালে আশ-শাবাবের সাথে সম্পৃক্ত শাহাদাহ নিউজ জানিয়েছে যে, এই অভিযানে এক কমান্ডারসহ ৭ গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং ৩ সৈন্য আহত হয়েছে। তবে সন্ধ্যার পরে স্থানীয় একটি মিডিয়া যোগ করেছে যে, হামলায় গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ১০ সৈন্য নিহত এবং আরও ১৫ সৈন্য আহত হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা মিডিয়াকে বলেছেন যে, সোমালি সৈন্যরা তাদের ঘাঁটি খালি করার পরে ইসলামপন্থী যোদ্ধাদের বাল'আদের রাস্তায় টহল দিতে দেখা গেছে। এই বছরের মধ্যে শহরটি একাধিকবার আশ-শাবাব ও সরকারের মধ্যে হাত বদল হয়েছে।

আশ-শাবাব অধিভুক্ত মিডিয়া বিশদ বিবরণ না দিয়ে জানিয়ে যে, মুজাহিদগণ শহরটির সামরিক ঘাঁটি, চেকপোস্ট ও ব্যারাকে ব্যাপক আক্রমণ এবং শহর বিজয়ের পর স্থানীয় এমপির একটি গাড়ি এবং অন্যান্য অসংখ্য অস্ত্র ও সরঞ্জাম গনিমত পেয়েছেন। সূত্রটি আরও নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদরা আফ্রিকান ইউনিয়নের সৈন্যদের দ্বারা শহরটি পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টাকেও প্রতিহত করেছেন।

এবার মুসলিম গণহত্যার দিনক্ষণ নির্ধারণ: ভারতে মুসলিম বিদ্বেষের বাজার সরগরম

ভারতে মুসলিম বিদ্বেষের বাজার যে ভালোই সরগরম তা পূর্ণ মাত্রায় স্পষ্ট হচ্ছে। হরিদ্বারে যেমন মুসলিমদের গণহারে হত্যা করার ডাক দেওয়া হয়েছে, তেমনি আরও তিনটি ধর্ম সংসদ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। একটি হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে এবং দুটি উত্তরপ্রদেশের আলিগড় ও গাজিয়াবাদে। হরিদ্বারের মতই এখানেও আলোচ্য বিষয় ‘শস্ত্রমেব জয়তে।’

হরিয়ানার শিব শক্তিধামে আগামী বছরের ১ ও ২ জানুয়ারি দুদিনের গণহত্যার ডাক দেওয়া হয়েছে। গেরুয়াধারী নরসিংহানন্দই পরের সমাবেশগুলির আয়োজক। সে যে ফের মুসলিম নিধনের ডাক দেবে তা নিয়ে আর কারো মনে কোনও সংশয় নয়।

গত ১৭ ডিসেম্বর দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল হিন্দু যুব বাহিনী এবং অপরটির আয়োজন করেছিল ইয়েতি নরসিংহানন্দ সরস্বতী হরিদ্বারে গত ১৯ ডিসেম্বর। এই দু’টি অনুষ্ঠানেই প্রকাশ্যে মুসলিমদের গণহত্যা, ঘৃণা ছড়ানো এবং হিংসার আহ্বান করা হয়েছে। কট্টর গেরুয়াধারী জ্যোতি বলেছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে হবে।যুদ্ধে তারাই যেতে যাদের হাতে থাকে ভালো অস্ত্র।

হিন্দুমহাসভার সাধারণ সচিব এবং নিরঞ্জনী আখড়া পরিষদের অন্নপূর্ণা মা সমাবেশে হিন্দুদের উদ্দেশে বলেছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করুন।

যদি আপনারা ওদের শেষ করে দিতে চান, তাহলে এখনই ওদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরুন। আমরা ওদের হত্যা করে জেলে যেতে রাজি। আমরা কেবল ১০০ সেনা চাই। তাতেই আমরা ২০ লক্ষ মুসলিমকে হত্যা করতে পারব। আমরাই জিতব। আমাদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলি এখন পাশে সরিয়ে রেখে অস্ত্র তুলে নেন।

মুসলিম হত্যার কথা শুনেও বিজেপির কোনও নেতা একটি শব্দও করেনি। অনেকে বলছে,বিজেপি নেতারা যে এই গেরুয়াধারী ‘বিদ্বেষীদের’ বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেবে না, সেটাই স্বাভাবিক। এখনও পর্যন্ত একজনকেও ধরেনি পুলিশ। এমন ক্ষেত্রে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের গডফাদার প্রধানমন্ত্রীকে নীরব থাকতে দেখা গিয়েছে। এই বিদ্বেষের প্রচারকরা মোদি ও অমিত শাহের নীরবতাকে তাদের কাজের প্রতি সম্মতি ধরে বিদ্বেষ ও ঘৃণা ছড়ানোর কাজ সমান গতিতে চালিয়ে যাবে।

ফলে এই হিন্দুত্ববাদের নাম দিয়ে এই ধরণের বিদ্বেষ ভাষণ দিয়ে তারা হিন্দুদের মন বিষিয়ে দিতে চেষ্টা করছে, যার বিষক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। ভারতে মুসলিমদের জান মাল ইজ্জত আব্রু এখন অনেকটা হিন্দুদের করুণার উপর নির্ভর হয়ে গেছে। তারা চাইলে যেকোন মুসলিমকে হত্যা করছে, পিটিয়ে জখম করে দিচ্ছে, মেরে ফেলছে, ইচ্ছে হলেই নারীদের শ্লীলতাহানী করছে। মুসলিম মা বোনদের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমি খেলছে। যাকে চাইছে মিথ্যা মাললায় ফাসিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

গত ২৬ শে ডিসেম্বর, টুইটারে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, হিন্দুত্ববাদী গেরুয়া সন্ত্রাসীরা মুসলিম অধ্যুষিত মেওয়াতের প্রবেশ করে।

হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'বজরং দল'-এর সশস্ত্র সদস্যদের বহনকারী ৫০০ টিরও বেশি গাড়ি ও অস্ত্র নিয়ে মিছিল করে মুসলিমদের ভয় দেখাতে থাকে। জয় শ্রীরামসহ বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে বলতে থাকে তোমরা হিন্দুদের যতটা দুর্বল ভাবো আমরা ততটা দুর্বল নই। তারা মুসলিম অঞ্চলটিকে "জাফরান" রং দিয়ে রাঙ্গিয়ে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। Over 500 cars carrying armed members of the Hindutva organisation 'Bajrang Dal' entered a predominantly Muslim neighbourhood in Mewat to “saffronise” the area on Friday. https://tinyurl.com/22mr58en

২। ভারতে মুসলিম বিদ্বেষের বাজার ভালোই সরগরম

https://tinyurl.com/efr2ryp7

৩। আরও তিনটি ধর্ম সংসদ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে

https://tinyurl.com/24yzpzp5

৩০শে ডিসেম্বর, ২০২১

সোমালিয়ায় দখলদার জোট বাহিনীর ১২টি ঘাঁটিতে একযোগে আশ-শাবাবের হামলা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় দখলদার দেশগুলোর ১২টি ঘাঁটিতে একযোগে হামলা চালিয়েছেন দেশটির ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যার একটিতেই ৭ ক্রুসেডার হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ২৯ ডিসেম্বর বুধবার, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধারা সোমালিয়ায় এক ডজনেরও বেশি অভিযান চালিয়েছেন। যার মধ্যে ১২টি অভিযানই চালানো হয়েছে কুফ্ফার জাতিসংঘের অংশীদার দেশগুলোর সামরিক ঘাঁটিগুলো টার্গেট করে।

এরমধ্যে শুধু দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বাকুল রাজ্যের ওয়াজিদ শহরে মুজাহিদদের পরিচালিত এক হামলাতেই ৭ সৈন্য হতাহত হয়েছে। শাহাদাহ এজেন্সির খবরে বলা হয়েছে, সামরিক ঘাঁটিতে মুজাহিদদের এই হামলায় হতাহত সকল সৈন্যই ছিল ইথিওপিয়ার।

অপরদিকে সেদিন মুজাহিদগণ তাদের অন্য অভিযানগুলো পরিচালনা করেছেন রাজধানী মোগাদিশু সহ বাকুল, বে, যুবা ও শাবেলি সুফলা রাজ্যে। আশা করা হচ্ছে, এসব স্থানেও মুজাহিদদের পরিচালিত হামলাগুলোতে আরও কয়েক ডজন ক্রুসেডার সৈন্য হতাহত হয়ে থাকবে।

ভারতে ইনস্টাগ্রামে ভিডিও আপলোড করার অযুহাতে মুসলিম যুবককে পিটিয়ে হত্যা করেছে হিন্দুত্ববাদীরা

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির উত্তম নগর এলাকায় একজন ১৭ বছর বয়সী মুসলিম যুবক মোহাম্মদ শওকতকে অন্তত ১৫-২০ জনের একটি হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী দল গণপিটুনি দিয়ে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ইনস্টাগ্রামে গল্প আপলোড করা নিয়ে শওকত ও হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হলে শওকতকে খুন করে তারা। শওকতের বোন নার্গিস মাকতুব মিডিয়াকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, তার ভাইকে অন্তত ২০ জনের একটি দল হত্যা করেছে।

“আমার ভাই একটি কারখানায় কাজ করত এবং রবিবারে তার ছুটি ছিল। রোববার সন্ধ্যায় বাসা থেকে বের হয়ে সে আর ফেরেনি। গভীর রাতে, আমরা একটি ফোন পেয়েছি যে শওকতকে উত্তম নগর এলাকার একটি স্কুলের কাছে অচেতন অবস্থায় পাওয়া গেছে। আমরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালে শওকতকে জীবিত দেখতে পায়। সে শ্বাস নিচ্ছিল। আমরা আমার ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলে ঘটনাস্থলে থাকা পুলিশ সদস্যরা আমাদের বকাঝকা করে। কয়েকবার অনুনয়-বিনয়ের পর তারা অনুমতি দিলে তাকে মহেন্দ্রু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরে তাকে ডিডিইউ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়, সেখানে পৌঁছালে তাকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসকরা।

নার্গিস বলেছিলেন যে তার ভাই ইনস্টাগ্রামে সোহান লাল কাশ্যপ নামে একটি স্থানীয় গুন্ডার সমালোচনা করে ভিডিও আপলোড করছিলেন। এতে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করে।

পুলিশের কাছে অভিযোগে নার্গিস সোহান লাল কাশ্যপসহ ছয়জনের নাম উল্লেখ করেছে।
শওকতের শোকার্ত মা নূরজাহান মাকতুব মিডিয়াকে বলেছে, “আমি আমার ছেলেকে হারিয়েছি। আমরা এর বিচার চাই। দোষীদের ফাঁসি দেওয়া হোক,”।

ছেলে হারা মা কি সত্যি বিচার পাবে! কারণ শওকততো মুসলিম ছিল। ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের কাছে মুসলিমদের কোন দাম নেই। তাই যখন যাকে ইচ্ছা পিটিয়ে হত্যা করতেও তাদের চিন্তা করতে হয় না। বড়জোর জেলে গেলেও আইন আদালত সবই তাদের পক্ষে। তাই মুক্তি পেতেও বেগ পোহাতে হয়না।

তথ্যসূত্র:

১.‘Sexually assaulted, lynched’: 17-year-old Shaukat’s family say ‘will fight for justice’ https://tinyurl.com/y9cdwx3y

আওয়ামীলীগ নেতার উলামা বিদ্বেষ: মাদরাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের নামে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা নামে মুসলিম হলেও তাদের কার্যক্রম অমুসলিমদেরকেও হার মানায়। ইসলাম বিদ্বেষ তাদের দলীয় এজেন্ডা। হিন্দুত্ববাদীদের দালালী করতে গিয়ে তারা এদেশের আলেম উলামা ও তাওহীদবাদী মুসলিমদের উপর নির্মম নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। আলেমদের সত্য কথা বন্ধে নানাভাবে চক্রান্ত করে যাচ্ছে। ইসলামের বিধি বিধান ও বাস্তব সত্য কথা বলার জন্যেও আলেম উলামাদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে।

ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা আওয়ামীলীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মতিন বাদী হয়ে একটি মাদ্রাসার শিক্ষক ছাত্রসহ ১০জনকে আসামী করে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা করেছিল বেশ কয়েক বছর আগে। গত ২৬ শে ডিসেম্বর ২১ই রোজ রোববার রাতে একটি মাদরাসা থেকে সেই মামলার মোট৪জনকে আটক করে সন্ত্রাসী র্যাব। পরে সোমবার বিকেলে তাদের ৫ দিনের রিমান্ড চেয়ে কোর্টে প্রেরণ করেছে গাদ্দার পুলিশ।

উপজেলার সদর ইউনিয়নে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী জামিয়া গাফুরিয়া দারুসসুন্নাহ ইসলামপুর মাদ্রাসার শিক্ষক মাওলানা মুফতি কাওসার হাসান
(৪২) ঈশ্বরগঞ্জ পৌর বাজার চালমোহাল জামে মসজিদের খতিবের দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। এরই মাঝে গত ৫মার্চ শুক্রবার ওই মসজিদে জুম্মার নামাজের খুতবার পূর্বে বয়ানে তিনি বলেন “রাষ্ট্রপতি সেনাপ্রধানের ভাইয়ের মৃত্যুদন্ড মওকুফ করে দিয়েছে অথচ অভিজিৎ হত্যার আসামীদের ফাঁসি দেওয়ার চেষ্টা করছে। তাই আমরা এই জালিম শেখ হাসিনা সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করব আপনারা এতে রাজী আছেন তো?”

তার এমন বক্তব্যের বিষয়ে পরদিন ওই মাদ্রাসার সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুল ইসলাম বুলবুল ওই শিক্ষক কাওসার হাসানের কাছে মোবাইল ফোনে জানতে চাইলে তিনি বলেন “আমি যা বলেছি ঠিক বলেছি। এবিষয়ে তাকে জ্ঞান না দিতে বলেন।” এ কখা বলায় সভাপতি ঐ আলেমকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে।

পরে ওই শিক্ষক বিষয়টি মাদ্রাসায় গিয়ে ছাত্র শিক্ষকদের কাছে জানান এবং মাদ্রাসা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা আওয়ামীলীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির মোবাইল ফোনে ধারণ করা কথোপকথনের রেকর্ডটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করে দেন। এনিয়ে ছাত্র ও শিক্ষক মিলে মাদ্রাসা থেকে প্রতিবাদে নামেন। এসময় তারা মাদ্রাসা কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুল ইসলাম বুলবুলের পদত্যাগ দাবি করেন। দূঃখজনক হলেও সত্য, আওয়ামী লীগের এই আলেম উলামা বিদ্বেষী ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রফিকুল ইসলাম বুলবুলের পদত্যাগের পরিবর্তে বিষয়টি নিয়ে উপজেলা প্রশাসন সমঝোতার নামে কমিটির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে দেয়।

পরে বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর মাদরাসাটি পুনরায় খুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি মাদরাসার কার্যকরি পরিষদের মিটিংয়ে প্রতিবাদের ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক ও ছাত্রদের বহিষ্কার ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেই সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঘটনার সাথে জড়িত শিক্ষক ও ছাত্রদের বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কৃত হওয়ার পরও আওয়ামী সন্ত্রাসীর রোষানল থেকে রেহাই পাননি তাঁরা। তাঁদের নামে মিথ্যে অভিযোগ এনে ঈশ্বরগঞ্জ থানায় সন্ত্রাস দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করে উপজেলা আওয়ামী লীগের অর্থ বিষয়ক সম্পাদক মোঃ আব্দুল মতিন। তখন থেকেই ওই ছাত্র ও শিক্ষকদের জীবনে নেমে প্রসাশনিক হয়রানি। হয়রানি থেকে বাঁচতে বাড়িঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ জীবনযাপন করতে থাকেন।

এরই মাঝে গত রোববার রাতে নেত্রকোনা জেলার কলমাকান্দা উপজেলার জামিয়া দারুল উলুম মার্কাজ মাদরাসা থেকে র্যাব, শিক্ষক ছাত্র মিলিয়ে ৪জনকে আটক করে ঈশ্বরগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করে। পরে পুলিশ সোমবার বিকেলে তাদের ৫ দিনের রিমান্ড চেয়ে কোর্টে প্রেরণ করা করে।

ঈশ্বরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ আবুল কাদের মিয়া বলে, তাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা হয়েছে। তারপর থেকেই তারা পলাতক ছিলো। গ্রেফতারকৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৫ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়েছে। বাকি আসামীদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

এদেশে মুরাদের মত অপরাধীরা মামলা হওয়ার পর বিদেশে যেতে পারে, প্রিয়া সাহা রাষ্ট্রদোহীতা করেও কিছুই হয় না। সেনাপ্রধানের ভাই হওয়ায় মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামী হওয়ার পরও রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করে দেয়। অথচ, আলেমরা ইসলামের কথা বললেই মামলা করে হয়রানি করা হয়। এর কারণ হল এদেশে ইসলামি বিচার ব্যবস্থা নেই। তাই জালেমদের হাত থেকে ইসলাম,আলেম-তলাবাদেরদের রক্ষা করে, প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য মুসলিমদের এক কালিমার পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কোন বিকল্প নেই। তথ্যসূত্র:
সন্ত্রাসী-আইনে-মাদরাসার-চার-শিক্ষক-ও-ছাত্র-গ্রেফতারঃ-৫দিনের-

রিমান্ড -চেয়ে -কোর্টে -প্রেরণ
https://tinyurl.com/5rwr9uhn

কীভাবে সম্ভব হয় রক্তপাতহীন কাবুল জয় ?

চলতি বছরের ১৫ই আগস্ট তালেবান মুজাহিদিন কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার মাধ্যমে দীর্ঘ ২০ বছরের আফগান যুদ্ধের ইতি টানেন। তেমন কোনো গুলিবর্ষণ কিংবা রক্তপাত ছাড়াই ঐতিহাসিক কাবুল বিজয় বিশ্ববাসীকে চমৎকৃত করেছে। কীভাবে সম্ভব হয়েছিল এমন রক্তপাতহীন কাবুল জয় ?

এ বিজয় অবশ্যই আল্লাহর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয়েছে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের যুদ্ধকৌশল দিয়ে শত্রু বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। তালেবানের কাবুল বিজয় নিয়ে একটি কৌশল জানা যাচ্ছে। আমেরিকার গোলাম গনি সরকারের প্রতিটি দপ্তরেই তালেবানের গোয়েন্দা সদস্যরা ছদ্মবেশে কাজ করতেন। মূলত বিনা রক্তপাতে কাবুল বিজয়ে তাঁরাই সহায়তা করেছিলেন।

দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল জানিয়েছে , তালেবানের গোয়েন্দা সদস্যগণ মন্ত্রণালয় , বিশ্ববিদ্যালয় , ব্যবসায়িক সংস্থা এবং সাহায্য সংস্থাগুলোতে সরব ছিলেন। হাক্কানি নেটওয়ার্কের অনুগত একজন শীর্ষ তালেবান নেতা মৌলভি মোহাম্মদ সেলিম সাদ জানিয়েছেন , প্রতিটি সংস্থা এবং বিভাগে তাঁদের লোক রয়েছেন ; যাঁরা কাবুলে প্রবেশের আগেই কৌশলগত অবস্থানগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন।

পত্রিকাটির খবরে বলা হচ্ছে , তালেবানের গোয়েন্দা সদস্যরা ১৫ আগস্ট নিরাপত্তা বাহিনীর বন্দুকগুলো সরিয়ে নেওয়া এবং তাদেরকে নিরস্ত্র করার কাজ করেছিলেন। রাজধানী কাবুলের কৌশলগত অবস্থানগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য বিশেষ অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তাঁদেরকে।

মোহাম্মদ রহিম ওমারি তালেবানের বদরি বাহিনীর একজন সদস্য। তিনি মধ্যস্তরের কমান্ডার। কাবুলে তাঁর পরিবারের পেট্রল -বাণিজ্যের ব্যবসা রয়েছে। তিনি বলছেন , তাঁকে এবং অন্য ১২ জনকে শহরের পূর্বে একটি আফগান গোয়েন্দা পরিসেবা কম্পাউন্ডে পাঠানো হয়। যেখানে তাঁরা কর্তব্যরত অফিসারদের নিরস্ত্র করেন এবং কম্পিউটার ও ফাইলগুলো ধ্বংস করা থেকে তাদেরকে বাধা দেন।

গোয়েন্দাদের অন্যান্য সেলগুলো বিভিন্ন সরকারি ও সামরিক স্থাপনার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। টিমের সদস্যদের কাবুল বিমানবন্দরেও পাঠানো হয় , যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের লোকদের সরিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল। সকালে গ্রামাঞ্চল থেকে উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত তালেবান সেনারা না আসা পর্যন্ত এই গোয়েন্দা সদস্যগণই বিমানবন্দরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন।

এমনকি সম্ভাব্য লুটেরাদের হাত থেকে আফগান প্রত্নতত্ত্ব ইনস্টিটিউট এবং এর ধনসম্পদ সুরক্ষিত করার জন্যও তালেবানের পক্ষ থেকে লোক নিযুক্ত ছিলেন। একইভাবে আরেকজনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় এবং উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার কাজে।

কাবুলের পশ্চিমে ওয়ার্দাক প্রদেশের ৩০ বছর বয়সী এক ব্যক্তি জানাচ্ছেন, ২০১৭ সালে ইউনিভার্সিটিতে আরবি ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নেওয়ার সময় তিনি গোপনে তালেবান সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পান। বছরের পর বছর ধরে তিনি প্রায় ৫০০ জনকে দলে ভেড়াতে সক্ষম হন। কিন্তু তাদের পোশাক ছিল পশ্চিমা ধাচের। তাঁরা দাড়ি কামাতেন, জিন্স-টাই পরতেন।

তিনি বলছেন, ‘আমাদের অনেক বন্ধুকে দাড়ি থাকার কারণে তালেবান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু আমি সন্দেহের ঊর্ধ্বে ছিলাম। অনেককে গ্রেফতারও করা হয়েছে। অথচ আমি তাদের নেতা ছিলাম। বহু শিক্ষার্থী আমাকে ১৫ আগস্টে তালেবান হিসেবে প্রথমবারের মতো জানতে পারেন, যেদিন সরাসরি বন্দুক নিয়ে হাজির হয়েছিলাম। মন্ত্রণালয়ের অনেক কর্মচারী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কর্মীরা আমাকে চিনতেন। তারা আমাকে দেখে অবাক হয়েছিলেন।’ এখন তিনি কাবুলের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ইউনিটের প্রধান। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদে এখন ইসলামি সংস্কৃতির সৌন্দর্য দেখা যায়। তালেবানের এই গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক সংঘর্ষ ছাড়া কাবুল ও আমেরিকার গোলাম গনি প্রশাসনের পতন ডেকে আনার ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রেখেছিল।

তথ্যসূত্র:
1. Taliban Covert Operatives Seized Kabul, Other Afghan Cities From Within, November 28, 2021, The Wall Street Journal; https://on.wsj.com/3pIXuAb

২৮শে ডিসেম্বর, ২০২১

মিয়ানমারে চলছে জান্তার বর্বরতা: পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর নিরাপত্তায় উদ্বেগ

মিয়ানমারের কাইয়া রাজ্যে নারী ও শিশুসহ ৩০ জনকে হত্যা করে লাশ পুড়িয়ে দিয়েছে দেশটির জান্তা সরকার নিয়ন্ত্রিত সামরিক বাহিনী। স্থানীয় মানবাধিকার সংস্থা কারেননি হিউম্যান রাইটস গ্রুপের সূত্রে এই তথ্য জানা যায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ছবিতে দেখা যায়, সামরিক বাহিনীর জ্বালিয়ে দেয়া ট্রাকের মধ্যে পুড়ে যাওয়া নারী শিশুদের লাশ পড়ে রয়েছে।

বিবিসির এক অনুসন্ধানে জানা গেছে, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী জুলাই মাসে বেসামরিক লোকদের উপর একের পর এক গণহত্যা চালিয়েছে, এসব ঘটনায় অন্তত ৪০ জন নিহত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী এবং বেঁচে থাকা ব্যক্তিরা বলেছেন যে সৈন্যরা, গ্রামবাসীদের জড়ো করে তাদের মধ্য থেকে পুরুষদের আলাদা করে হত্যা করে। এদের মধ্যে অনেকের বয়স মাত্র ১৭ বছরও ছিল।

ওই ঘটনার ভিডিও ফুটেজ এবং ছবি দেখে জানা যায় যে, নিহতদের বেশিরভাগকে প্রথমে নির্যাতন করা হয়েছিল এবং পরে অগভীর কবরে মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল।

1
1

জি বিন ডুইন গ্রামে জুলাইয়ের শেষের দিকে ১২টি বিকৃত মৃতদেহ অগভীর গণকবরে মাটি চাপা অবস্থায় পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি ছোট মৃতদেহ রয়েছে যেটি সম্ভবত একটি শিশুর এবং একটি প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মৃতদেহও ছিল।
সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকে বিদেশী সাংবাদিকদের মিয়ানমারে রিপোর্টিং করতে নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয়েছে। যার ফলে অন-দ্য গ্রাউন্ড রিপোর্টিং বা মাঠ পর্যায়ে থেকে প্রতিবেদন প্রকাশ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

দূর্গম পাহাড়ে প্রশিক্ষণ:

সেনা সরকার উৎখাতে সশস্ত্র লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে মিয়ানমারের অনেক তরুণ-তরুণী। থাইল্যান্ড সীমান্ত গভীর জঙ্গল ও পাহাড়ি এলাকায় গড়ে তোলা হয়েছে সামরিক ঘাঁটি। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্সের এমন তথ্য উঠেছে।
প্রতিদিনই ট্রাকে করে দুর্গম পথ মারিয়ে গভীর জঙ্গলে গিয়ে যোগ দিচ্ছেন সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে। প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা গেছে বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রিত কারেন রাজ্যের দূর্গম পাহাড়ে অস্ত্র, গোলা, গ্রেনেডসহ বিভিন্ন সামরিক কাজের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

তারা বলছেন, সেনাবাহিনীর নির্যাতনের কারণে বাস্তচ্যুত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে হাতে তুলে নেয়া ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো সুযোগ ছিল না। বাধ্য হয়ে আমরা আজ বনজঙ্গলে বাস করছি।

মিয়ানমারের সাথে ৫টি দেশের সীমান্ত রয়েছে। দেশগুলো হলঃ বাংলাদেশ, ভারত, চীন, লাওস এবং থাইল্যান্ড। মিয়ানমারের আন্তঃ রাজনৈতিক সংকটের কারণে এই সীমান্ত অঞ্চলগুলোর নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমান মিয়ানমারের রাজনৈতিক সংকট সীমান্ত নিরাপত্তা ,উগ্র-সন্ত্রাসবাদের তৎপরতা, শরণার্থী সমস্যার সমাধান এবং আঞ্চলিক কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

মায়ানমারের প্রভাব ভারতে:

মিয়ানমারে সেনাবাহিনীর অভিযানের মুখে কয়েক হাজার মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে প্রবেশ করছে।
মিজোরাম, মনিপুর ও নাগাল্যান্ডে বর্তমানে মিয়ানমারের প্রায় ১৬ হাজার মানুষ অবস্থান করছে। আগামী কয়েক মাসে এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা সবচেয়ে বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছে মিজোরামে। মিয়ানমারের সঙ্গে ভারতের ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত। সীমান্তে দিল্লির শাসনবিরোধী কমপক্ষে দুই ডজন সশস্ত্র গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় আছে। এই গোষ্ঠীগুলো সীমান্তের উভয় পারে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। এতে নাগা ও মনিপুরের বিদ্রোহীরা টিকে থাকার রসদ পাবে। মিয়ানমারের প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সীমান্ত অতিক্রম ও সীমান্তে সংঘর্ষ তিন দশকের মধ্যে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোতে সবচেয়ে ভয়াবহ নিরাপত্তা পরিস্থিতি তৈরি করেছে। মিয়ানমারে ভারতের ৬৫০ মিলিয়ন ডলারের বন্দর ও মহাসড়ক প্রকল্প ঝুঁকিতে পড়বে।

বাংলাদেশের উদ্বেগ: ২০১৭ সালের ২৫ আগস্ট মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এবং তাদের দোসরদের বর্বরোচিত জেনোসাইডের শিকার হয়ে প্রায় ১ মিলিয়ন রোহিঙ্গা মুসলিম

1
2

বাংলাদেশে পালিয়ে আসে এবং কক্সবাজার সীমান্তের রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়। বিগত চার বছরে বাংলাদেশ থেকে একজন রোহিঙ্গাকেও মায়ানমার ফেরত নেয়নি। গত ০১ ফেব্রুয়ারি সামরিক শাসনের ফলে রোহিঙ্গা প্রত্যাবর্তনের’ বিষয়টি যতই দীর্ঘ হবে, ততই বাংলাদেশের নিরাপত্তার বিষয়টি ক্রমেই হুমকির মুখে পড়তে পারে।

এদিকে, বাংলাদেশের আপত্তি উপেক্ষা করে সীমান্তে সেনা মোতায়ন করেছে মিয়ানমার। আর যে তিনটি পয়েন্টে তাদের দেখা গেছে সেগুলো হল কা নিউন ছুয়া, মিন গালারগি ও গার খুইয়া। এছাড়াও বাংলাদেশের জলসীমায় মাছ শিকারকালে ৪টি ট্রলার সহ ২২ জন বাংলাদেশী জেলেকে ধরে নিয়ে গেছে উগ্র বৌদ্ধ সন্ত্রাসীদের দেশ মিয়ানমার।

মিয়ানমারের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সংকটের প্রভাব ইতোমধ্যেই পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর নিরাপত্তায় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সংকট যতই দীর্ঘায়িত হবে, ততই আঞ্চলিক নিরাপত্তার সমস্যার বিষয়টি আরও ঘনীভূত হতে পারে!

তথ্যসূত্র:

১। মিয়ানমারের রাজনৈতিক সংকট এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার হুমকি

https://tinyurl.com/yc4a3ern

২। বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্ত: মিয়ানমারের সেনাদের টহল বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের উদ্বেগ

https://tinyurl.com/5faaw9ua

৩। মিয়ানমার: বেসমারকি জনগণকে নির্যাতন করে গণহত্যা হয়েছে, বলছে বিবিসি অনুসন্ধান

https://www.bbc.com/bengali/news-59723187

৪। ভারতে আশ্রয় নিচ্ছে মিয়ানমারের প্রতিরোধ যোদ্ধারা

https://tinyurl.com/mryby3df

৫। বাংলাদেশের আপত্তি উপেক্ষা করে সীমান্তে সেনা মোতায়ন মিয়ানমারের

https://youtu.be/wPfXxhLk8og

গোলান মালভূমিতে ইহুদি বসতি দ্বিগুণ করার ঘোষণা ইসরাইলের

দখলদার ইসরাইল গোলান মালভূমির দখলকে সুসংহত করার লক্ষ্যে কোটি কোটি ডলারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সেখানে বসতি স্থাপনকারীদের সংখ্যা

1
3

দ্বিগুণ করতে চাই। ৫০ বছর আগে ভূখণ্ডটি মুসলিম ভূমি সিরিয়া কাছ থেকে দখল করে নেয় সন্ত্রাসী ইসরাইল।

গোলান মালভূমি থেকে মাত্র ৪০ মাইল দূরে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক শহর এবং দক্ষিণ সিরিয়ার একটি বড় অংশ স্পষ্ট দেখা যায়। সে হিসেবে ভূখণ্ডটি সিরিয়ান সেনাবাহিনীর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য এটা এক আদর্শ জায়গা। কৌশলগতভাবে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা।

তাছাড়া এটি প্রাকৃতিক পানির উৎস। গোলান মালভূমি থেকে পানি গড়িয়ে পড়ে জর্ডান নদীতে। আর এটি হচ্ছে ইসরাইলের পানি সরবরাহের এক-তৃতীয়াংশের উৎস। জায়গাটি বেশ উর্বর এবং এখানে ফল ও আঙুরের চাষ হয়, পশুপালন হয়।

আন্তর্জাতিকভাবে এই দখলদারি বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা ২০১৯ সালে এ অঞ্চলে ইসরাইলের ভূমি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। যা গোলান মালভূমিতে দখলদারদের বিনিয়োগের পথ সুগম করে।

গত রবিবার ২৬ ডিসেম্বর গোলান মালভূমিতে বিশেষ মন্ত্রিসভা বৈঠকে দখলদার ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী দাবি করে যে, এটাই আমাদের সময়। এটা গোলান মালভূমির মুহূর্ত। আমাদের এখনকার লক্ষ্য হলো গোলান মালভূমিতে বসতি দ্বিগুণ করা।

১৯৬৭ সালের মধ্যপ্রাচ্য যুদ্ধে সিরিয়া থেকে গোলান মালভূমি দখল করে ইসরায়েল এবং ১৯৮১ সালে এটিকে নিজেদের ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত করে। কথিত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে বিশ্বের বড় একটি অংশ এ কার্যক্রম বেআইনি বলে বিবেচনা করে।

তা সত্বেও এ অঞ্চলকে ইসরাইলের হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া প্রথম দেশ হলো বিশ্ব সন্ত্রাসী আমেরিকা। আমেরিকা এ বিষয়টি বৈধতা দিয়েছে তাই জাতিসংঘ, হলুদ মিডিয়া, সুশীল সমাজ বিষয়টি নিয়ে একদম চুপ।

অথচ এই জাতিসংঘ, হলুদ মিডিয়া, সুশীল সমাজ-ই এতোদিন ধরে শান্তির মিথ্যা স্লোগান তুলে আমেরিকার ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে কথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে সাফাই গেয়েছে। ফলে সাধারণ মানুষ বরাবরই ধোকা খেয়েছে। আর ধ্বংস হয়ে গেছে ইরাক,সিরিয়া,লিবিয়াসহ অসংখ্য মুসলিম জনপদ।

এ জন্য জাতিসংঘ, হলুদ মিডিয়া এবং কথিত সুশীল সমাজের মনভুলানো কথা- বার্তা উপেক্ষা করে মুসলিম উম্মাহকে নিজেদের নিরাপত্তা ও ভূমি পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম নিজেদেরকেই চালিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আসছেন বিশেষজ্ঞরা।

তথ্যসূত্র:
=====

১.Israel says will ‘double settlements’ in occupied Golan Heights-https://tinyurl.com/2erd3r92

1
4

প্রশাসন-মালিকের অনিয়মে প্রাণ গেল যাত্রীদের: আমরা জাগ্রত হব কবে?

'মর শুধু পাবলিক ধুকে ধুকে মর, ভাগ্যের চাকা তোদের ছিল নড়েবড়’। চলমান হৃদয়বিদারক ঘটনাগুলো এলাইনটিকেই বার বার মনে করিয়ে দেয়। মুসলিমদের রক্ত যেন আজ মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। যার ফলে ভয়ঙ্কর কোন ঘটনা ঘটার আগে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় না, পরেও সঠিক কোন বিচার হয় না।

গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঝালকাঠির সুগন্ধা নদীতে এমভি অভিযান-১০ লঞ্চে আগুন লেগে যায়। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আনুমানিক ৪১ জনেরও অধিক মৃত্যু ও শতাধিক মানুষ আহত হন। এখনো বহু লোক নিখোঁজ আছেন।

প্রকৃতপক্ষে কতগুলো মানুষের জীবন আগুনে পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে। কত মানুষ আগুন থেকে বাঁচতে ঘন কুয়াশার অন্ধকারেই নদীতে ঝাপ দিয়ে মারা গেছে! কত মানুষ বেঁচেও সারা জীবনের জন্য আগুনে পুড়ে যাওয়া অঙ্গ নিয়ে যন্ত্রনায় কাতরাতে থাকবে। তার কোন সঠিক হিসাব কখনোই পাওয়া যাবে না।

হাসপাতালে আসা অনেকেই প্রিয় মানুষটির খোঁজ না পাবার কথা বলেছেন। অনেকে জানিয়েছে, আগুনে পুড়ে যাবার কারণে প্রিয়জনকে শনাক্তও করা যাচ্ছে না। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে মৃত্যুর পরেও স্বজনের ছোঁয়া পায়নি এসব মরদেহ। দুদিন আগেও বাবা-মার পরিচয় ছিলো যে মানুষটির, তার পরিচয় এখন এক একটি সংখ্যা।

1
5

ঝালকাঠিতে আগুনে পুড়ে যাওয়া এমভি অভিযান-১০ লঞ্চটির পরিচালনায় পদে পদে অনিয়ম ও অবহেলার তথ্য পাওয়া গেছে। লঞ্চের ইঞ্জিনের সিলিন্ডারের টপ চেম্বার খোলা থাকা, অনুমোদন ছাড়া ইঞ্জিন পরিবর্তন, অগ্নিকাণ্ডের সময়ে অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র ব্যবহার না করা এবং অতিরিক্ত যাত্রী বহনের প্রমাণ মিলেছে। এসব কর্মকাণ্ডে সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরগুলোর কয়েকজন কর্মকর্তা ও লঞ্চ পরিচালনায় থাকা ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততা রয়েছে।

দীর্ঘদিন এসব অনিয়ম চলায় তা অনেকটা গা সওয়া হয়ে গেছে। যার কারণেই অভিযান-১০ লঞ্চটি নির্বিঘ্নে চলাচল করেছে।

সার্ভে সনদে যে চারজন মাস্টার ও ড্রাইভারের নাম উল্লেখ ছিল, ঘটনার সময়ে তারা লঞ্চটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন না। তবুও এ লঞ্চটি ছাড়ার অনুমতি দেয় বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ অধিদপ্তরের ট্রাফিক ইন্সপেক্টর।

1
6

উল্লেখ্য , অনিয়মের কারণে এমন হতাহতের ঘটনা এটাই প্রথম নয়। এর আগেও বহু ঘটনা ঘটেছে।

এবছর ৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর পাথরঘাট কয়লাঘাট এলাকায় এক সাংসদের বেপরোয়া কার্গোর ধাক্কায় ডুবে যায় এমএল সাবিত আল হাসান নামের যাত্রীবাহী লঞ্চটি৷ প্রত্যক্ষদর্শীরা বলছেন , লঞ্চকে ধাক্কা দেওয়ার অনেক আগে থেকেই যাত্রীরা চিৎকার করে কার্গো জাহাজটির গতিরোধের অনুরোধ করেছিলেন৷ কিন্তু জাহাজের চালক তাতে সাড়া দেননি৷ এমনকি পুরো ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার সময়ে বা আগে কোনো ধরনের হর্নও বাজাননি জাহাজের চালক৷ যাত্রীবাহী লঞ্চডুবিতে ৩৪ জন প্রাণ হারান৷

যে জাহাজটি ধাক্কা দিয়েছিল সেটি যাত্রীদের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেনি, বরং পরে রঙ বদলে পালানোরও চেষ্টা করেছে৷

প্রথম আলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘটনার পর থেকেই পুলিশ, লঞ্চ মালিক সমিতি ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ধাক্কা দেওয়া কার্গোটির মালিক বাগেরহাট-২ আসনের সংসদ সদস্য শেখ তন্ময়ের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এসকে লজিস্টিকস৷ ডুবে যাওয়া লঞ্চটির মালিকপক্ষ বলেছিল, কার্গো জাহাজটির মালিকপক্ষ প্রভাবশালী ও শেখ হাসিনার ঘনিষ্ট হওয়ায় তাদের মামলাও করতে দেওয়া হচ্ছে না৷

এভাবেই ক্ষমতাবান এলিট শ্রেণীর লাগামহীন ক্ষমতায়নে জিম্মি হয়য়ে পড়েছে বিশ্বমানবতা। ইসলামী বিচার ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষমতার দাপটে বরাবরের মতই পার পেয়ে যায় অপরাধী ক্ষমতাবানরা, আর ধুকে ধুকে মারা যায় সাধারণ জনগণ। বিশেষজ্ঞরা তাই বলছেন, এই মানবরচিত তন্ত্র-মন্ত্রের জুলুমি ব্যবস্থা পরিবর্তন করা ছাড়া ন্যায়বিচার ও সুশাসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র:

১.অভিযান-১০ লঞ্চে আগুন: প্রশাসন-মালিকের অনিয়মে প্রাণ গেল যাত্রীদের

https://tinyurl.com/y4nmrnn3
২. ‘অভিযান ১০’-এ ধারণক্ষমতার তিনগুণ যাত্রী থাকার অভিযোগ ঝালকাঠির সুগন্ধার দুই তীরে পোড়া গন্ধ নিহত ৪১: দগ্ধ শতাধিক বহু নিখোঁজ হাসপাতালে হৃদয়বিদারক দৃশ্য আগুন লাগার পরও এক ঘণ্টা ধরে

1
8

https://tinyurl.com/4mkefa7f
৩.পরিচয় মেলেনি অনেকের, লাশ বুঝিয়ে দেয়া শুরু

https://tinyurl.com/2p9bzb94
৪.সাংসদের কার্গো, ৩৪টি প্রাণ আর আমাদের বিবেক

https://tinyurl.com/yckw7n55
৫.মামলায় কার্গো জাহাজটির নাম নেই, জব্দও হয়নি

https://tinyurl.com/2twz3uz3

২৭শে ডিসেম্বর, ২০২১

আফগান ইসলামি ইমারতে গণতান্ত্রিক নির্বাচন কমিশনের কোন প্রয়োজন নেই: তালিবান

গত আগস্টে আফগানিস্তানে প্রশাসনের দায়িত্ব নেয় ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান মুজাহিদিন। এরপর সম্প্রতি তালিবান সরকার ঘোষণা করেছেন যে, তারা দেশটির গণতান্ত্রিক নির্বাচন কমিশন ভেঙে দিয়েছেন।

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের নতুন প্রশাসনের অন্যতম মুখপাত্র মুহতারাম বিলাল কেরিমির (হাফি:) দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, বর্তমানে আফগানিস্তানে গণতান্ত্রিক নির্বাচন কমিশনের অস্তিত্বের কোন প্রয়োজন নেই, তাই এটি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

এই ঘোষণার পর তালিবান সরকার বিরোধীরা বলেছে যে, নির্বাচন কমিশন ভেঙ্গে দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত একটি ইঙ্গিত যে, তালিবান সরকার (ইসলাম বিরোধী) গণতন্ত্রে বিশ্বাসী না।

যদিও তালিবানরা দোহা চুক্তি থেকে শুরু করে প্রতিটি স্থানেই স্পষ্ট ভাষায় বলে আসছেন যে, আফগানিস্তান পরিচালিত হবে ইসলামিক শরিয়াহ্ ব্যাবস্থার মাধ্যমে। তারপরেও কিছু সেক্যূলার দিবাস্বপ্ন দেখছে যে, তাদের বিদেশি প্রভুদের বিভিন্ন চাপের মুখে তালিবান গণতান্ত্রিক কুফরি ব্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত রাখবে।

অন্যদিকে তালিবানদের 'কমিশন ফর ক্লিনিং দ্য লাইনস', এমন সব লোককে সরকারি বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করছে, যাদেরকে তাদের অবস্থানের অপব্যবহার করতে দেখা গেছে। এই ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত প্রায় ২,০০০ সদস্যকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বরখাস্তকৃতদের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশের প্রশাসকও রয়েছেন।

উল্লেখ্য, তালিবান উমারাগণের এই উদ্যোগেড় মাধ্যমে অপব্যাখ্যাকারী ও খারেজিদের অনেক অলিক দাবিই এখন ভুল প্রমাণিত হবে বলে মত হক্কানী উলামাগণের।

1
9

বুর্কিনা-ফাঁসোতে আল-কায়েদার হামলায় নিহত ৪১ গাদ্দার সেনা: গনিমত ১৬টি সাঁজোয়া যান

বুরকিনা-ফাঁসোর উত্তরে লরৌম প্রদেশের টিইউ অঞ্চলে দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর একটি কনভয় লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এতে অন্তত ৪১ গাদ্দার সেনা নিহত ও ৩ সেনা বন্দী হয়েছে বলে জানা গেছে।

সরকারি সূত্রের বিবৃতিতেও স্বীকার করা হয়েছে, গত ২৫শে ডিসেম্বরের মুজাহিদদের অভিযানে নিহতরা সবাই সেনা বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত একটি ইউনিটের সদস্য ছিল। ক্রুসেডার ফ্রান্সের গোলাম বুরকিনা-ফাঁসোর সরকার এই হামলার নিন্দা জানিয়ে ৪৮ ঘণ্টার শোক ঘোষণা করেছে।

অপরদিকে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএস' একটি সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে এই হামলার পর মুজাহিদদের প্রাপ্ত গনিমতের কিছু ছবিও প্রকাশ করেছেন। সেখানে দেখা যায়, মুজাহিদগণ ৩ সেনাকে বন্দী করা ছাড়াও পাঁচটি (৫) পিক-আপ, একটি (১) সাঁজোয়া যানসহ নয়টি (৯) গাড়ি এবং উল্লেখযোগ্য পরিমাণ 7+ AK, RPG-7 রাইফেল, অন্যান্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত পেয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, দীর্ঘদিন ধরে বুরকিনা-ফাঁসোর উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে গাদ্দার সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আসছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন। এতে তাঁরা সফলতাও পাচ্ছেন এবং অনেক এলাকার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণও প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মুজাহিদিন কর্তৃক প্রাপ্ত গনিমত ও বন্দী সেনাদের কিছু ছবি দেখুন -

https://ia601505.us.archive.org/27/items/image_20211226/image.jpg

https://ia601501.us.archive.org/7/items/image-1_202112/image-1.jpg

https://ia601509.us.archive.org/5/items/image-2_20211226/image-2.jpg

https://archive.org/download/image-3_202112/image-3.jpg

https://archive.org/download/image-4_202112/image-4.jpg

২৬শে ডিসেম্বর, ২০২১

সোমালিয়া | আশ-শাবাবের হামলায় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাসহ নিহত ১৪ এরও বেশি গাদ্দার

2
0

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় পশ্চিমা সমর্থিত প্রশাসেনর বিভিন্ন কর্মকর্তা ও সেনা সদস্যদের উপর হামলা চালিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে ১২ জন নিহত এবং আরও ২ জন আহত হয়েছে।

শাহাদাহ নিউজের বিবরণ অনুযায়ী, আজ ২৬শে ডিসেম্বর রবিবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর দিনালি জেলায় পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সোমালি সরকারি বাহিনীর একটি সামরিক ব্যারাকে অতর্কিত হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাতে ১ অফিসারসহ ৬ গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও ২ সেনা আহত হয়েছে।

দেশটির সিংহভাগ অঞ্চলের উপর কর্তৃত্বকারী ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব এই আক্রমণটি চালিয়েছেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। আশ-শাবাবের তথ্য অনুযায়ী, হামলায় গাদ্দার সৈন্যরা হতাহত হওয়া ছাড়াও মুজাহিদগণ দুটি মেশিনগান গনিমত পেয়েছেন।

এদিন রাজধানী মোগাদিশু ও কিসমায়ো শহরে আরও ২টি পৃথক হামলা চালান আশ-শাবাবের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। এর মধ্যে কিসমায়ো শহরে একটি গাড়ি লক্ষ্য করে সফল বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ, যাতে গাড়িটি ধ্বংস হয়ে যায়। সূত্রমতে আশ-শাবাব যোদ্ধারা এই বিস্ফোরণের মাধ্যমে জুবাল্যান্ড প্রশাসনের ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি সার্ভিসের উচ্চ পদস্থ এক কর্মকর্তাকে হত্যা করেন। অপরদিকে রাজধানীতে পরিচালিত হামলায় অপর এক গাদ্দার সৈন্যকে হত্যা করা হয়।

এমনিভাবে সোমালিয়ার জুবা রাজ্যে আরও একটি বীরত্বপূর্ণ অপারেশন সফলতার সাথে সম্পন্ন করেন মুজাহিদগণ। এই অভিযানের মাধ্যমে মুজাহিদগণ তাবতু শহরের মেয়র "মোহাম্মদ জাইস" এবং শহরের শুল্ক কর্মকর্তা "ওমর আবু বকর" এবং সেইসাথে তাদের দেহরক্ষীদের মধ্য থেকে একজনকে হত্যা করা হয়েছিল। অভিযান শেষে ফিরার পথে মুজাহিদগণ নিহত গাদ্দার সদস্যদের ৩টি অস্ত্রই গনিমত হিসাবে লাভ করেন।

আল-কায়েদার এই পূর্ব আফ্রিকান শাখাটি অতি দ্রুতই গোটা সোমালিয়া ও তৎসংলগ্ন এলাকাজুড়ে একটি সফল ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠিত করবে বলে আশা প্রকাশ করছেন ইসলামি চিন্তাবিদগণ। আর এর ফলে আফ্রিকার মুল্যবান খনিজ সম্পদগুলো পশ্চিমা দেশে পাচার না হয়ে মুসলিম উম্মাহর কল্যাণেই কাজে লাগানো যাবে বলেও আশাআ প্রকাশ করেছেন তারা।

অবৈধ বসতি স্থাপনের রেকর্ড: ফিলিস্তিনের দখলকৃত ভূখণ্ডে নতুন ২৭,০৫০ ইহুদি

গ্রেটার ইসরাইল প্রতিষ্ঠার লক্ষে চলতি বছরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে ২৭ হাজার ৫০ জন জয়োনিস্ট ইহুদী ফিলিস্তিনের দখলকৃত ভূমিতে পদার্পন ও নতুন করে বসতি স্থাপন করেছে।

অবৈধ বসতি নির্মাণ ও ইহুদিবাদী এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষে গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে দখলদার ইসরাইল ৩০% বেশি জয়োনিস্ট ইহুদিদেরকে ফিলিস্তিনের ভূমিতে এনে মুসলিমদের ভূমি দখল করেছে।

2
1

আল আক্বসার পবিত্র ভূমিতে ঘাঁটি গেড়ে বসা নব্য ঔপনিবেশিক ইহুদিদের অধিকাংশই উত্তর আমেরিকার বাসিন্দা। এবছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৪ হাজার অবৈধ ইহুদি ফিলিস্তিনে এসে নতুন বসতি গড়েছে।

চলতি বছরে ফিলিস্তিনে অবৈধ বসতিস্থাপনকারীদের মধ্যে ফ্রান্স থেকে আগত ৩ হাজার ৫০০ ইহুদি রয়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৪০% বেশি।

রাশিয়া থেকে এবছর ৭ হাজার ৫০০ ইহুদি ফিলিস্তিনে বসতি গড়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ১০% বেশি।

ইউক্রেন থেকে ৩ হাজার ও ইথিওপিয়া থেকে ১ হাজার ৬৩৬ ইথিওপিয়ান ইহুদি ফিলিস্তিনে এসে মুসলিমদের ভূমি দখল ও বাড়িঘর উচ্ছেদ করে বসতি স্থাপন করেছে।

তাছাড়াও, চলতি বছর আর্জেন্টিনা থেকে ৯০০, যুক্তরাজ্য থেকে ৬৫০, ব্রাজিল থেকে ৫৫০, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ৫৫০ ও মেক্সিকো থেকে ২৯০ দখলদার ইহুদি স্থায়ী বসতি নির্মাণের লক্ষে দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে আগমন করেছে।

উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালে মুসলিমদের জাতিগত উৎখাত করে ফিলিস্তিন থেকে দখল করে নেয়া তেলআবিবের গ্রামগুলোতে অধিকাংশ ইহুদিরা অবৈধ বসতি নির্মাণ করছিল।

বর্বর এই জায়নবাদী ইহুদিরা মূলত ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীর ও গাজা থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমদের হত্যা কিংবা জোরপূর্বক উচ্ছেদ করে এসব বসতি নির্মাণ করে থাকে।

সন্ত্রাসী ইসরাইল বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগমনকারী ইহুদিদের ইসরাইলি নাগরিকত্ব ও আর্থিক প্রণোদনা দিয়ে ফিলিস্তিনের ভূমিতে অবৈধ ইহুদি বসতি নির্মাণে সহায়তা করে যাচ্ছে।

তবে আমাদের জন্য অজানা ও আশ্চর্যজনক একটি তথ্য হল এই যে, পূর্ব ভারতের মিজোরাম ও মনিপুর ও নাগাল্যান্ড থেকেও হাজার হাজার ইহুদি ইতিমধে নানান সময়ে ইসরায়েলে এসে বসতি স্থাপন করেছে। ইহুদি প্রতারক পণ্ডিতদের দাবি, তারা ছিল ইহুদিদের হারিয়ে যাওয়া বনি মনেসা গোত্রের, যারা এখন আবার তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে এসেছে।

তথ্যসূত্র:

১। Israeli government: 27,050 new foreign colonizers settled in Palestine in 2021 –

https://tinyurl.com/sp52ceyv

২। Bnei Menashe Documentary - from India to Israel –

https://tinyurl.com/bdf65hc7

2
2

একশত হিন্দু ২০ লাখ মুসলিমকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয় তাহলে আমরা সফল হবো সাধ্বী অন্নপূর্ণারা

ভারত থেকে মুসলিম নিধনের প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে শুরু করেছে হিন্দুত্ববাদী উগ্র ধর্মগুরুরা। শুধু ঘোষণাতেই শেষ নয়, ১০০ জন হিন্দু যেন ২০ লাখ মুসলিমকে হত্যা করার টার্গেট নিয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণ নেয়, সেই নির্দেশও দেওয়া হচ্ছে প্রকাশ্যেই।

হিন্দুত্ববাদী উগ্র নেত্রী সাধ্বী অন্নপূর্ণা বলেছে, মুসলিমদের জনসংখ্যা কমাতে তাদের হত্যা করতে হবে। “অস্ত্র ছাড়া কিছুই সম্ভব নয়। আপনি যদি তাদের জনসংখ্যা নির্মূল করতে চান তবে তাদের হত্যা করুন। হত্যার জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং জেলে যেতে প্রস্তুত থাকুন। এমনকি যদি আমাদের মধ্যে ১০০ জন তাদের (মুসলিম) ২০ লক্ষকে হত্যা করতে প্রস্তুত হয়, তবে আমরা বিজয়ী হব, তাহলে আমরা সফল হব’।

তার এই মুসলিম বিদ্বেষী উগ্র মন্তব্যের ব্যাপারে টাইমস নাউ এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, ২০ লক্ষ মানুষকে হত্যার ডাক দেওয়া কি ধর্ম?' জবাবে ঐ সন্ত্রাসী সাধ্বী অন্নপূর্ণা বলেছে, "হ্যাঁ, এটা আমাদের কর্তব্য।" সে আরো বলেছে "আমরা হিন্দুত্ববাদকে প্রতিষ্ঠা করতে তাদের হত্যা করতেই থাকবো।

রাজনৈতিক দল হিন্দু মহাসভার সাধারণ সম্পাদক সাধ্বী অন্নপূর্ণা অস্ত্র দিয়ে মুসলিমদের উপর গণহত্যা চালানোর আহ্বানও জানিয়েছে।

তথ্যসূত্র:
----

১. অস্ত্র প্রশিক্ষণের ভিডিও

https://tinyurl.com/yckwejfc
২. https://tinyurl.com/2p92t56f

৩. Hindutva leaders call for killing Muslims at recent 'hate speech conclave' in India: reports https://tinyurl.com/femc3fny

পাকিস্তানে বাড়ছে তালিবানের হামলা, দুইদিনে হতাহত আরও ১৬ গাদ্দার সেনা

পাকিস্তান প্রশাসন কর্তৃক যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘনের পর থেকে দেশটিতে হামলার পরিধি বৃদ্ধি করেছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি। সেই ধারাবাহিকতায় গত ২ দিনে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলায় হতাহত হয়েছে ১৬ এরও বেশি গাদ্দার সেনা।

2
3

পাকিস্তান ভিত্তিক জনপ্রিয় ও সশস্ত্র ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী 'তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের' (টিটিপি) মুখপাত্র কর্তৃক গত ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত টুইট বার্তা থেকে জানা গেছে, প্রতিরোধ যোদ্ধারা এই সময়ের মধ্যে পাকিস্তান গাদ্দার সামরিক বাহিনীগুলোকে টার্গেট করে ৪টি সফল হামলা চালিয়েছেন। উক্ত হামলাগুলোতে ১৬ এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। হতাহতদের এই তালিকায় রয়েছে পাকিস্তান গাদ্দার প্রশাসনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রীও, হামলার সময় ঐ গাদ্দার মন্ত্রীর গাড়িটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বরকতময় এই হামলাগুলো চালানো হয়েছিল পাকিস্তানের আদম-খাইল, হাঙু ও খাইবার জেলায়। হামলায় আরও বেশ কিছু সেনা হতাহত হয়েছে, যাদের হিসাব রাখা সম্ভব হয়নি বলেও জানিয়েছেন টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ্।

কক্সবাজারে স্বামীকে জিম্মি করে নারী পর্যটককে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ: দায় কার?

মনে আছে গত বছরের সিলেট এমসি কলেজ ছাত্রাবাসের গণধর্ষণের কথা। স্বামীকে আটকে রেখে প্রাইভেটকারের মধ্যেই গৃহবধূকে একে একে ধর্ষণ করে আট নরপশু। তারা দম্পতির সাথে থাকা টাকা, স্বর্ণের চেইন ও কানের দুলও ছিনিয়ে নিয়ে যায়। আটকে রাখে তাদের প্রাইভেটকারও। নানা ইস্যুর চাপে আমরা ভুলে যাই। আর অপরাধীরা সরকার দলীয় অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগের হওয়ায় তেমন কোন বিচারও হয় না। যার কারণে অপরাধের পুনরাবৃত্তি হতে থাকে।

এবারের ঘটনা আরো মারাত্মক।

ধর্ষণের শিকার ওই নারী গণমাধ্যমকে জানান, বুধবার সকালে ঢাকার যাত্রাবাড়ী থেকে স্বামী-সন্তানসহ কক্সবাজারে বেড়াতে এসে শহরের হলিডে মোড়ের একটি হোটেলে ওঠেন। বিকেলে সৈকতের লাবণী পয়েন্টে ঘুরতে গিয়ে অপরিচিত এক যুবকের সঙ্গে তার স্বামীর ধাক্কা লাগলে কথা-কাটাকাটি হয়। সন্ধ্যায় পর্যটন গলফ মাঠের সামনে থেকে তার আট মাসের সন্তান ও স্বামীকে সিএনজি অটোরিকশায় করে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়।

আরেকটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তিন যুবক তাকে তুলে নিয়ে যান পর্যটন গলফ মাঠের পেছনে একটি ঝুপড়ি চায়ের দোকানের পেছনে। সেখানে তারা পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে। এরপর তাকে নেওয়া হয় জিয়া গেস্ট ইন নামের একটি হোটেলে। সেখানে ইয়াবা সেবনের পর আরেক দফা তাকে ধর্ষণ করে ওই তিন যুবক। ঘটনা কাউকে জানালে সন্তান ও স্বামীকে হত্যা করা হবে জানিয়ে রুম বাইরে থেকে বন্ধ করে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

ওই নারী আরও জানান, জিয়া গেস্ট ইনের তৃতীয় তলার জানালা দিয়ে এক যুবকের সহায়তায় কক্ষের দরজা খোলেন তিনি। এদিকে, স্বামী-সন্তানকে জিম্মি করে গৃহবধূকে ধর্ষণের ঘটনায় জাতীয় সেবা ৯৯৯ ফোন করে সহযোগিতা চাইলেও ওই নারীকে উদ্ধারে এগিয়ে আসেনি পুলিশ। কথিত জনগণের বন্ধু পুলিশ তাকে সাহায্য কিংবা উদ্ধার করার পরিবর্তে থানায় সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার পরামর্শ দেয়।

2
4

ভুক্তভোগীর স্বামী বলেন, ‘বারবার হাতে-পায়ে ধরলেও তারা আমার স্ত্রীকে ফেরত দেয়নি। বেড়াতে এসেছিলাম বেতন পেয়েছি সেই খুশিতে। এখন স্ত্রীর অবস্থা ভালো নয়।’ এঘটনার সাথেও সরকার দলীয় ক্যাডাররা জড়িত থাকায় মিডিয়া তাদের পরিচয় প্রকাশ করতে নানা তালবাহানা করতে থাকে। সামাজিক মাধ্যমে তাদের পরিচয় প্রকাশ হয়ে তীব্র সমালোচনা হওয়ায় মিডিয়া তাদের পরিচয় প্রকাশ করে। যে, ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত তিনজনই কক্সবাজার জেলা ছাত্রলীগ সভাপতি এসএম সাদ্দাম হোসেনের অনুসারী। ঘটনার পর থেকে সাদ্দামের সঙ্গে আশিক, জয়া ও অন্যদের বিভিন্ন সময় তোলা নানা ধরনের ছবি ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, জেলা ছাত্রলীগ সভাপতির অনুসারী পরিচয় দিয়ে আশিক, বাবু জয়া, রেশাদ, হাসান, আমিনসহ আরও অনেকে হোটেল-মোটেল জোন এলাকায় মাদক, ছিনতাই, দখলসহ নানা অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে কেউ তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে চান না। বুধবারও নারীকে নিয়ে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে আশিকসহ অন্যন্যরা।

মানবরচিত গণতন্ত্রের বিচারহীন ব্যবস্থায় এই ক্ষমতাসীন সন্ত্রাসীরা জানে যে, ধরা পড়ে গেলেও দের কোন সমস্যা হবে না। সঠিক ইসলামী বিচার ব্যবস্থা থাকলে এমন কাজ করার করার দুঃসাহস কেউ করতো না বলে মনে করেন ইসলামি চিন্তাবীদগণ। এই মানবরচিত সিস্টেমের পরিবর্তন ছাড়া তাই ন্যায়বিচার ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয় বলেই মনে করেন তারা।

তথ্যসূত্র:

১.নারী পর্যটককে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ: ৭ জনকে আসামি করে মামলা https://tinyurl.com/3jypvvd3

মুসলিম যুবককে গুলি করে খুন: ৪০ ঘণ্টা পরেও লাশ ফেরত দেয়নি সন্ত্রাসী বিএসএফ

এবার চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ সীমান্তে মুসলিম যুবককে গুলি করে খুন করার ৪০ ঘণ্টা পরও মরদেহ ফেরত দেয়নি ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী বাহিনী বিএসএফ। নিহত যুবকের নাম মো. ইব্রাহিম হোসেন। তিনি উপজেলার শাহবাজপুরের ঢুলিপাড়া গ্রামের আবু তাহের দুঃখ আলীর ছেলে। মঙ্গলবার (২১ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ২টার দিকে বিএসএফের গুলিতে নিহত হন ইব্রাহিম।

হিন্দুত্ববাদী বাহিনী বিএসএফ গুলি করে হত্যা বন্ধের বারবার মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলেও সীমান্তে লাশের মিছিল থামছে না। একের পর এক খালি হচ্ছে দুঃখিনী মায়ের বুক।

নিহত ইব্রাহীম হোসেনের চাচাতো ভাই শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘নিহত হওয়ার একদিন পার হয়ে গেলেও মরদেহ ফেরত দিচ্ছে না বিএসএফ। বিজিবির সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করেও কিছুই লাভ হচ্ছে না। গতকাল শুনলাম পতাকা বৈঠক করে মরদেহ ফেরত দেবে কিন্তু আজ তাও হয়নি।’ তিনি আরও বলেন, ইব্রাহিম পরিবারের কাউকে না জানিয়েই বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। রাত দুইটার দিকে তাকে গুলি করার বিষয়টি জানতে পাই।

2
5

শাহবাজপুর ইউনিয়নের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার মুনিরুল ইসলাম বলেন, ‘বুধবার রাত ২টার দিকে আজমতপুর সীমান্ত ফাঁড়ি এলাকায় বিএসএফ সদস্যদের গুলিতে আহত হন ইব্রাহিম। পরে তারা চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। তখন থেকেই স্বজনরা বিজিবির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। আমার জানামতে এখনও মরদেহ ফেরত পাননি তারা।’

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আমির হোসেন মোল্লা বলেন, আজমতপুর সীমান্ত পিলার ১৮২/১-এস ও ১৮২/২-এস এলাকায় মঙ্গলবার দিনগত রাত ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। বিএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। তারা গুলিতে নিহতের বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য, ভারত বরাবর বাংলাদেশকে নানা আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে। যার কোনটাই এখনো বাস্তবায়ন করেনি। তবুও বাংলাদেশের ভারতপ্রেমী ক্ষমতাসীন হোমড়াচোমড়ারা সেই হিন্দুত্ববাদীদেরই বন্ধুরুপে তুলে ধরতে চায়।

একদিকে ভারত সীমান্তে মুসলিমদের পাখির মতো গুলি করে মারছে, বাংলাদেশের বিষয় দিবসকে তারা নিজেদের বিজয় দিবশ বলে আখ্যায়িত করছে, আবার অপর দিকে সেই ভারতের হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রপতিকেই বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি করা হচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

১। ৪০ ঘণ্টা পরও গুলিবিদ্ধ যুবকের মরদেহ ফেরত দেয়নি বিএসএফ

https://tinyurl.com/3y5pxvw4

২৫শে ডিসেম্বর, ২০২১

করোনা টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় বেড়েছে মৃত্যুর হার: বিক্ষোভ দেশে দেশে

সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নতুন করে ওমিক্রন নামক নতুন করোনা ভ্যারিয়েন্টের অযুহাতে বিভিন্ন দেশে বিধিনিষেধ চাপিয়ে দিতে চাইছে। ফলে বহু শাসকগোষ্ঠী নিজ দেশে আবারো আরোপ করছে নানান বিধিনিষেধ, বাধ্যতামূলক করেছে টিকা গ্রহণ।

শুরু থেকেই পশ্চিমা দেশগুলোর মানুষের মাঝে ছিল টিকার প্রবল বিরোধিতা, যা এখন আরও বেড়েছে। টিকা বাধ্যতামূলক করার প্রেক্ষিতে বিক্ষোভ করেছে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা সহ ইউরোপীয় অনেক দেশের জনগণ। আন্দোলনকারীদের সাথে দফায়-দফায় সংঘর্ষও হয় পুলিশের।

অন্যদিকে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে একেক সময় একেক ভ্যারিয়েন্টের অযুহাতে বিধিনিষেধ আরপে অতিষ্ঠ বিশ্ববাসী। এখন

2
6

অনেকেই আর তাদের কল্পিত দাবিগুলোতে বিশ্বাস রাখতে পারছেন না। ফলে এখন বিধিনিষেধ, টিকা ও মাস্ক এর কোনটাই গ্রহন করতে রাজি নয় মানুষ।

এছাড়াও টিকার গ্রহণকারী অসংখ্য মানুষ বিরল রক্ত জমাট বেধে নিহত হবার ঘটনাও ঘটেছে অসংখ্য, অনেক দেশেই পত্রিকার পাতার শিরোনাম হয়েছে এটি।

নরওয়েতে করোনাভাইরাসের টিকা নেওয়ার পর অন্তত ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশটির কর্তৃপক্ষকে উদ্ধৃত করে ব্লুমবার্গের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ১৩ জনই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। টিকা নেওয়ার পরপরই তাদের শরীরে টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে।

ডেইলি মেইল এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, অ্যাস্ট্রাজেনেকা টিকা গ্রহনের পর পরই শরীরে মারাত্মক রক্ত জমাট বাধার প্রমাণ মিলেছে। একদল আমেরিকা ও কার্ডিফ ভিত্তিক গবেষক দল এ তথ্য জানিয়েছেন। এ পর্যন্ত অন্তত ৪২৫ জনের শরীরে রক্ত জমাট বাধার ঘটনা ঘটেছে এবং ৭৩ নিহত হয়েছেন।

এছাড়াও টিকা নেয়ার পরে পুনরায় অনেকেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, টিকা কী করোনার জন্যে নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হচ্ছে?

পশ্চিমা বিশ্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা ও বাহিনীর সদস্যরাও টিকা নিতে আগ্রহী নয়। অনেকের চাকরি হারানোর হুমকির মুখেও টিকা নিতে আগ্রহী নয়।

করোনাভাইরাসের টিকা না নেওয়ায় ১০৩ জন মেরিন সেনাকে দায়িত্ব থেকে অব্যবহিত দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের মেরিন কর্পস এই তথ্য জানিয়েছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম এবিসি নিউজের খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের ৩০ হাজার মেরিন সেনা এখনো করোনার টিকা নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। এ কারণে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এর অংশ হিসেবে ১০৩ জনকে অব্যাহতিও প্রদান করা হয়েছে।

এবিসির খবর অনুসারে, গত আগস্টে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল সামরিক সদস্যকে বাধ্যতামূলকভাবে টিকা গ্রহণের আদেশ দেন। টিকা না নেওয়া হলে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতির মতো কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে সতর্ক করা হয়।

কিন্তু তারপরও সেনাবাহিনীর অন্তত ৩০ হাজার সদস্য টিকা নেবে না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে।

এর আগে চলতি সপ্তাহের শুরুতে দেশটির বিমান বাহিনীতেও করোনার টিকা না নেওয়ায় ২৭ জন বিমান সৈনিককে অব্যাহতি প্রদান করে।

এগুলো মিডিয়ায় উঠে আসা অল্প কিছু চিত্র, যার বাস্তবতা আরও বেশি করুণ হবার সম্ভাবনাই বেশি। কারণ মিডিয়া আন্তর্জাতিক মোড়লদের ইশারা ছাড়া একটি শব্দও ব্যবহার করে না, টিকার ব্যবসা বন্ধ করে মোড়লদের খেপাতে চাইবে না কেউ।

2
7

উল্টো দালাল মিডিয়া করোনার খবর এমনভাবে প্রচার করেছে যে, সুস্থ মানুষও নিজেকে করোনা রোগী মনে করেছিল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং একটি বিশেষ গোষ্ঠী করোনা ভাইরাসের অতি প্রচারণার পেছনে একটি অশুভ উদ্দেশ্য ছিলো কিনা- এটিই এখন প্রশ্ন? তারা ১ ঘণ্টার সংবাদে প্রায় ৪০ মিনিটই প্রচার করতো করোনার খবর।

দালাল মিডিয়া প্রচার করেছিলো- মানুষ যদি জমায়েত হয়, তবে মানবজাতি বিলুপ্ত হবে, লাশের স্তুপ পড়বে। এই তত্ত্ব দিয়ে তারা বিশ্বঅর্থনীতি, শিক্ষাখাতসহ গোটা বিশ্বে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল। এই অজুহাত দিয়েই তারা মসজিদ বন্ধ করেছিল; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখনও তাদ্রে চাপান নিওমের কারণে সপ্তাহে একদিন ক্লাস হয়। এই অজুহাত দিয়ে মুসলিম উম্মাহকে ঈদ করতে দেয়া হয়নি, হজ্জ করতে দেয়া হয়নি; কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, মানুষ জমায়েত হওয়ার পরও, শীত আসার পর পুনরায় গরম এসেছে তবুও - না লাশের স্তুপ পড়ছে, আর না মানবজাতি বিলুপ্ত হচ্ছে।

এ থেকে কিন্তু ইতিমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, করোনা ভাইরাস নিয়ে অতি ভীতি ছড়ানো স্বাভাবিক কোন বিষয় ছিলো না, এর পিছনে হয়তো ছিলো বিশেষ উদ্দেশ্য-লক্ষ্য। আর টিকা প্রয়োগের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যে নিছক স্বাস্থ্য সচেতনতা ছিল না - এটি এখন দিবালোকের মতো পরিষ্কার।

উল্লেখ যে, টিকা নিয়ে সচেতন মহল বিরোধিতা করে আসছে শুরু থেকেই। করোনার অযুহাতে মানব শরীরে টিকা প্রবেশের আশংকা অনেক আগে থেকেই টের পেয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। তখন থেকেই তারা মানুষকে সচেতন করে বিভিন্ন প্রচারণা চালিয়ে গেছেন। এর জন্য অবশ্য কম ভোগান্তি পোহাতে হয়নি তাদের। কোন কোন বিশেষজ্ঞের বিরুদ্ধে করা হয়েছে মামলা। অনেকে হুমকির প্রেক্ষিতে সচেতনতামূলক ভিডিও ইউটিউব-ফেইসবুক থেকে সরাতে বাধ্য হয়েছেন।

উল্লেখ যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে টিকা বাধ্যতামূলকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করলেও, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখনও টিকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বিষয়ে যথেষ্ট অবগত নয়। তাছাড়া অচিরেই স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে টিকা কার্যক্রম চালানোর দিকে যাচ্ছে দালাল সরকার৷ টিকা আগ্রাসন থেকে যদি আমাদের কোমলমতি শিশুদের রক্ষা করতে হয়, তাহলে এখনই হতে হবে আত্মসচেতন, গড়ে তুলতে হবে সামাজিক সচেতনতা।

- তাছাড়া টিকা বা ভ্যাক্সিনে শুকরের চর্বি থাকার বিষয়টিও এখন প্রমাণিত, অথচ প্রথিবির প্রায় সকল প্রধান ধর্মে এটিকে মানুষের জন্য ক্ষতিকর ও নিষিদ্ধ সাব্যস্ত করা হয়েছে। বিস্তারিত নীচের লিংক থেকে পাঠক এই বিষয়ে পড়ুন-
https://alfirdaws.org/2020/12/26/45385/

তথ্যসূত্র:
======

১. ‘Vaccines don’t make you free’: Thousands protest COVID-19 measures in Brussels-https://tinyurl.com/2p8mn8wv
২. নরওয়েতে ফাইজারের টিকা নেওয়ার পর ২৩ জনের মৃত্যু-

https://tinyurl.com/vpbscj8

2
8

৩. টিকা না নিলে সেনাদের বহিষ্কারের ঘোষণা মার্কিন নৌ বাহিনীর

https://tinyurl.com/yc4zr5uu

৪. মার্কিন সামরিক বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশের টিকা নিতে অস্বীকৃতি

https://tinyurl.com/2p8d6y4x

৫. টিকা না নেওয়ায় ১০৩ মেরিন সেনাকে অব্যাহতি-

https://tinyurl.com/dafuc76f

৬. যুক্তরাজ্যে করোনা টিকা ও বিধি-নিষেধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-https://tinyurl.com/yc3rayny

৭. Healthy mother-of-three, 43, died from blood clots in 'rare complication' after she had AstraZeneca Covid-19 vaccine, coroner finds-https://tinyurl.com/2p8wsjau

২৪শে ডিসেম্বর, ২০২১

ইসলাম ও মুসলিমের শত্রুদের উপর আশ-শাবাবের ১৪ টি বীরত্বপূর্ণ হামলা

সোমালিয়ায় আগ্রাসী ক্রুসেডের বাহিনীর নিরাপত্তায় নিয়োজিত গাদ্দার সেনাদের উপর প্রতিনিয়ত সফল হামলা চালাচ্ছেন ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধারা। তারই ধারাবাহিতায় গত ২দিনে গাদ্দার বাহিনীর উপর ১৪টি হামলা চালিয়েছেন প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

শাহাদাহ্ নিউজের বিবরণী অনুযায়ী, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ-শাবাবের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা গত ২৩ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর 'বারিরী' শহরে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীকে লক্ষ্য করে কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে ২টি সফল হামলা চালিয়েছেন। যাতে ৪ গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আরও ৪ সৈন্য আহত হয়।

এমনিভাবে রাজধানীর হুলুদাক জেলায় আরও একটি পৃথক হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। এতে আরও ১ সেনা নিহত ও অন্য ১ সেনা গুরুতর আহত হয়।

এদিন বে এবং হাইরান রাজ্যে দেশটির এক সামরিক অফিসার ও বোরাহকবা শহরের প্রধান বিচারপতি’র উপর হামলা চালান প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে তারা উভয়েই নিহত হয়। হামলার কারণ হিসাবে জানা যায়, এই বিচারক পশ্চিমাদের খুশী করতে অন্যায়ভাবে অনেক নিরপরাধ মানুষকে শাস্তি ও মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল।

2
9

অপরদিকে দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী রাজ্যের আউদাকলী শহরে গাদ্দার বাহিনীর একটি সামরিক ব্যারাক লক্ষ্য করে সফল হামলা চালান হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে ৫ গাদ্দার সেনা হতাহত হয়।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় সোমালিয়ায় আরও একটি সফল ইসলামি ইমারতের প্রতিষ্ঠা খুব নিকটেই বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

চলছে পাক-তালিবানের লাগাতার হামলা: গাদ্দার বাহিনীর ১১২ এর অধিক হতাহত

পাকিস্তান ভিত্তিক ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি'র সশস্ত্র বীর যোদ্ধারা সম্প্রতি দেশটিতে সামরিক বাহিনীর উপর হামলার মাত্রা বৃদ্ধি করেছেন। বিশেষ করে গাদ্দার সেনাবাহিনী কর্তৃক যুদ্ধবিরতি ও চুক্তি লঙ্ঘনের পর থেকে এই হামলার তীব্রতা পূর্বের যেকোন মাসের চাইতে কয়েকগুণ বেড়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, দেশটির জনপ্রিয় সশস্ত্র ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিনস্তানের সাথে এক মাসের যুদ্ধবিরতি চেয়ে কিছু শর্তে একটি চুক্তি করেছিল পাকিস্তান প্রশাসন। কিন্তু যুদ্ধবিরতির সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও সেসব শর্ত কিংবা যুদ্ধবিরতি - কোনটিই মানেনি দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনী। ফলে এক মাসের যুদ্ধবিরতি শেষেই নতুন করে সামরিক বাহিনীর উপর হামলার ঘোষণা দেন প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপির মুখপাত্র মুহাম্মদ খোরাসানী হাফিজাহুল্লাহ ও টিটিপি'র আমীর মুফতী নূর ওয়ালী মেহসূদ হাফিজাহুমুল্লাহ।

এই ঘোষণার পর, চলতি মাসের ১০ তারিখ থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত টিটিপির যোদ্ধারা গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর কয়েক ডজন হামলা পরিচালনা করেন। যাতে প্রায় ১০১ এরও বেশি সৈন্য নিহত ও আহত হয়।

এরপর ২১ ডিসেম্বর থেকে ২৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত টিটিপির বীর মুজাহিদরা গাদ্দার সামরিক বাহিনীর বীরুদ্ধে আরও ৮টি সফল হামলা চালান। যার ৬ টিতেই গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ১১ সৈন্য নিহত ও আহত হয়, বাকি দুটি হামলাতেও আরও বেশ কিছু সৈন্য হতাহত হয়। মুজাহিদিনের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ধ্বংস হয় বিদেশিদের দালাল সামরিক বাহিনীর একটি গাড়িও।

বন্দি সন্তানদের দেখার অপেক্ষায় থেকেই চলে যান কাশ্মীরি মায়েরা

কাশ্মীরে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী বাহিনী অন্যায়ভাবে হাজারো মুসলিম যুবকদের গ্রেফতার করছে। অনেককে গুম করে খুন করেছে। যাদেরকে আটক করেছে তাদেরকে বিনা অপরাধে বছরের পর বছর জেলে বন্দি করে রেখেছে। আর তাদের পিতা মাতা,আত্মীয় স্বজন অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে কখন তাদের কলিজার টুকরা জালেমদের হাত থেকে মুক্তি পাবে। অপেক্ষার প্রহর গুনতেই গুনতেই অনেক পিতা-মাতা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন।

3
0

এমনই এক অসহায় মা মুনেরা বানু। তার ছেলে আইজাজ আহমেদ নায়েক ৬ মে, ২০১৯ থেকে হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর হাতে বন্দি আছেন। তিনি তার বন্দী পুত্রের জন্য গত দুই বছর আট মাস অপেক্ষায় ছিলেন। ছেলেকে দেখার জন্য তিনি মরিয়া হয়ে প্রচেষ্টা করেছেন।

প্রায়ই ঐ অসহায় বৃদ্ধা বলতেন, "তোমরা কি আমাকে আমার ছেলে আইজাজের সাথে দেখা করতে সাহায্য করতে পারবে, আমি তাকে শেষবারের মতো দেখতে চাই।” এইটাই ছিল মুনিরা বানুর শেষ কথা। অবশেষে ছেলেকে দেখার এই আক্ষেপ সাথে নিয়েই ১১ ই ডিসেম্বর, ২০২১ তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

২০০০ সালে, আইজাজের বাবা, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ নায়েক, একটি মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান। দুই ছেলে ও এক মেয়েসহ তিনটি ছোট বাচ্চা রেখে গিয়েছিলেন তিনি। মুনীরা তার পরিবারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়েছিলেন। তিনি তার সন্তানদের কঠিন পরিস্থিতিতে বড় করেছেন এই আশায় যে, তারা একদিন তার দুঃখের অবসান ঘটাবে।

দ্বাদশ শ্রেণী পাশ করার পর আইজাজ তার পরিবারের জন্য জীবিকা নির্বাহের তাগিদে স্কুল ছেড়ে দেন। ব্যাংক থেকে বন্ধকী ঋণ নিয়ে তিনি বাড়ির বাইরে একটি ছোট ব্যবসা শুরু করেছিলেন। পরিবারের জন্য তিনি খুব কমই দুবেলা খাবারের টাকা রোজগার করতে পারতেন।

আইজাজের একজন প্রতিবেশী তারিক আহমেদ বলেছেন, "৬ই মে ২০১৯-এর সেই ভয়ঙ্কর দিনে আমরা আমাদের বাড়িতে ঘুমিয়ে ছিলাম, যখন হিন্দুত্ববাদী বাহিনী তল্লাশির নামে আইজাজের বাড়িতে অভিযান চালায়। পুলিশ তাকে আটক করে এবং জয়নাপোরার একটি স্থানীয় থানায় তাকে নিয়ে যায়। “সেখানে এক মাস কাটানোর পর, তাকে পুলওয়ামা জেলে পাঠানো হয়েছিল যেখান থেকে তাকে শ্রীনগর কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এবং শ্রীনগর থেকে তাকে কাঠুয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। পরে, কাঠুয়া থেকে তিনি আবার সেন্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত হয়েছেন, যেখানে তিনি বর্তমানে বন্দী রয়েছেন।”

আইজাজ গ্রেপ্তার হওয়ার পরপরই, ৩৭০ ধারা বাতিলের কারণে উপত্যকায় কারফিউ জারি করায় মুনিরার জন্য তার জেলে থাকা ছেলেকে দেখতে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন পর কারফিউ উঠিয়ে নেওয়ার পরই করোনা মহামারীর কারণে বন্দীদের কারও সাথে দেখা করতে নিষেধ করা হয়। আর এভাবেই দিনের পর দিন ছেলেকে দেখার আক্ষেপ নিয়ে মুনিরা বানু মারা গেলেন।

নিভৃতে চলে গেলেন মুনিরা, আর আমামদের জানিয়ে দিয়ে গেলেন কাশ্মীরি মায়েদের বুকে পাথর চাপা দিয়ে দিন যাপনের গল্প। হয়তো পৃথিবীবাসীকে জানিয়ে গেলেন কাশ্মীরি মুসলিমদের পাশে দাড়ানোর আহ্বান।

তথ্যসূত্র:

১। Kashmiri mother dies without meeting her jailed son https://tinyurl.com/2x56wter

3
1

২৩শে ডিসেম্বর, ২০২১

ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় ছেলের আঙ্গুল কেটে দিলো নিষ্ঠুর চীনা পিতা

চীনে এক ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় তার আঙ্গুল কেটে ফেলেছে তার আপন বাবা শাস্তি হিসাবে। কিন্তু এতো কিছুর পরেও ছেলেটি ইসলামের ওপর অটল আছে। এই ঘটনাটি মুসলিমদের প্রতি চাইনিজদের ঘৃণারই একটি উদাহরণ মাত্র।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ছবিতে দেখা যায় ছেলেটি আব্দুল ওয়াহাব সালীম নামের একজন শাইখের পাশে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁর বাম হাতের তিনটি আঙ্গুল কাটা। শাইখ তাঁর পোস্টে উল্লেখ করে বলেন যে- "আপনার জীবনে যত সমস্যাই আসুক না কেন, তা ঈমান হারানোর চেয়ে মারাত্মক হতে পারে না। আপনি যখন সত্যিকার অর্থে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ বুঝবেন, তখন এটি আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি হয়ে উঠবে। আপনি চ্যালেঞ্জগুলিকে অতিক্রম করার এবং সামনের দিকে অগ্রসন হওয়ার সাহস পাবেন। আল্লাহ আমাদেরকে প্রকৃত ঈমানের শক্তি দান করুন।"

উল্লেখ্য যে চীনে বিগত প্রায় ১০ বছর যাবত মুসলিমদের ওপর নির্যাতন করা হচ্ছে তাদেরকে ডির্যাডিকালাইজেশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে সেখানে সকল প্রকার মানবাধিকার লঙ্ঘন করে জোরপূর্বক কথিত "চীনা সংস্কৃতি" গ্রহণ করতে বাধ্য করা হচ্ছে।

যে চীনারা ইসলাম গ্রহণ করায় নিজের ছেলের আঙুল কেটে দিতে পারে, তারা পূর্ব তুরকিস্তানের উইঘুর মুসলিমদের উপর কোন মাত্রার দমন-পীড়ন চালাতে পারে- সেটা সহজেই অনুমান করা যায় বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

তথ্যসূত্র:

১। টুইটার লিংক –

https://tinyurl.com/yckvf6kf

এবার ধর্মযুদ্ধ ও মুসলিম গণহত্যার প্রকাশ্য আহবান হিন্দুত্ববাদী নেতাদের

ভারতে এবার প্রকাশ্যে হিন্দুত্ববাদী নেতারা মুসলিম গণহত্যার প্রকাশ্য আহ্ববান জানিয়েছে। এতদিনের চাপা মুসলিম বিদ্বেষ এখন খোলামেলা ভাবেই প্রকাশ্যে আসতে শুরু করেছে, যার প্রভাব পড়ছে সারা ভারতে। ফলে সর্বত্রই মুসলিমরা হিন্দুত্ববাদীদের আক্রোশের শিকার হচ্ছে।

গত ১৭ই থেকে ১৯শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় 'ধর্মীয় সংসদ' নামের একটি সমাবেশ যেখানে প্রধান ধর্মীয় নেতা,

3
2

ডানপন্থী কর্মী, কট্টরপন্থী হিন্দু মৌলবাদী জঙ্গি এবং হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির একটি বড় অংশ উপস্থিত ছিল। তিনদিন ব্যাপী এই সমাবেশে মুসলিমদের ব্যপারে সীমাহীন ঘৃণাসূচক বক্তব্য, সহিংসতার আহ্বান এবং মুসলিম বিদ্বেষী জিঘাংসার চরমতম বহিঃপ্রকাশ দেখা যায়। তাদের এই সমাবেশের কিছু কিছু ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ায় এ নিয়ে বেশ তোলপাড় শুরু হয়।

সেখান থেকে হিন্দুত্ববাদীরা প্রকাশ্যে মুসলিমদের জাতিগত নির্মূল করার আহ্বান জানিয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের উগ্রপন্থী সংগঠন হিন্দু রক্ষা সেনার সভাপতি স্বামী প্রবোধানন্দ গিরি বলেছে, আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। আর কোন সময় নেই, এখন সময় হল আপনি এখন মরার জন্য প্রস্তুত হন, নয়তো হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হন, এছাড়া আর কোন উপায় নেই। এই কারণেই, মিয়ানমারের মতো এখানকার পুলিশ, এখানকার রাজনীতিবিদ, সেনাবাহিনী এবং প্রত্যেক হিন্দুকে অস্ত্র তুলতে হবে এবং আমাদেরকেও মায়ানমারের জান্তা বাহিনীর মত মুসলিম নিধন অভিযান চালাতে হবে।

উক্ত সমাবেশেই একদিন আগে উগ্র হিন্দু সংগঠন 'হিন্দু যুব বাহিনী' একটি শপথ নিতে দেখা যায় যেখানে তারা বলেছিল, "আমরা শপথ নিচ্ছি যে, এই দেশকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত লড়াই করে যাবো। এর জন্যে দরকার হলে আমরা প্রাণ দেব এবং দরকার হলে আমরা প্রাণও নেব"।

এই সমাবেশেই প্রকাশ্যে হিন্দুদেরকে মুসলিমদের হত্যা করার জন্য অস্ত্র কেনার আহ্বান জানিয়ে জ্যোতি নরসিংহানন্দ সরস্বতী বলেছে, "অর্থনৈতিক বয়কট [মুসলমানদের বিরুদ্ধে] কাজ করবে না... অস্ত্র না তুলে কোন সম্প্রদায় বেঁচে থাকতে পারে না... এবং তলোয়ার কাজ করবে না, সেগুলো কেবল মঞ্চে ভাল দেখায়। আপনাদের অস্ত্র আপডেট করা দরকার... আপনাদের দরকার আরও বেশি সংখ্যক সন্তান এবং আরও ভাল অস্ত্র, কেবল এগুলোই আপনাদের রক্ষা করতে পারে।"।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন হিন্দু মহাসভার পদাধিকারী 'অন্নপূর্ণা' এই অনুষ্ঠানে ঘোষণা করে যে মুসলিমদের হাত থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে সে অস্ত্র হাতে নেবে। সে আরও বলে, "আমরা জেলে গেলেও তাদের হত্যা করতে প্রস্তুত। এমনকি যদি আমাদের ১০০ জনের একটি বাহিনী থাকে এবং যদি আমরা তাদের মধ্যে (মুসলিমদের) ২০ লক্ষকে হত্যা করতে সক্ষম হই, তবে আমরাই জিতব।"

ঐ সভাতে বিজেপি নেতা অশ্বিনী উপাধ্যায় ও বিজেপি মহিলা মোর্চা নেত্রী উদিতা ত্যাগীসহ আরো অনেকে উপস্থিত ছিল।

বিশ্লেষকেরা বলছেন যে, সমাবেশে উগ্র হিন্দুদের এমন প্রকাশ্য মন্তব্য থেকে এটা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিমদের গণহত্যার জন্য তারা সবদিক থেকেই প্রস্তুত। এমনকি শিশু বাচ্চাদেরকেও তারা মুসলিম হত্যার জন্য ট্রেনিং দিচ্ছে। তাই মুসলিমদের এখন সময় হয়েছে উগ্র

3
3

হিন্দুত্ববাদীদের এই কথিত 'ধর্মযুদ্ধ'র বিপরীতে নিজেদের জান-মাল-ইজ্জত-আব্রুর হেফাজতে এখন থেকেই প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

তথ্যসূত্র:
====

১। Hindutva Watch- Videos of seers, BJP’s Ashwini Upadhyay calling for killing of Muslims, Hindu rashtra spark anger –

https://tinyurl.com/dyakxekk

২। টুইটার লিংক –

https://tinyurl.com/2p9z66ex

ঝাড়খণ্ডে আইন পাশের পরেই মুসলিম যুবককে গাছে উল্টো ঝুলিয়ে নির্যাতন

ভারত জুড়ে মুসলিম নির্যাতনের মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করেছে। মুসলিম নিধনের এ কালো ঝড় যেন সবকিছু লণ্ডভণ্ড করার আগ পর্যন্ত থামবে না।

মুসলিমদের বোকা বানাতে ঝাড়খণ্ডে মব লিঞ্চিং-এর আইন বিধানসভায় পাশ করা হয়েছে। অথচ এই আইন পাশ হওয়ার পরই পালামুতে হিন্দু উগ্র জনতার ভয়ঙ্কর চেহারা সামনে এসেছে।

হিন্দু যুবতির সাথে প্রেমের সম্পর্কের অভিযোগ তুলে সাজিদ নামে এক মুসলিম যুবককে উল্টো করে গাছে ঝুলিয়ে রেখে নির্যাতন করেছে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। যুবকের গোঙানিতে পরিবেশ ভারি হয়য়ে এলেও তার প্রতি দয়া দেখায়নি কেউ। হাত জোর করে ক্ষমা চাওয়ার পরেও তাকে কেউ মুক্ত করেনি।

এ ঘটনায় আবারো প্রমাণিত হল যে, মানবরচিত ঠুনকো আইন দিয়ে মুসলিম বিদ্বেষের হিন্দুত্ববাদী আগুনকে নিভানো যাবে না। শুধুমাত্র হিন্দুত্ববাদের এই বিষবৃক্ষকে সমূলে উপড়ে ফেলার মাধ্যমেই উপমহাদেশকে হিন্দুত্তবাদের এই অভিসাপ থেকে মুক্তও করা সম্ভব বলে মনে করেন হক্কানী উলামাগণ।

তথ্যসূত্র:

১। টুইটার ভিডিও লিংক –

https://tinyurl.com/3sthde35

3
4

২২শে ডিসেম্বর, ২০২১

সোমালিয়ায় মুসলিম বীর যোদ্ধাদের সফল হামলায় ২১ এর বেশি গাদ্দার সৈন্য হতাহত

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ায় পশ্চিমা গোলাম সরকারের গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর কয়েকটি সফল হলাম চালিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে এক ডজনেরও বেশি গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জনা গেছে।

শাহাদাহ এজেন্সির তথ্যমতে, আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ-শাবাবের ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধারা সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুতে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে পর পর ৩টি সফল হামলা চালিয়েছেন।

সূত্রটি জানিয়েছে যে, ২২/১২ তারিখে পরিচালিত এসব হামলায় গাদ্দার সোমলি সামরিক বাহিনীর কমপক্ষে ১১ গাদ্দার সৈন্য আহত হয়েছে। যাদের মধ্যে ৩ সৈন্যের অবস্থা আশংকাজনক বলেও জানানো হয়েছে। এছাড়াও মুজাহিদদের টার্গেট কিলিং অপারেশনে নিহত হয়েছে দেশটির গোয়েন্দা বাহিনীর ২ সদস্য ও গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ৩ সেনা।

রাজধানী ছাড়াও সোমালিয়ার বে রাজ্য, যুবা রাজ্য ও শাবেলি রাজ্যে মুজাহিদগণ আরও ৪টি সফল অভিযান চালিয়েছেন। ঐ অভিযানগুলোতে আরও ৫ এর অধিক গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

উত্তপ্ত নাগাল্যান্ডে ভারতীয় সেনাদের নিষেধাজ্ঞা নাগাবাসীর, মুসলিমদের দুশ্চিন্তা

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় খ্রিস্টান অধ্যুষিত অঞ্চল নাগাল্যান্ড। বহুদিন ধরেই এলাকাটি ভারতের কবল থেকে আলাদা হতে চাচ্ছে। স্থানীয়রা গড়ে তুলেছে কয়েকটি স্বাধীকার সংগঠন, যারা ভারতের বিরুদ্ধে কার্যক্রম চালাচ্ছে। এ জন্য ভারতীয় সরকার নাগাবাসীদের প্রতি ক্ষিপ্ত।

গত ৪ ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী নাগাল্যান্ডের মন জেলায় স্বাধীনতাকামী ভেবে একটি ট্রাক লক্ষ্য করে গুলিবৃষ্টি শুরু করলে, গুলিতে ১৪ জন সাধারণ যুবক নিহত হয়েছিল। এর পরই থেকেই উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ে নাগাল্যান্ডে।

ঐ মৃত্যুর ঘটনার পর কেটে গিয়েছে বেশ কিছুদিন। কিন্তু নাগাল্যান্ডে উত্তাপ কমার কোনো লক্ষণ নেই। উল্টা তা বেড়েই চলেছে। এত দিন আন্দোলন সংগঠনগুলোয় সীমাবদ্ধ থাকলেও এবার তা ছড়িয়ে পড়ে পুরো নাগাবাসীদের মধ্যে।

গত শুক্রবার ১৭ ডিসেম্বর নাগাল্যান্ডের কোহিমায় বিরাট মিছিল করেছে রাজ্যের প্রভাবশালী ছাত্র সংগঠন। প্রতিবাদ মিছিল থেকে দাবি উঠে দোষীদের উপযুক্ত শাস্তির এবং আর্মড ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট (আফস্পা) প্রত্যাহারের। ভারতের উত্তর-পূর্বের সাতটি জেলার মধ্যে

3
5

চারটিতে জারি রয়েছে বিশেষ সন্ত্রাস দমন আইন আর্মড ফোর্সেস অ্যাক্ট (স্পেশাল পাওয়ারস)। এই আইনের মাধ্যমেই দমন-পীড়ন চালাচ্ছে ভারত। এর বিরুদ্ধেও ফুঁসে উঠেছে নাগাল্যান্ড। পাশাপাশি ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকাও পুড়িয়ে তার প্রত্যাহারের দাবি করে আন্দোলনকারীরা।

এর মধ্যে মোনে ভারতের সেনাবাহিনীর প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন আন্দোলনকর্মীরা। বিষয়টি ভারতের জন্য কৌশলগত কারণে অস্বস্তিকর। কারণ, এসব জেলার পূর্বে রয়েছে মিয়ানমার আর উত্তরে অরুণাচল প্রদেশ।

প্রায় ২০টি প্রধান নাগা উপজাতির অন্যতম কনিয়াক, নাগাদের সংগঠন কনিয়াক ইউনিয়নই বর্তমানে সেনাবিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছে। এর বাইরে অন্যান্য উপজাতির পক্ষ থেকেও আন্দোলনকে সমর্থন দেওয়া হচ্ছে।

কনিয়াক ইউনিয়ন এক বিবৃতিতে বলেছে, ভারতের নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগিতার পথে হাঁটবে তারা। সেনাবাহিনীর সঙ্গে সব সম্পর্ক ছেদ করার জন্য স্থানীয়দের নির্দেশ দিয়ে ইউনিয়ন বলেছে, কনিয়াকদের কোনো গ্রাম পরিষদ, ছাত্র বা সমাজের কোনো অংশের মানুষ কোনোরকম সাহায্য বা অনুদান (সরকারের থেকে) নিতে পারবেন না। এছাড়াও নাগাল্যান্ডে ভারতীয় কোন সামাজিক অনুষ্ঠান হবে না এবং জাতীয় উৎসব-অনুষ্ঠানও বর্জন করা হবে।

বিভিন্ন গোষ্ঠীকে এক ছাতার তলায় আনার কাজ করছে যে সংগঠন, তার নাম ইস্টার্ন নাগা পিপলস অর্গানাইজেশন (ইএনপিও)। অন্য বেশ কয়েকটি উপজাতীয় গোষ্ঠী, যেমন ফোম, চাঙ্গ, খিয়ামিয়াঙ্গান, সংটামও আন্দোলনে যোগ দিয়েছে।

অন্যদিকে প্রধান নাগা রাজনৈতিক সংগঠন ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ডের মুইভা গোষ্ঠীর সঙ্গে কিছুদিন আগে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শান্তি আলোচনা ভেস্তে গেছে। এ ঘটনার জেরেও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে নাগাল্যান্ড।

এর আগে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও এবং মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা উত্তর-পূর্ব থেকে আফস্পা প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছেন। তারা দু’জনেই কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এনডিএ-এর সদস্য। সব মিলিয়ে নাগাল্যান্ড নিয়ে ভারত সরকারের মাথাব্যথা ক্রমেই বাড়ছে।

এখন যেহেতু পূর্ব-ভারতের নাগাল্যান্ড, মনিপুর, মিজোরাম - সীমান্তের অপর পারের মিয়ানমারের শিন ও কাচিন - এই রাজ্যগুলোর অদিবাসিরা সবাই মোটামুটি এক আদি গোত্রভুক্ত, পাশাপাশি এদের সিংহভাগ এখন খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত। সেই সাথে বাংলাদেশের পার্বত্যাঞ্চলের উপজাতিদের খ্রিস্টানিকরণ - সব মিলিয়ে পশ্চিমাদের এই অঞ্চলে স্বাধীন খ্রিস্টান রাষ্ট্র বানানোর তত্ত্বকে শক্তিশালী করছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

আর এই তিন অঞ্চলের বিদ্রোহী বাহিনীগুলো তো আলাদা আলাদাভাবে স্বাধিকার ও স্বাধীনতার দাবিই করে আসছে। তাই গোটা ঘটনাপ্রবাহ অত্র অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য চিন্তার কারণ বই কি।

তথ্যসূত্র:
=====

১। Kohima Protest: উত্তপ্ত কোহিমা, মিছিল থেকে আফস্পা তোলার ডাক, সেনা-

3
6

গতিবিধিতে নিষেধাজ্ঞা বহাল-https://tinyurl.com/2c7zmmmw

চীনা বর্বরতা | মিথ্যা মামলায় নিরপরাধ উইঘুর মুসলিমের ৯ বছরের জেল

একের পর এক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে যাচ্ছে বর্বর চীন, তাকে যেন কিচ্ছুটি বলার কেউ নেই। চীনা পণ্যে সয়লাভ দুনিয়া, তাই তার এসব অপরাধের বিরুদ্ধে জোর গলায় প্রতিবাদ করার কেউ নেই।

ধারাবাহিক মানবয়া বিরোধী অপরাধের অংশ হিসেবে এবার একজন নিরপরাধ উইঘুর মুসলিম যুবককে ৯ বছরের সাজা দিয়েছে দেশটির প্রশাসন। যুবকের নাম মিউলান নুর মুহাম্মাদ। চীনা প্রশাসন "বিচ্ছিন্নতাবাদের" মামলা এনে তাকে এই সাজা দিয়েছে।

মিউলানের বোন রিজওয়ানুল নুর মুহাম্মাদ বলেন, " আমার ভাই মিউলান নুর মুহাম্মাদকে চীনা প্রশাসন ২০১৭ সালে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সে কোন অপরাধ করে নি। আমি তাকে নিয়ে খুব শঙ্কিত। সে আমার একমাত্র ভাই"।

তিনি জোর দাবি করেন যে, মিউলানকে "বিচ্ছিন্নতাবাদের" মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়েই ৯ বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলিমদের অবশ্য নামায পরা, রোযা রাখা, কুরআন পরা, সালাম দেওয়া - এসব মৌলিক ইসলামি রীতি চর্চা করার 'অপরাধেই' জ্বেলে যেতে হয়, কাউকে হয়য়ে যেতে হয় চিরজিবনের জন্য নিরুদ্দেশ।

উল্লেখ্য যে চীন জিনজিয়াং প্রদেশে কথিত সন্ত্রাসবাদ বন্ধের নামে প্রায় ৭০ বছর ধরে উইঘুর মুসলিমদের শোষণ এবং গত ১০ বছর ধরে চরম নির্যাতন করে আসছে, যার উদাহরণ কেবল চেঙ্গিস-হালাকুর আমলেই পাওয়া যায়। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বর্তমান বর্বর চীনারা তাদের পূর্বসূরিদেরকেও ছাড়িয়ে গেছে।

মুসলিম নারীদের জোর করে হান জাতিদের সাথে বিয়ে দেওয়া, নারীদের বোরকা, নিকাব নিষিদ্ধ করা, পুরুষদের দাড়ি রাখায় নিষেধাজ্ঞা সহ আরও অনেক ভয়ানক জুলুম তারা করে যাচ্ছে। মুসলিমদের অঙ্গ বিক্রির ঘটনাগুলোতো এখন ওপেন সিক্রেট।

তাদের জুলুমের মাত্রা ও কায়দা এতটাই বীভৎস যে, জালেম অ্যামেরিকা পর্যন্ত মাঝে মাঝে এসব ঘটনার নিন্দা জানায়।

তথ্যসূত্র:

১। Uyghur Muslim Mewlan NurMuhammad was detained in January 2017 and sent to a concentration camp for "deradicalisation" –

https://tinyurl.com/y4nk9yr3

3
7

ফটো রিপোর্ট || গাদ্দার সৈন্যদের বিরুদ্ধে আশ-শাবাবের দুর্দান্ত অভিযানের দৃশ্য

পূর্ব আফ্রিকা ভিত্তিক ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সম্প্রতি তাদের বীরত্বপূর্ণ অভিযান সমূহ নিয়ে নির্মিত ২টি ভিডিও রিলিজ করেছে। যা তাদের অফিসিয়াল মিডিয়া শাখা "আল-কাতায়েব ফাউন্ডেশন" থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

নতুন এই ভিডিওগুলোতে দক্ষিণ সোমালিয়ার 'ইয়ালী' ও 'দিনুনাই' এলাকা বিজয় এবং উপসাগরীয় বাকুল ও শাবেলী রাজ্যে গাদ্দার মিলিশিয়াদের চেকপয়েন্ট, সামরিক ঘাঁটি ও সামরিক অবস্থানগুলোতে মুজাহিদদের অতর্কিত অভিযান সমূহ নথিভুক্ত করা হয়েছে।

https://alfirdaws.org/2021/12/22/54771/

উপজাতি এলাকায় পাক-তালিবানের হামলায় পরাস্ত গাদ্দার সেনারা, হতাহত ২১ এরও অধিক

পাকিস্তান প্রশাসন কর্তৃক চুক্তি লঙ্ঘন করায় দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে একের পর এক সফল হামলা চালাচ্ছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী টিটিপি-এর বীর মুজাহিদগণ।

চলমান হামলার ধারাবাহিকতায় গত ২০ ডিসেম্বর রাতে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের (টিটিপি) প্রতিরোধ যোদ্ধারা স্নাইপার রাইফেল, আরপিজি এবং অন্যান্য হালকা অস্ত্র দিয়ে উত্তর ওয়াজিরিস্তানে সফল হামলা চালিয়েছেন।

সূত্র জানায় যে, অঞ্চলটির মির'আলি সীমান্ত এলাকায় দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর একটি চেক পোস্ট টার্গেট করে উক্ত হামলাটি চালানো হয়েছিল।

হামলায় চেক পোস্টে থাকা ৩ গাদ্দার সৈন্য নিহত এবং আরও ২ গাদ্দার সৈন্য আহত হয়েছে, সম্প্রতি এই হামলার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে দলটি।

এই হামলার একদিন আগের সন্ধ্যায় বাজোর এজেন্সির সালার্জাই সীমান্ত এলাকায় একটি পুলিশ টহল দলের গাড়ি লক্ষ্য করে আক্রমণ করেন টিটিপির যোদ্ধারা। টিটিপি মুখপাত্রের তথ্যমতে, এতে গাড়িতে থাকা সমস্ত পুলিশ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে। তবে একটি আনঅফিশিয়াল সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, হামলায় হতাহত পুলিশ সদস্যের সংখ্যা ১৩ জন।

বরকতময় এই ২টি হামলা ছাড়াও ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বরে আরও ৩টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। যাতে আরও ২ সেনা নিহত এবং অপর ১ সেনা গুরুতর আহত হয়েছে। বিদেশিদের দালাল পাকিস্তানী গাদ্দার সেনা ও প্রশাসনকে এভাবেই তীব্র জবাব দিয়ে যাচ্ছেন উম্মাহ দরদী মুজাহিদগণ, যা উপমহাদেশের মুসলিমদের জুলুম থেকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করছে বলে মনে করেন হকপন্থী উলামাগণ।

3
8

আল-কায়েদার দীর্ঘ অবরোধে পরাস্ত সন্ত্রাসী মিলিশিয়া: দলে দলে আত্মসমর্পণ

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালির মোপ্তি রাজ্যের মারেবুগু নামক অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী 'ডোনসো' মিলিশিয়াদের দীর্ঘ ৮ মাস অবরুদ্ধ করে রেখেছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জামায়াত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমীন (JNIM) এর মুজাহিদগণ।

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিশ্ছিদ্র এই অবরোধে টিকতে না পেরে গত ২০শে ডিসেম্বর বিকালে মুজাহিদদের শর্ত মেনে নিয়ে দলে দলে আত্মসমর্পণ করেছে 'ডোনসো' সন্ত্রাসবাদীরা।

এর আগে ২০১৯ সালের আগস্টে JNIM এবং ডোনসো এর মাঝে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল৷ কিন্তু ডোনসো মিলিশিয়ারা সেই চুক্তি ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করে। ফলে মুজাহিদরা এবছরের এপ্রিল মাস থেকেই মালির বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসী মিলিশিয়া গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে শুরু করেন, সেই ধারাবাহিতায় তখন 'ডোনসো' মিলিশিয়াদের ঘাঁটি মারেবুগু অঞ্চলকেও অবরুদ্ধ করে রাখেন মুজাহিদগণ, সেই সাথে সন্ত্রাসী গ্রুপটির কৃষিকাজ ও অর্থনৈতিক লেনদেনের সকল পথ বন্ধ করে দেন তারা।

এরপর দীর্ঘ ৮ মাস যাবৎ মুজাহিদদের কঠোর অবরোধের শিকার হয় মিলিশিয়ারা, এই অবরোধ চলাকালে মুজাহিদিন বাহিনী ও সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে পাল্টাপাল্টি সংঘর্ষে হয়। আঞ্চলিক সূত্রমতে, এসময় মুজাহিদদের হামলায় উক্ত অঞ্চলে অন্তত ১২০ মিলিশিয়া সদস্য নিহত হয়। সেই সাথে মুজাহিদগণও মারেবুগু অঞ্চলটির নিয়ন্ত্রণ নিতে সক্ষম হন।

সুত্রে আরও জানা যায়, ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী জেএনআইএম মুজাহিদগণ এই অবরোধের সময় মিলিশিয়াদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ড থামাতে একাধিকবার তাদের খাদ্যদ্রব্যের মজুদ জব্দ করেন এবং মিলিশিয়াদের অবস্থানে বোমা ও মর্টার হামলা চালাতে বাধ্য হন।

অবশেষে গত ২০শে ডিসেম্বর ডোনসো মিলিশিয়ারা পরাজয় শিকার করে এবং জেএনআইএম-এর শর্ত মোতাবেক তাদের সকল অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম মুজাহিদদের কাছে জমা দেয়। মুজাহিদরা বিনিময়ে তাদের জানমালের নিরাপত্তা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ও চাষাবাদের উপর আরোপিত অবরোধ তুলে নিয়েছেন।

ক্রুসেডার ফ্রান্স ও মালির মুরতাদ সরকার নিজেদের বিশাল সেনাবাহিনী দিয়ে মুজাহিদদের মোকাবেলা করতে না পেরে এসব গোত্রভিত্তিক সন্ত্রাসী বাহিনীকে অস্ত্র, অর্থ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে এসব সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করতে চেয়েছে। কিন্তু যেখানে অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত ৪টি আন্তর্জাতিক জোটের সেনারা পরাজয় শিকার করে মালি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সেখানে এসব নামেমাত্র প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসবাদীদেরকে মহান মুজাহিদদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা সত্যিই হাস্যকর।

3
9

গণহত্যার প্রস্তুতি | ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর শপথ গ্রহণ

সেকুলার নেতারা ভারতকে কথিত বৃহৎ গণতন্ত্রের দেশ দাবি করলেও নিয়ন্ত্রক হিন্দুত্ববাদীরা ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তর করার জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। হিন্দুত্ববাদী অনেক নেতা ভারতকে শুধু হিন্দুদের দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করে। মুসলিমদের ভারত ছাড়া করার এবং মুসলিম মুক্ত অখণ্ড ভারত নির্মাণের ঘোষণা ও প্রকাশ্য এজেন্ডা নিয়ে এগোচ্ছে এই হিন্দুত্ববাদীরা।

এবার ভারতের নয়াদিল্লিতে তথাকথিত সাংবাদিক ও কট্টর ইসলামবিদ্বেষী সুরেশ চাভানকে দেখা গেল- সে হিন্দু যুব বাহিনীর সদস্যদের (সিএম যোগী আদিত্যনাথের দল) ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে রূপান্তর করার শপথ করাচ্ছে, যেখানে অন্যকোন ধর্ম কিংবা মতবাদের মানুষের জায়গা হবে না।

তাদের শপথের ভাষা ছিল এমন –

"আমরা সবাই শপথ নিচ্ছি, কথা দিচ্ছি ও সংকল্প করছি যে,- আমাদের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই দেশকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর জন্য, বানিয়ে রাখার জন্য এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য লড়াই করবো। আমরা মরব, প্রয়োজন পড়লে মারব। যেকোনো ত্যাগ শিকার করার জন্য যে কোন মূল্য চুকাতে আমরা সামান্য এতটুকুও পিছপা হব না।

আমাদের এই সঙ্কল্প পূর্ণ করার জন্য আমাদের গুরুদেব, আমাদের গুরু দেবতা, আমাদের গ্রাম দেবতা, আমাদের ভারত মাতা, আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদেরকে শক্তি দিক, শক্তি দিক, জয় দিক, বিজয় দিক, বিজয় দিক, বিজয় দিক, বিজয় দিক, বিজয় দিক।

ভারত মাতার জয়...

এভাবেই গোটা ভারতের হিন্দু সমাজকে প্রয়োজনে মুসলিম গণহত্যা চালিয়ে হিন্দুরাষ্ট্র অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার জন্য এক করতে কাজ করছে হিন্দুত্ববাদী উগ্র নেতারা। এই সন্ত্রাসী নেতাদের মিশন যে কতটা সফলতার মুখ দেখতে চলেছে, তা ভারতের বর্তমান মুসলিম নির্যাতনের ঘটনাগুলো দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়।

তথ্যসূত্র:

১। CM Yogi Adityanath's group took pledge to convert India into a Hindu Rashtra.
https://tinyurl.com/23sk522e

রিজার্ভ মুক্তির দাবিতে ইসলামী ইমারাতে আফগানিস্তানে সাধারণ মানুষদের বিক্ষোভ

4
0

অ্যামেরিকা ও কথিত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দ্বারা জব্দকৃত সাধারণ আফগান জনগণের বিলিয়ন ডলারের সম্পদ মুক্ত করার দাবিতে গত মঙ্গলবার দেশটির রাজধানী কাবুলে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন হাজার হাজার মানুষ। এটি তালেবান সরকার দ্বারা অনুমোদিত একটি বিরল প্রতিবাদ। কারণ, দেশটি একটি বড় অর্থনৈতিক সঙ্কটের বিরুদ্ধে লড়াই করছে৷ আফগান পিপলস মুভমেন্ট নামে একটি স্বল্প পরিচিত একটি গোষ্ঠী মঙ্গলবারের বিক্ষোভটি আয়োজন করে।

মঙ্গলবারের এই মার্চে স্পষ্টতই তালিবানদের সম্মতি ছিল। তালেবানের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে একাধিক ছবি এবং ভিডিও ক্লিপ দেখানো হয়েছে। সেখানে দেখা যায় অংশগ্রহণকারীরা সাধারণ নাগরিকদের পক্ষে কথা বলেছেন। মধ্য কাবুলের একটি স্কোয়ারের কাছে একদল বিক্ষোভকারীকে দেখা যায় ‘Let US EAT’ (আমাদেরকে খেতে দিন) লেখা ব্যানার বহন করতে।

বিক্ষোভের আয়োজক শফিক আহমেদ রহিমি এএফপিকে বলেন, ‘আমাদের প্রধান দাবি হচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের সম্পদ ছেড়ে দেবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘এটা জাতির সম্পদ, কোনো একক ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সরকারের নয়।’

তালেবানরা গত ১৫ আগস্ট ক্ষমতায় ফিরে আসার পর, আফগানিস্তানের প্রায় ১০০ কোটি ডলারের বৈদেশিক সম্পদ আমেরিকা জব্দ করে নেয়। এতে দেশটি একটি বড় মানবিক সঙ্কটের মুখে পড়ে যায় এবং জাতিসংঘ এ ব্যপারে মন্তব্য করে বলে যে আফগানিস্তানের ৩ কোটি ৮০ লাখ মানুষের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি এই শীতে ক্ষুধার্ত থাকবে।

অথচ শত-সহস্র সাধারণ আফগান নাগরিকের অংশগ্রহণে আয়োজিত এই বিক্ষোভ কোন মেইনস্ট্রিম মিডিয়া আউটলেট প্রচার করেনি। অথচ ৮-১০ জন আফগান নারী যখন কুরুচিপূর্ণ প্লেকার্ড হাতে নিয়ে পশ্চিমাদের শিখানো কথিত নারী অধিকারের নামে কাল্পনিক দাবি তুলেছিল, সেই অতি ক্ষুদ্র জনউপস্থিতি ঠিকই মিডিয়ায় জায়গা করে নিয়েছিল।

বিশ্লেষকেরা বলছেন- এখন সময় হয়েছে আমেরিকার এই বিষয়টি প্রমাণ করে দেখানোর যে, তারা আসলেই মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে কিনা। যদি সত্যিই তারা মানবাধিকারের ব্যপারে শ্রদ্ধাশীল হয় তাহলে তাদের উচিত হবে সাধারণ আফগানদের সম্পদ মুক্ত করে দেওয়া।

তথ্যসূত্র:

১। রিজার্ভ মুক্ত করার দাবিতে কাবুলে আফগাদের বিক্ষোভ https://tinyurl.com/yhdfcp4b

২। Huge rally on kbul city streets. Western journalists no where to be seen
-

https://tinyurl.com/bdhc8hfr

দখলদার ফ্রান্সের পরে এবার জার্মানিও মালি থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের পরিকল্পনা করছে

4

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ধারাবাহিক হামলার মুখে মালি থেকে সেনা প্রত্যাহার করতে শুরু করেছে ক্রুসেডার ফ্রান্স। ইতিমধ্যেই দখলদার এই দেশটি মালির উত্তরাঞ্চলিয় ৩টি রাজ্য থেকে নিজেদের সৈন্যদের সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে।তাদের ধারাবাহিকতায় ক্রুসেডার জার্মানিও মালি থেকে নিজেদের দখলদার সৈন্যদের সরিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছে।

এবিষয়ে জার্মান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী 'ক্রিস্টিন ল্যামব্রেখট' গত ১৯ ডিসেম্বর বিল্ড অ্যাম সোনট্যাগকে বলেছিল, "জার্মান সরকারের কাছে তাদের সৈন্যদের নিরাপত্তা প্রথম অগ্রাধিকার।" অর্থাৎ মালিতে ক্রুসেডার ফরাসিদের মত এই দেশটির সৈন্যরাও মুজাহিদদের হামলা থেকে এখন আর নিরাপদ নয়। কেননা সেখানে প্রতিনিয়ত দখলদার ও গাদ্দার সৈন্যরা ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলার শিকার হচ্ছে। যার ফলে প্রতিবছরই প্রাণ হারাচ্ছে অসংখ্য দখলদার ও স্বদেশীয় গাদ্দার সৈন্য।

ক্রিস্টিন ল্যামব্রেখট আরও যোগ করেছে, "এখন আমাদের পরীক্ষা করা দরকার যে, মালিয়ান সৈন্যদের অন্য কোন উপায়ে আরও ভালো প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব কি না। সেই সাথে আমাদের সৈন্যদের নিরাপত্তার জন্য তাদেরকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে দেখা উচিৎ।

সে আরও উল্লেখ করেছে, "আমি সমস্ত বিদেশী সামরিক মিশন অবস্থানগুলো পর্যালোচনা করতে চাই, বিশেষ করে যেখানে জার্মানি সৈন্যরা উপস্থিত রয়েছে।"

উল্লেখ্য যে, ক্রুসেডার ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং কুফ্ফার জাতিসংঘের সামরিক মিশনের অংশ হিসেবে মালিতে জার্মানির প্রায় ১৫০০ সৈন্য রয়েছে। ২০১৩ সালে পশ্চিমা কুফ্ফার শক্তিগুলি মালিতে মুজাহিদদের বিজয় অভিযান রুখতে এই যুদ্ধে জড়িত হয়, আর তখন তাদের অংশীদার হয়ে সেনা পাঠায় জার্মানি।

তবে বর্তমানে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী জামাআত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের বীর যোদ্ধাদের ধারাবাহিক হামলার মুখে এখন পরাজয়ের ধারপ্রান্তে এসে পৌঁছাছে কুফ্ফার জোটগুলো। ফলে ক্রুসেডার দেশগুলোর নিজ সৈন্যদের জীবন বাঁচাতে পরাজয়ের গ্লাণি মাথায় নিয়েই এখন মালি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে।

২১শে ডিসেম্বর, ২০২১

পবিত্র স্থান মসজিদগুলোকে 'ব্ল্যাক স্পট' হিসেবে আখ্যা দিল হিন্দুত্ববাদী ভিএইচপি নেতা

ইসলাম বিদ্বেষের কারণে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। একের পর এক মুসলিমদের পবিত্র স্থান

4
2

মসজিদগুলোকে ভেঙ্গে অপবিত্র করার চক্রান্তে মেতে উঠেছে। নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে উগ্র নেতারা কিছুদিন পরপর উসকানীমূলক বক্তব্য দিয়ে সাধারণ হিন্দুদেরকে আরো ক্ষেপিয়ে তুলে।

এবার বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)-র হিন্দুত্ববাদী নেতা কুন্দন চন্দ্রাবত মুসলমানদের বিরুদ্ধে চলমান বিদ্বেষের আগুনে ঘি ঢেলে দিয়েছে। ২০ শে ডিসেম্বর, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম টুইটারে ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে হিন্দুত্ববাদীদের আয়েজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দেওয়ার সময় সে মুসলিমদের পবিত্র স্থান মসজিদগুলোকে 'ব্ল্যাক স্পট' বা কালো দাগ বলে অভিহিত করেছে।

সে বলেছে, 'হিন্দুরা ১৯৯২ সালে একটি কালো দাগ (বাবরি মসজিদ) মুছে ফেলেছে।'

মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য প্রদানে উগ্র হিন্দু নেতারা যেন পরস্পর প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এরা যেকোনো অজুহাত দাড় করিয়ে তাদের কল্পিত মুসলিমমুক্ত অখণ্ড ভারত নির্মাণের কাজ শুরু করে দিতে চাইছে।

তথ্যসূত্র :

১। He called mosques 'black spot' and said Hindus faught back in 1992 by removing black spot (Babri Mosque) .

https://tinyurl.com/mtyxevyf

দেশে দেশে ইসলাম বিদ্বেষ | জোব্বা পরায় মুসলিম সাংসদকে বের করে দিল স্পিকার

বিশ্বজুড়ে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ এখন নিয়মিত ঘটনা। এরই ধারাবাহিকতায় এবার জাম্বিয়ায় জোব্বা পরে সংসদ ভবনে প্রবেশ করায় পার্লামেন্টের সদস্য মুনির জুলুকে সংসদ থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। ঐ সাংসদ জোব্বা পরিধান করে সংসদে প্রবেশ করেছিলেন। জাম্বিয়ায় জুব্বাকে তোব নামে ডাকা হয়।

ভুক্তভোগী এই মুসলিম সাংসদ বলেন, তিনি দেশটির স্ট্যান্ডিং অর্ডার ২০৬-এ বর্ণিত কোনো সংসদীয় পোশাক কোড লঙ্ঘন করেননি। তার পোশাক আফ্রিকান টোগাসের বিভাগে তালিকাভুক্ত। এবং এ ধরনের পোশাক অনুমোদিত।

এরপরও শুধুমাত্র ইসলামিক পোশাক পরিধান করেছে বলেই জাম্বিয়া সংসদের স্পিকার ঐ সাংসদকে বের করে দেয়।

তথ্যসূত্র:
======

Parliament sends Munir Zulu away for wearing Muslim robe-

https://tinyurl.com/mry4std7

4

২০শে ডিসেম্বর, ২০২১

সাবেক সেনাপ্রধানকে 'যুদ্ধাপরাধী' বলায় নিজের স্কুল থেকেই চাকরী গেলো মুসলিম শিক্ষিকার

ভারতের উগ্রপন্থী এবং মুসলিম বিদ্বেষী সাবেক সেনা প্রধান ও চিফ অফ ডিফেন্স বিপিন রাওয়াতকে 'যুদ্ধপরাধী' বলায় নিজের স্কুল থেকেই চাকরী গেলো এক কাশ্মীরি মুসলিম নারীর। অথচ ঐ নারী নিজেই ছিলেন সেই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা।

নিজের প্রতিষ্ঠিত যে স্কুল থেকে তাঁকে বহিষ্কার করা হয় সেই স্কুল কর্তৃপক্ষই তাঁর এই কাজ এর সাথে স্কুলের কোনও সম্পৃক্ততা নেই বলে উল্লেখ করে। সাথে আরও জানায় যে, তাঁকে তাঁর পদবী থেকেও বহিষ্কার করা হয়েছে।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই মুসলিম নারী একটি পোস্ট দিয়েছেন, যেখানে তিনি উগ্রপন্থী বিপিন রাওয়াতকে 'যুদ্ধাপরাধী' হিসেবে আখ্যা দেন। এর পরপরই তার পোস্টটি ভাইরাল হয়ে যায়। পোস্টটি কিছু উগ্রবাদী বিজেপি কর্মীদের চোখে পড়লে তারা সেই মুসলিম নারীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দাখিল করে এবং পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। যদিও পরে সেই নারীকে ভবিষ্যতে এমন কাজের পুনরাবৃত্তি না ঘটানোর শর্তে ছেড়ে দেওয়া হয়।

বিপিন রাওয়াত ছিলো চরম মুসলিম বিদ্বেষী যে কিনা কাশ্মীরি শিশুদেরকেও চীনের ডির্যাডিকালাইজেশন সেন্টারে পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। এমনকি ২০১৭ সালে
সে একজন মেজরকে পুরস্কৃত করে, যে কিনা একজন বেসামরিক নিরীহ মুসলিমকে মানবঢাল হিসেবে জিপে বেঁধে ৫ ঘন্টা ধরে কাশ্মীরের বিভিন্ন গ্রাম পরিদর্শন করায়।

অথচ ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশন এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, বেসামরিক নাগরিকদের মানব ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা যুদ্ধাপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

অথচ এমন শত শত যুদ্ধাপরাধ করার পরেও বিপিনকে ভারতে 'হিরো' হিসেবে প্রচার করা হচ্ছে। কিন্তু উল্টো দিকে, তার এই অপরাধের নিন্দা জানানোর জন্যে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে একজন সাধারণ মুসলিম নারীকে।

তথ্যসূত্র:

১। The Siasat Daily- J&K: Woman sacked from school she founded for comments on Rawat

https://tinyurl.com/ycyz89kf

4
4

জায়নিস্ট আগ্রাসন | ৬৫ বছরের বৃদ্ধাকে গুলি ও জেরুজালেমে রাস্তার গেইট আটকে দিল দখলদার ইসরাইলের

নিজেদের বর্বর মানসিকতার নজির স্থাপনে ইহুদিদের জুড়ি নেই। বরাবরই ইহুদিরা চরম নির্যাতন করছে মাজলুম ফিলিস্তিনি মুসলিমদের উপর।

এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল (২৮ ডিসেম্বর) মসজিদে প্রবেশের সময় ৬৫ বছরের বৃদ্ধা এক ফিলিস্তিনি নারীকে গুলি করে দখলদার সেনাবাহিনী।

ঘটনাটি ঘটেছে অধিকৃত পশ্চিম তীরের হেবরন শহরে। এ এলাকায় অবস্থিত ঐতিহাসিক মসজিদ 'মসজিদে ইব্রাহিম'। উক্ত মসজিদে যাওয়ার এ বৃদ্ধাকে গুলি করে বর্বর ইসরাইল।

ঘটনার একটি ভিডিও ফুটেজ দেখা যায়, গুলিতে আহত বৃদ্ধা নারীর লুটিয়ে পড়া দেহকে কয়েকজন ইহুদি সেনা ঘিরে রেখেছে। বর্তমানে এ নারীর কী অবস্থা তা এখনও প্রকাশ করেনি সন্ত্রাসী ইসরাইল।

এ ঘটনায় ইসরাইল হাস্যকর এক মিথ্যা দাবি জানিয়ে বলেছে যে, বৃদ্ধা নারী নাকি ইহুদি সেনাদের ছুরিকাঘাত করতে চেয়েছিল!

অন্যদিকে হলুদ মিডিয়া এ ঘটনাটি বেমালুম চেপে গেছে। অথচ গত কয়েকদিন আগে পশ্চিম তীরের নাবলুস শহরে অবৈধভাবে অভিযান চালানোর সময় ক্ষিপ্ত ফিলিস্তিনিরা দু'টি ইসরাইলি গাড়িতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে ফেলে- এ খবরটি ফলাও করে প্রচার করছিল মিডিয়া। দেশের কয়েকটি জাতীয় টিভির প্রধান শিরোনাম হয়েছিল এ ঘটনাটি।

অন্যদিকে জেরুজালেমের রাস্তায় ফিলিস্তিনিদের ব্যাপকভাবে তল্লাশি চালায় ইসরায়েলি বাহিনী। ঐ সময় একজন ফিলিস্তিনির কাছে একটি কাপড়ের ব্যাগ পায়, এ অযুহাতে শহরটিতে প্রবেশের একটি রাস্তা বন্ধ করে দেয় সন্ত্রাসী ইসরাইল।

নারীবাদীরা নারী অধিকারের কথিত শ্লোগান দিলেও ৬৫ বছরের বৃদ্ধা নারীকে গুলির ঘটনায় নিরব রয়েছে। মিথ্যাবাদী ইহুদিদের বর্বরোচিত নির্যাতনের পরও মানবাধিকার সংস্থা, জাতিসংঘ ও হলুদ মিডিয়া কেন নিরব, তা এখন দিবালোকের মতো পরিষ্কার।

তথ্যসূত্র:
=====

১। Breaking| Israeli forces shoot, detain woman near Ibrahimi mosque-https://tinyurl.com/msjdzrv2

২। Israeli forces close Bab Al Amoud area after finding bag of clothes-https://tinyurl.com/2p8udjx8

গণহত্যার প্রস্তুতি |'আমরা হিন্দু আর তুই মোল্লা'- মুসলিম হত্যার নতুন স্লোগান

4
5

আবারো এক মুসলিম যুবক উগ্র হিন্দুদের নির্যাতনে প্রাণ হারালো। ২২ বছরের ঐ মুসলিম ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের রসুলপুর গ্রামের বাসিন্দা, নাম রাহুল খান। গত ১৩ই ডিসেম্বর রাহুলের কিছু বন্ধুরা জোর করে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'ট্রিট' নেবার দাবি করে তাঁকে ঘর থেকে নিয়ে যায়।

পরের দিন রাহুলের এক আত্মীয়ের কাছে তার বন্ধুদের একজন কালুয়া ফোন করে বলে যে রাহুলের এক্সিডেন্ট হয়েছে। খবর শুনে রাহুলের সেই আত্মীয় তার বাড়ি যায়। সেখানে যাবার পর সেই ছেলেটি বলে ওঠে "মোল্লা তুইও এসে গেছিস, এখন তোকেও মেরে ফেলবো"। এই কথা শুনে সেই আত্মীয় ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায়।

এদিকে রাহুলের পরিবার তার এক্সিডেন্টের কথা শুনে থানায় একটি এফআইআর করে। কিন্তু পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায় রক্তাক্ত রাহুলকে খুব নির্দয়ভাবে পিটিয়ে মারা হচ্ছে। সেই ভিডিওতে একজনকে বলতে শোনা যায় যে 'আমরা হচ্ছি হিন্দু, হিন্দু। আর তুই হচ্ছিস মোল্লা, মোল্লা।

রাহুলের সেই আত্মীয় বলে যে, "ওর শরীরের যখম দেখে মনে হচ্ছে ওকে রড এবং কুড়াল দিয়ে মারা হয়েছে।"

ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি দল ২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৩০ জন মুসলিম গণপিটুনিতে হত্যার শিকার হয়েছে, যার আনঅফিসিয়াল সংখ্যা গণনাতীত।

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ভারতে মুসলিম গণহত্যার প্রেক্ষাপট তৈরিতে চালানো হচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষের ব্যাপক প্রচারণা। ফলে এখন সাধারণ হিন্দুরাও উগ্রবাদীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রাহুল খানের মতো সাধারণ মুসলিম যুবকদের পিটিয়ে হত্যা করছে। হিন্দুত্ববাদের মূল উৎপাটন চকরা ছাড়া মুসলিমদের এই দুর্দশা শেষ হবে না বলেই মনে করছেন তারা।

তথ্যসূত্র :

১। The Siasat Daily- Mob chant ‘Hum Hindu hai, tu Mulla hai’ as they kill Muslim man https://tinyurl.com/mvzpt9na

১। টুইটার ভিডিও লিংক:

https://tinyurl.com/4arc3ey2

শিশু অপহরণকারী ৩ জনকে গ্রেপ্তার করলো ইসলামী ইমারাতে আফগানিস্তানের নিরাপত্তা রক্ষীরা

ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তান দেশজুড়ে মুসলিমদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিরামহীন কাজ করে যাচ্ছেন। অধিবাসী ও মুসলিমদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিতে তারা যেকোন কার্যকর ভূমিকা পালনে পিছপা হচ্ছেন না।

4

ইমারতের পাকতিকা প্রদেশের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা প্রদেশের ওরগুন জেলায় তিনজন অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করেছেন। অপহরণকারীরা তিন মাস আগে কাবুল থেকে একটি শিশুকে অপহরণ করে এবং বিনিময়ে পরিবারের কাছ থেকে মুক্তিপণের টাকা দাবি করে।

শিশুটিকে উদ্ধার করার পর অপরাধীদের মামলা বিচার বিভাগের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে বলে তালিবন সূত্র হতে জান গেছে।

তথ্যসূত্র:
-----

1. তালিবানের অফিশিয়াল সাইট

https://tinyurl.com/4meetn6y

১৯শে ডিসেম্বর, ২০২১

জায়নিস্ট আগ্রাসন: পশ্চিম তীরের গ্রামে গ্রামে ইসরাইলি নাগরিকদের হামলা

ইসরাইল অধিকৃত ফিলিস্তিনের পশ্চিম তীরের বিভিন্ন গ্রামে হামলা চালিয়েছে দখলদার ইসরাইলি বসতি স্থাপনকারীরা। শুক্রবার পশ্চিম তীরের বিভিন্ন গ্রামে বাড়িঘর ও যানবাহন ভাঙচুর এবং কয়েকজন ফিলিস্তিনিকে পিটিয়েছে তারা।

এর আগে গত সপ্তাহে ৩ জন ফিলিস্তিনি যুবককে গুলি করে হত্যা করেছে জালিম ইসরাইল।

এর প্রতিবাদে এক ফিলিস্তিনি পশ্চিম তীরে এক ইহুদিকে আক্রমণ করে। এরপরই বিভিন্ন ফিলিস্তিনি গ্রামে দল বেধে বসতি স্থাপনকারীরা প্রবেশ করে এবং বাড়িঘর ও গাড়ি ভাঙচুর করে। এই সময় তারা দুই ফিলিস্তিনিকে পেটায়। পিটুনিতে আহত এই দুই ফিলিস্তিনিকে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আল জাজিরাতে বলা হয়, কারইউত গ্রামে ইসরাইলি বসতি স্থাপনকারীরা ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘরে ঢুকে ভাঙচুর করে এবং ওয়ায়েল মাকবাল নামের ওই গ্রামের এক বাসিন্দাকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। গ্রামবাসীরা বাধা দিলে ওয়ায়েল মিকবালকে ফেলে যায় বসতি স্থাপনকারীরা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আহত মিকবালের ছবি ও কারইউত গ্রামে বসতি স্থাপনকারী ও ফিলিস্তিনি বাসিন্দাদের মধ্যে সংঘর্ষের ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। এদিকে নাবলুসের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বুরকা গ্রামের কাউন্সিল প্রধান জিহাদ সালাহ সংবাদমাধ্যমকে জানান, আগ্নেয়াস্ত্র হাতে বসতি স্থাপনকারীরা তাদের গ্রামে হামলা চালায়।

তিনি বলেন, তারা গ্রামের ব্যারাকে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং ফিলিস্তিনিদের বাড়িঘরে ঢিল ছোড়ে।

4

১৯৬৭ সালে ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড পশ্চিম তীর দখল করে ইসরাইল। ওই সময় থেকে ইসরাইলি নাগরিকরা পশ্চিম তীরে বসতি স্থাপন শুরু করে। দখলকৃত ভূমিতে তথাকথিত আন্তর্জাতিক আইন অনুসারেও যেকোনো স্থাপনা নির্মাণ অবৈধ হলেও এখনো পর্যন্ত পশ্চিম তীরে ইহুদি বসতি সম্প্রসারণ করে চলেছে ইসরাইলি বাহিনী।

১৯৯৩ সালে অসলো শান্তিচুক্তির মাধ্যমে পশ্চিম তীর থেকে ধীরে ধীরে ইহুদি বসতি সরিয়ে নিয়ে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের হাতে তার নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরের কথা থাকলেও বর্বর ইসরাইল এই বিষয়ে এখনো কোনো উদ্যোগ নেয়নি। উপরন্তু পশ্চিম তীরে নতুন নতুন অবৈধ বসতি নির্মাণ অব্যাহত রেখেছে ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ।

জাতিসংঘের আইনে অবৈধ ও বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রকার বাধা বা ইসরাইলের উপর কোন নিষেধাজ্ঞা দেয়নি জাতিসংঘ।

বর্তমানে জেরুসালেমসহ অধিকৃত পশ্চিম তীরে ২৫৬টি বসতিতে প্রায় সাত লাখ ইসরাইলি ইহুদি বাস করছে।

সন্ত্রাসী ইসরাইলের এহেন বর্বরতা ও দখলদারিত্বের অবসানে নববী মানহাজের অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন আলিমরা।

তথ্যসূত্র:
======

Settlers attack Palestinian villages after West Bank killing-https://tinyurl.com/2p9e3ny2

মথুরার শাহি ঈদগাহ মসজিদে নামাজ বন্ধের জন্য আবেদন হিন্দুত্ববাদী উগ্র সংগঠনের

উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'শ্রীকৃষ্ণ জন্মভূমি মুক্তি আন্দোলন সমিতি' মথুরা আদালতে শহরের শাহি ঈদগাহ মসজিদের ভিতরে এবং এটি সংলগ্ন রাস্তায় নামাজ বন্ধ করার আদেশ চেয়ে আবেদন করেছে। এমনকি শ্রী কৃষ্ণ মন্দির কমপ্লেক্সের পাশে অবস্থিত এই মসজিদটি ভেঙে ফেলার জন্যেও জোর দিচ্ছে এই উগ্র হিন্দু সংগঠনটি।

সংগঠনের সভাপতি অ্যাডভোকেট মহেন্দ্র প্রতাপ সিং মসজিদ ভাঙার কারণ হিসেবে বলে, "এর আগে লোকেরা মসজিদের ভিতরে নামাজ আদায় করতো না।" সে আরও দাবি করে যে, গত কয়েক বছরে মুসলমানরা এই স্থানে নামাজ পড়ছে যা অবশ্যই বন্ধ করা উচিত।

এমনকি এই উগ্র হিন্দু সংগঠনটি আবেদনে আরও বলেছে, "পবিত্র কুরআন অনুযায়ী, বিতর্কিত জমিতে নামাজ আদায় করা যাবে না...তারা ইচ্ছাকৃতভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে এবং এমনকি তারা রাস্তায়ও নামাজ আদায় করছে।"

4
8

এই উগ্র হিন্দু সংগঠন দাবি করেছে, মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৬৬৯ সালে কথিত হিন্দু দেবতা 'শ্রী কৃষ্ণের' একটি মন্দির ভেঙে এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন, মসজিদের দেয়ালে এখনও হিন্দু নাকি ধর্মীয় প্রতীক রয়েছে।

মথুরা আদালতে ৫ জানুয়ারি এই মামলার শুনানি হতে পারে।

উলামাগণ মনে করছেন এই মামলার রায় হিন্দুদের পক্ষেই যে হবে তা অনেকটাই অনুমেয়। বাবরি মসজিদের মতো এই শাহী মসজিদও ভেঙে ফেলা এখন শুধু সময়ের ব্যপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। Scroll.in- Hindutva outfit files plea to stop namaz at Mathura’s Shahi Idgah mosque - https://tinyurl.com/2p86jzfe

কুফ্ফার ও মুরতাদ সৈন্যদের পলায়ন, জাদুন শহরের নিয়ন্ত্রণ নিল আশ-শাবাব

মধ্য সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের অনেক অংশেই পশ্চিমা শাসনব্যবস্থায় প্রতিনিয়ত পরিবর্তনের খবর পাওয়া যাচ্ছে। যেখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ইসলামিক শাসনব্যবস্থা। এবার শরিয়ার ছায়াতলে যুক্ত হল জাদুন শহর।

আঞ্চলিক "শাহাদাহ্ এজেন্সীর" খবরে বলা হয়েছে, ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা ১৮/১২ তারিখ বিকালে জালাজদুদ প্রদেশের জাদুন শহরে পৌঁছেছে এবং তাঁরা শহরটির নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা মিডিয়াকে বলেছেন যে, আমরা আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের সশস্ত্র যোদ্ধাদের ভারী অস্ত্র ও সাঁজোয়া যান নিয়ে জাদুনে প্রবেশ করতে দেখেছি। এসময় সশস্ত্র প্রতিরোধ যোদ্ধা ও তাদের সামরিক কর্মকর্তারা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে একটি পাবলিক প্লেসে ভাষণ দিয়েছেন।

জাদুন শহরটি জালাজদুদ রাজ্যের রাজধানী ধুষমারিব থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে। কিছু দিন আগেই স্বঘোষিত জালমাদুক প্রশাসনের অনুগত মিলিশিয়ারা এলাকাটি থেকে সরে গেছে।

গত সপ্তাহে, ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন একইভাবে সোমালিয়ার ৪টি শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। যার মধ্যে রয়েছে জালাজদুদ রাজ্যের কৌশগত এলধের শহরও। আশ-শাবাবের এই বিজয় গুরি-এল এবং প্রাদেশিক রাজধানী ধুষমারেবকে বিভক্ত করে দিয়েছে।

বেনিন | কুফফার সেনাদের কনভয়ে আল-কায়েদার সফল হামলা

4
9

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বেনিনের আতাকোরা অঞ্চলে দেশটির কুফফার সেনাদের কনভয় লক্ষ্য করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন আঞ্চলিক ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর "জেএনআইএম"।

আঞ্চলিক সূত্র হতে জানা যায়, বেনিনের আতাকোরা রাজ্যের পোরগা শহরে কুফফার সেনাদের একটি সাঁজোয়া যান মুজাহিদদের সেট করে রাখা আইইডি (Improvised Explosive Device) এর হামলার শিকার হয়েছে। হামলায় গাড়িতে থাকা সব সেনা হতাহত হয় এবং গাড়িটি পুরোপুরি অকেজো হয়ে যায়। সেই সাথে পাশে থাকা অপর একটি সাঁজোয়া যান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বেনিনে মুজাহিদদের কোনো অভিযানের কথা এতদিন শোনা না গেলেও ১১ তারিখের এই হামলাটি ছিল আল-কায়েদা (জেএনআইএম) কর্তৃক গত ২৮ নভেম্বর থেকে ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে চালানো ৭ম অভিযান। মুজাহিদরা ক্রমেই বুরকিনা ফাসো থেকে বেনিনে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করছেন - এসব হামলা তারই পরিচায়ক।

5
0

১৮ই ডিসেম্বর, ২০২১

জুমার সালাত থামিয়ে মুসলিমদের 'ভারত মাতা কি জ্যায়' স্লোগান দিতে বাধ্য করলো হিন্দুত্ববাদীরা

গত ১৭ই ডিসেম্বর ২০২১ রোজ শুক্রবার আরও একদফা নামাজে বাধা সৃষ্টি করলো উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। নামাজের সময় এসে মুসলিমদের দিয়ে জোর করে 'ভারত মাতা কি জ্যায়' স্লোগান দিতে বাধ্য করলো এই উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায় কিছু উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা নামাজের সময় এসে মুসলিমদের সাথে কথা কাটাকাটি করতে থাকে। এ সময় উগ্র হিন্দুদের একজন বলে ওঠে, "তোমরা ভারত মাতা কি জ্যায় এই কথাটি কেনো বলতে পারবে না? তোমরা কি পাকিস্তানে থাকো?"

ইতোমধ্যে গত ২০ নভেম্বর থেকে উগ্র হিন্দুত্ববাদী দলগুলোর আন্দোলনের চাপে পড়ে মুসলিমরা সেক্টর ৩৭ এর মাঠে নামাজ আদায় করা বন্ধ করে দিয়েছে। তাদের দাবি হচ্ছে যে তারা সেই সেক্টর ৩৭ এর মাঠে 'ক্রিকেট' খেলতে চায়।

জামিয়া উলামায়ে হিন্দের স্থানীয় সভাপতি মুফতি মোহাম্মদ সালিম বলেন, "হয়তো খুব শীঘ্রই গুরুগ্রামের সবজায়গায় নামাজ বন্ধ হতে যাচ্ছে। এই লোকেরা আমাদের হয়রানি করা বন্ধ করলো না। নামাজ আদায়ের জন্যে ১০০ টিরও বেশি বরাদ্দকৃত জায়গা থেকে আমরা ৬ এ নেমে এসেছি। এতেও তারা সন্তুষ্ট নয়"।

গত ৬ ডিসেম্বর গুরুগ্রাম ইমাম সংগঠন, মুসলিম রাষ্ট্রীয় মঞ্চ, সনুক্ত হিন্দু সংঘর্ষ সমিতি এবং জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় যেখানে মুসলিমদের নামাজ আদায়ের জন্য ছয়টি স্থান দেওয়া হয়। কিন্তু এই ঘটনা যেই স্থানে সংঘটিত হয় তা বরাদ্দকৃত এই ছয়টি স্থানেরই একটি ছিলো।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন এই উগ্র হিন্দুরা শুধু নামাজই বন্ধ করতে চায় না। বরং এরা মুসলিমদেরকে গুরুগ্রাম সহ গোটা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকেই উচ্ছেদ করতে চায়।

তথ্যসূত্র:

১। Scroll.in- Watch: Hindutva groups disrupt namaz in Gurugram, force Muslims to chant ‘Bharat Mata ki Jai’ –

https://tinyurl.com/2uychrmc

চুক্তি লঙ্ঘন করার চড়া মাশুল দিচ্ছে গাদ্দার পাকিস্তান, মুজাহিদদের হামলায় হতাহত ৩৩ এর অধিক

পাকিস্তানের গাদ্দার প্রশাসন টিটিপির সাথে করা যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করার পর থেকে দেশটির সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ বাড়িয়েছে

5
2

ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান। যার ফলে টিটিপি কর্তৃক পরিচালিত গত ৪ দিনের হামলায় দেশটির ৩৩ এরও বেশি গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাকিস্তান গাদ্দার প্রশাসন টিটিপির সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করার পর, গত ১৩ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর একে একে ৯টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ।

টিটিপির ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের দ্বারা এসব আক্রমণগুলি বাজোর এজেন্সী, উত্তর ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান, রাওয়াপিন্ডি, বান্নু, পাঞ্জাব ও উপজাতীয় অঞ্চল লাকি মারওয়াতে অবস্থিত দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন ঘাঁটি, চেকপোস্ট, টহলরত কাফেলা, সামরিক ট্রাক ও চৌকিগুলো টার্গেট করে পরিচালিত হয়েছিল।

আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যম ও টিটিপির মুখপাত্রের একাধিক টুইট বার্তার সূত্রে জানা গেছে যে, মুজাহিদদের এসব বীরত্বপূর্ণ হামলার ৭ টিতেই প্রায় ২৩ এরও বেশি সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছে।

টিটিপির মুখপাত্র জানান যে, বাকি ২টি হামলাই চালানো হয়েছিল গারিওম সীমান্তে গাদ্দার সেনাদের বহনকারী ২টি সামরিক ট্রাক টার্গেট করে। যার ফলশ্রুতিতে এক হামলায় ট্রাকে থাকা সকল গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছিল। এসময় হতাহত সৈন্যদের উদ্ধার করতে ঘটনাস্থলে হেলিকপ্টার অবতরণ করে এবং আহত ও নিহত সৈন্যদের সরিয়ে নেয়। ফলে হতাহতের সঠিক সংখ্যা ততক্ষণাৎ জানা সম্ভব হয় নি। এদিকে স্থানীয় একটি সূত্র জানিয়েছে যে, এই হামলায় ১০ এরও বেশি সৈন্য হতাহত হয়েছিল।

5
3

মুজাহিদদের অপর হামলাটিতেও সেনাদের সামরিক ট্রাকটি পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। যার ফলে এতেও সকল আরোহী গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, গত ৪ দিনের এই অভিযানগুলো নিয়ে গত সপ্তাহে টিটিপির মুজাহিদগণ পাকিস্তান জুড়ে প্রায় ১৬ টিরও বেশি বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেছেন। যাতে পাকিস্তান গাদ্দার প্রশাসনের ৫৭ এরও বেশি সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার এই লড়াইয়ে পাকিস্তানের গাদ্দার সামরিক বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে টিটিপির বীরত্বপূর্ণ ও ক্রমবর্ধমান সফল হামলারধারা অব্যাহত থাকবে বলেও আশা করা হচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্।

হিন্দু ব্যবসায়ীদের কামরায় উঠায় ট্রেন থেকে ফেলে মুসলিম যুবককে হত্যা

ভারতে মুসলিদের প্রতি চলমান উগ্র হিন্দুদের হিংসাত্মক আচরণ এখন হিংস্রতায় রুপ নিয়েছে। সামান্য সব অভিযোগ তুলেই মুসলিমদের হত্যা করতে কোন দ্বিধা করছে না তারা।

উগ্র হিন্দুরা এতটাই নৃশংস যে, ভেন্ডার কামরায় ওঠার ‘শাস্তি হিসেবে মুসলিম যুবককে মারধর করে চলন্ত ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। পরে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ঐ যুবকের। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে ভাগীরথী এক্সপ্রেসে। এই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুরে বেলডাঙায় রেললাইন অবরোধ করলেন যুবকের পরিবার সহ স্থানীয় বাসিন্দারা।

মৃত যুবকের নাম নাজিমুদ্দিন শেখ। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙা থানার বেগুনবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। সোমবার রাতে তিনি হায়দরাবাদ থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। শিয়ালদহ থেকে ভাগীরথী এক্সপ্রেসে চড়ে বাড়িতে ফেরার সময়ই ট্রেনের ভেন্ডার কামরার কয়েকজন নিত্যযাত্রী নিজামুদ্দিনকে ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

নিজামুদ্দিন শেখের ভাই আতিউর রহমান জানিয়েছেন, প্রচণ্ড ভিড়ের হাত থেকে বাঁচতেই নিজামুদ্দিন সোমবার রাতে বাড়ি ফেরার জন্য শিয়ালদহ থেকে ভাগীরথী এক্সপ্রেসের ভেন্ডার কামরায় ওঠেন। তাঁর মতো আরও কয়েকজন তরুণীও ভিড় এড়াতে ওই কামরায় উঠেছিলেন। যাত্রী কামরায় না উঠে ভেন্ডার কামরায় ওঠার জন্য ওই কামরায় থাকা হকার-ব্যবসায়ীরা তাঁদের সকলের সঙ্গেই দুর্ব্যবহার করে বলে অভিযোগ। তারা চলন্ত ট্রেনের চেন টেনে ওই তরুণীদের জোর করে নামিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করে।

তার প্রতিবাদ জানান নিজামুদ্দিন। তখনই ব্যবসায়ীদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে ওই তরুণের উপর। দু’পক্ষের মধ্যে তীব্র তর্ক বিতর্ক হয়। তারপর দেবগ্রাম স্টেশনের কাছে ওই ব্যবসায়ীরা নিজামুদ্দিনকে মারধর করে চলন্ত ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। রেল লাইনের উপর পড়ায় ওই ট্রেনের চাকাতেই দু’টুকরো হয়ে যায় তার দেহ। এরপর রাতে তাঁর রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকে রেললাইনে।

5
4

এদিন সকালে গোটা ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন নিজামুদ্দিনের পরিবার সহ বেগুনবাড়ি গ্রামের বাসিন্দারা। ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে তাঁরা এদিন দুপুরে বেলডাঙা স্টেশন চত্বরে রেললাইন অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান।

তথ্যসূত্র“
যুবককে ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে হত্যা, অবরোধ বেলডাঙায় https://tinyurl.com/sx2e89wt

দেশে দেশে মুসলিম বিদ্বেষ: ফ্রান্সে বন্ধ করে দেয়া হলো আরো ২০টি মসজিদ

ফ্রান্সে ইসলাম বিদ্বেষী ম্যাক্রো প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় দেশটিতে চলছে ইসলামফোবিয়া। মুসলিমদের পবিত্র স্থানগুলোতে দিন দিন চতুর্মুখি নিপীড়ন বেড়েই চলেছে।

আগেও অনেকগুলো মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল ফ্রান্সে, এবাড় আরো ২০টি মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যদিয়ে ফ্রান্স সরকার আবারো ইসলামবিরোধী যুদ্ধংদেহী মনোভাব পরিষ্কার করল।

ফ্রান্সের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জেরাল্ড ডারমানিন গত ১২ই ডিসেম্বর রোববার দেশটির এলসিআই টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে ঘোষণা দেয় যে, দেশের আরো ২১টি মসজিদ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ঐ উগ্র ইসলামবিদ্বেষী মন্ত্রীর ভাষায়, এসব মসজিদ নাকি ’চরমপন্থা’ ছড়ানোর কাজে লিপ্ত ছিল।

সে আরো জানায়, কথিত বিচ্ছিন্নতাবাদী আইনের ওপর ভিত্তি করে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বন্ধ হয়ে যাওয়া মসজিদগুলোকে বাইরের তহবিল গ্রহণের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এবং একটি মসজিদের ইমামকে সন্দেহজনক ’চরমপন্থার ’সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে বহিষ্কার করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:
-----

১. ফ্রান্সে বন্ধ করে দেয়া হলো ২০টি মসজিদ

https://tinyurl.com/dtust5e5

আল-কায়েদার সফল হামলায় জাতিসংঘ ও সোমালি সেনাবাহিনীর ২৭ সৈন্য হতাহত

দক্ষিণ সোমালিয়ায় কুফ্ফার জাতিসংঘ ও সোমালি গাদ্দার মিলিশিয়াদের উপর ২টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ-

5
5

শাবাবের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে ১৭ ক্রুসেডার সহ আরও ১০ গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে দখলদার জাতিসংঘের নেতৃত্বাধীন AMISOM জোটের একটি ঘাঁটিতে হামলার ঘটনা ঘটেছে। যাতে জাতিসংঘের ১৭ সেনা হতাহত হয়েছে। সেই সাথে ঘাঁটির নিরাপত্তায় নিয়োজিত সোমালি গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ১ সেনা নিহত এবং আরও বেশ কিছু সেনা আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, গত ১৭ ডিসেম্বর শুক্রবার, দক্ষিণ সোমালিয়ার শাবেলী সুফলা রাজ্যের বুলোমারির শহরে বরকতময় এই হামলাটি চালানো হয়েছে। যেখানে ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধারা শক্তিশালী বোমা হামলার দ্বারা এর সূচনা করেছিলেন। আর এই হামলার শিকারে পরিণত হওয়া দলটি ছিল জাতিসংঘের অধীনে সোমালিয়ায় দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখার দায়িত্বরত ক্রুসেডার উগান্ডান সৈন্যরা।

শাহাদাহ্ নিউজ আরও নিশ্চিত করেছে যে, এদিন একই রাজ্যের শ্লানবুদ শহরে আরও একটি সফল হামলা চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে সোমালি ৫ গাদ্দার সেনা নিহত এবং আরও ৪ সেনা আহত হয়েছে, সেই সাথে গাদ্দার সৈন্যদের ২টি মোটরবাইকও ধ্বংস হয়েছে।

সূত্রটি আরও জানিয়েছে যে, মুজাহিদগণ এই হামলাটি এমন সময় চালিয়েছেন, যখন গাদ্দার সৈন্যরা একটি চেকপয়েন্টে সমাবেত হয়েছিল।

ইথিওপিয়া | ইসলামি ভূমি বিস্তারে আল-কায়েদার নতুন স্ট্রেটেজি, প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে স্থানীয় বিদ্রোহীদের

ইথিওপিয়ায় স্থানীয় বিদ্রোহী যোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে নতুন শাখা তৈরির পটভূমি তৈরি করছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব এর কৌশলবিদগণ।

আঞ্চলিক বিশ্লেষক "SomaliaNews" এর টুইট বার্তা থেকে জানা গেছে, সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের বেশ কয়েকটি পয়েন্টে অবস্থানরত ইথিওপিয়ান সেনারা আশ-শাবাব মুজাহিদদের সীমান্ত অতিক্রম করার খবর শুনে সোমালিয়ার পয়েন্ট ছেড়ে ইথিওপিয়ায় ফেরত গিয়েছে।

উক্ত টুইট বার্তায় আরো জানানো হয়, ইথিওপিয়ায় "ওরোমো" গ্রুপের মুসলিম বিদ্রোহীদের উন্নত সামরিক প্রশিক্ষণ দিতেই সীমান্ত অতিক্রম করে ইথিওপিয়ায় প্রবেশ করেছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদরা। ওরোমো লিবারেশন ফ্রন্টের মুসলিম যোদ্ধাদের অনুরোধেই আশ-শাবাবের মুজাহিদগণ প্রশিক্ষণ দিতে ইথিওপিয়ায় গিয়েছেন।

আঞ্চলিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, ওরোমো লিবারেশন ফ্রন্ট (OLF) মূলত ইসলামি মতাদর্শের অনুসারি কোনো গ্রুপ নয়। এদের মতাদর্শ সেকুলারিজম। তবে এদের মধ্যে ইসলামের প্রতি অনুরাগী অনেক মুসলিম যোদ্ধাও রয়েছে। বিশ্লেষকরা মনে করেন যে, এসব মুসলিম বিদ্রোহী যোদ্ধাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়ে ইথিওপিয়ায় নতুন জিহাদি জামায়াত প্রতিষ্ঠা করা হতে

5
6

পারে আশ-শাবাবের জন্য একটি কার্যকর পদক্ষেপ। ইতোমধ্যে ওএলএফ এর একটি অংশ আশ-শাবাবের আনুগত্য শিকার করে নিয়েছে বলেও জানা গেছে। আর তাদের নিয়েই ইথিওপিয়ায় নতুন করে কার্যক্রম শুরু করতে চাচ্ছে আশ-শাবাব।

এদিকে ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের পক্ষ থেকে এই কৌশল সম্পর্কে এখনো অফিসিয়ালি কিছুই জানানো হয়নি, হয়তো সময় অতিবাহিত হবার সাথে সাথে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১৭ই ডিসেম্বর, ২০২১

এক মাসে ৬৬ শিশু সহ ৪০২ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে দখলদার ইসরাইল

চলতি বছরের নভেম্বর মাসে দখলদার ইসরাইল ফিলিস্তিনের ৬৬ শিশু সহ ৪০২ জন মুসলিমকে ধরে নিয়ে গেছে।

গত ১১/১২ তারিখ শনিবার কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, জয়োনিস্ট ইসরাইল গত নভেম্বর মাসে ৪০২ জন ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে। আটককৃতদের মধ্যে ৩ জন মুসলিম নারী ও ১৮ বছরের কম বয়সী ৬৬ শিশুও রয়েছে।

শুধুমাত্র নভেম্বর মাসেই সন্ত্রাসী ইসরাইল ফিলিস্তিনের রাজধানী জেরুজালেম থেকে ৫৪ শিশুসহ ১৬০ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে।

দখলদার ইসরাইল কর্তৃক ১২৩টি প্রশাসনিক বন্দী আদেশের মধ্যে ৮৪ টি পুনঃ নবায়নকৃত আদেশ ও ৩৯টি নতুন বন্দী আদেশ ছিল।

বর্তমানে দখলদার ইসরাইলী ইহুদীদের কারাগারে ১৭০ শিশু ও ৩২ মুসলিম নারী সহ ৪ হাজার ৫ শত ৫০ জন ফিলিস্তিনি কারাবন্দী আছেন। তাছাড়াও ৫০০ জন প্রশাসনিক বন্দী বিনা বিচারে জেল খাটছেন।

উল্লেখ্য, ইসরাইলি কারাগারে এসব বন্দীদের মধ্যে ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ অঞ্চলসমূহের ৭০ জন ফিলিস্তিনি, ৩৫০ জন জেরুজালেমবাসী, ২৩০ জন গাজার মুসলিমও রয়েছেন।

কারাবন্দীদের মধ্যে ১৯৯৩ সালের অসলো চুক্তির (Oslo Accords) পূর্বে গ্রেফতার হওয়া ২৫ ফিলিস্তিনি, ২০ বছরের অধিক সময় ধরে কারাভোগকারী ৪৯৯ জন মুসলিম, ৫৪৪ জন আজীবন ও ১০৪ জন ফিলিস্তিনি ২০ বছরেরও অধিক সময় ধরে কারাগারে আছেন।

প্রতিবেদন মতে, ১৯৬৭ সাল থেকে ৭২ জন ফিলিস্তিনি ইসরাইলি কারা অভ্যন্তরে চিকিৎসার অভাবে মারা গেছেন।

5
7

উল্লেখ্য, গত ২০২০ সালে অভিশপ্ত ইসরাইল ১,১১৪ প্রশাসনিক বন্দী আদেশের মাধ্যমে ৫৪৩ শিশু ও ১২৮ নারী সহ ৪ হাজার ৬ শত ৩৪ জন নিরপরাধ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করে।

গত জুন মাসে সন্ত্রাসী ইসরাইল ১০০টি প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে ৯২ শিশু ও ২৪ নারী সহ ৬১৫ জন ফিলিস্তিনিকে বন্দী করে।

গত জুলাই মাসে ৯৮টি প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে ৪৭ শিশু ও ১৭ নারী সহ ৫১৩ জন ফিলিস্তিনি মুসলিমকে গ্রেফতার করে।

গত আগষ্ট মাসে ৯১টি প্রশাসনিক আদেশ বলে ৪৬ শিশু ও ৮ নারী সহ ৩৪৫ ফিলিস্তিনিকে আটক করে।

গত সেপ্টেম্বর মাসে দখলদার ইসরাইল ১২১টি প্রশাসনিক আদেশে ৬৭ শিশু ও ১২ নারী সহ ৪২৪ জন নিরপরাধ মুসলিমকে গ্রেফতার করে।

সূত্রঃDuring November 2021, ‘Israel’ arrested 402 Palestinians, including 66 children; https://tinyurl.com/2p94s3zp

কেনিয়ায় ফের আল-কায়েদার হামলা, নিহত ৩ সেনা, আহত অনেক

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ায় দেশটির ক্রুসেডার সেনাদের উপর আরও একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। দেশটির মান্দেরা রাজ্যের রামো জেলায় এই সশস্ত্র হামলাটি চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে যে, কেনিয়ার রামো জেলায় সম্প্রতি দেশটির সামরিক বাহিনী ও ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের মধ্যে ব্যাপক লড়াই শুরু হয়েছে। সেই ধারাবাহিতায় বৃহস্পতিবার (১৬/১২) জেলাটিতে দেশটির ক্রুসেডার সৈন্যদের একটি টহলরত দলকে টার্গেট করে ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ।

ইসলামিক রেডিও আল-আন্দালুস এক বিবৃতিতে বলেছে যে, জেলাটিতে যুদ্ধের ফলাফল ছিল "আশ-শাবাব কর্তৃক কেনিয়ান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করা, দেশটির ৩ সৈন্যকে হত্যা করা এবং অনেক সৈন্যকে গুরুতর আহত করা। সেই সাথে বাকি সৈন্যরা ভয়ে ঘটনাস্থল ছেড়ে পালানোর পর আশ-শাবাব যোদ্ধারা কয়েকটি মোটরসাইকেল সহ প্রচুর পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেন।"

এই যুদ্ধের পর, কেনিয়ার যুদ্ধবিমান রামোর উপকণ্ঠে আল-শাবাবের অবস্থান মনে করে গরুর পালে গুলি চালিয়েছে।

সৌদির 'তাবলিগ জামাত' নিষিদ্ধকে স্বাগত জানালো ভারতের উগ্র হিন্দু নেতা

5
8

সৌদি আরবে 'তাবলিগ জামাত' নিষিদ্ধকরণকে স্বাগত জানালো ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা মঙ্গল পান্ডে। ১২ই ডিসেম্বর রবিবার এই বিষয়টি জানিয়েছে বর্তমানে ভারতের বিহারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বরত এই উগ্র নেতা।

সে তার বক্তব্যে তাবলিগ জামাতকে সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িত হিসেবে উপস্থাপন করেছে এবং সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িত সব সংগঠন ভেঙ্গে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। কিন্তু আসলেই কি এই উগ্র হিন্দুরা সন্ত্রাসবাদ দূর করতে চায়? নাকি তারাই সবচেয়ে বড়ো সন্ত্রাসী?

বিগত বছরগুলোতে ভারতে মুসলিম নির্যাতন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। গরু খাওয়া, গরুর গোশত রাখা কিংবা ব্যবসা করার মতো অহেতুক অভিযোগ তুলেও মুসলিমদের খুন করা হচ্ছে। হিন্দুত্ববাদী সরকারের নেতৃত্বে ২০২০ সালে দিল্লিতে মুসলিমদের উপর চালানো হয়েছে ভয়াবহ গণহত্যা। এর আগে ১৯৯২ সালে ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী সরকারের সমর্থনে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল মুসলিমদের ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ। এমনকি ২০০২ সালে ভারতের গুজরাটে মুসলিমদের উপর নির্মম গণহত্যা চালিয়ে ‘গুজরাটের কসাই’ হিসেবে আখ্যায়িত হওয়া কুখ্যাত হিন্দু সন্ত্রাসী নরেন্দ্র মোদি বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের অপরাধের তালিকা আরও অনেক দীর্ঘ।

এতসব সন্ত্রাসী কার্যক্রম করেও এদের মুখে সন্ত্রাসবাদ দমনের কথা হাস্যকর শোনায়। এরা যদি আসলেই সন্ত্রাসবাদ দমনে আন্তরিক হয়, তবে প্রথমে নিজ দেশ ভারতের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা। কারণ, ভারতে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের কবলে সংখ্যালঘু মুসলিম ও খ্রিস্টানরা নিয়মিত নির্যাতিত হচ্ছেন।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি তাবলিগ জামাতের বিরুদ্ধে মনগড়া কিছু অভিযোগ এনে তাবলিগের কার্যক্রমে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে পশ্চিমাদের দালাল সৌদি সরকার। অন্যদিকে যুবসমাজের মাঝে অশ্লীলতা ছড়িয়ে দিতে তারা নায়ক-নায়িকাদের এনে কনসার্ট করছে, পাঠ্যপুস্তকে হিন্দুদের রামায়ণ সংযুক্ত করছে। আর এসবে ভারতীয় মিডিয়া ও হিন্দুত্ববাদী নেতাদেরকেই বেশি উল্লসিত দেখা যাচ্ছে।

তথ্যসূত্রঃ Hindustan Times- BJP leader welcomes Saudi Arabia's 'gates of terrorism' order on Tablighi Jamaat; https://tinyurl.com/33sshw87

কাবুলে সাধারণ মানুষ ও শিশু হত্যায় নিজেদের ভুল পায়নি আমেরিকা, শাস্তি হবে না কোনো সৈন্যের

গত ২৯শে আগস্ট ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে ড্রোন হামলা চালায় বিশ্ব-সন্ত্রাসী আমেরিকা। ঘটনাটি ঘটে ইসলামী ইমারাত আফগানিস্তানের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার পর মার্কিন বাহিনী কাবুল ছেড়ে যাওয়ার একদিন আগে। এ হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন সহায়তা কর্মী আহমাদি ও তার পরিবারের নয়জন সদস্য, যাদের মধ্যে সাতজনই শিশু।

5
9

সন্ত্রাসী আমেরিকা জানিয়েছে, মার্কিন গোয়েন্দারা ধারণা করছিল যে ওই সহায়তা কর্মীর গাড়ি ইসলামিক স্টেটের স্থানীয় শাখা আইএসকেপি(ISKP)- এর কার্যকলাপের সাথে জড়িত। কেবল ধারণার ভিত্তিতে কাবুলে সেই হামলাটি চালানো হয় এবং আইএস-এর ঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছে বলে পরবর্তীতে বিবৃতি দেয় তারা। কিন্তু এ বিষয়ে বিস্তারিত অনুসন্ধান করে জানা যায় যে, হামলায় যারা মারা গেছেন তাদের সাথে আইএসের কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না। বরং তারা সকলেই ছিলেন নিরপরাধ। এসব নিরপরাধ ব্যক্তি ও শিশুদের হত্যা করেও সম্প্রতি এ বিষয়ে আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লয়েড অস্টিন ঘোষণা দিয়েছে যে, ওই হামলায় কোনো আইন ভঙ্গ করা হয়নি এবং কোনোরকম অসদাচরণ বা অবহেলার তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। আর তাই কারও বিরুদ্ধে কোনোরকম শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজন তারা দেখছে না। এরা ২য় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের হিরোশিমা, নাগাসাকিতে লাখ লাখ সাধারণ মানুষ হত্যা করেও বলেছে যে, সেখানে নাকি তারা সামরিক ঘাঁটিতে হামলা করেছে! এভাবেই আমেরিকা সর্বদা নিরপরাধ মানুষকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে হত্যা করেছে, পরবর্তীতে তা গর্বের সাথে প্রচারও করেছে।

তথ্যসূত্রঃ আফগানিস্তান: ড্রোন হামলা চালানোর জন্য কোন মার্কিন সৈন্যের সাজা হবে না, বিবিসি বাংলা; https://tinyurl.com/wmrxcbd7

সোমালিয়া | পালিয়ে গেল শত্রুরা, বিনা লড়াইয়ে শহর মুজাহিদিনের নিয়ন্ত্রণে

ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর বীর যোদ্ধারা তুষমারিব শহরের কাছের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন গত ১৫ই ডিসেম্বর রাতে জালাজদুদ রাজ্যের গুরিয়েল এবং তুষমারিব শহরের মধ্যবর্তী সিল-ধের শহরটি শান্তিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন।

সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, পশ্চিমা ও তুর্কি প্রশিক্ষিত গাদ্দার সোমালি সৈন্যরা মুজাহিদদের আগমনের খবর শুনেই শহরটি থেকে পালিয়ে যায়। কাপুরুষ গাদ্দার সৈন্যদের পালিয়ে যাওয়ার পর আশ-শাবাব মুজাহিদগণ শহরটি নিয়ন্ত্রণে নেন। এসময় পুলিশ স্টেশন, প্রশাসনিক সদর দফতর এবং গালমুদুগ সরকারি বাহিনীর অপবিত্র ঘাঁটিগুলোতে মুজাহিদগণ আগুন দিয়েছেন বলেও জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্র আরও জানিয়েছে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন শহরটি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর, সোমালি গাদ্দার প্রশাসনের মিলিশিয়ারা সিল-ধের শহরটি পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু গাদ্দার সৈন্যরা এখানেও হারাকাতুশ শাবাবের কঠিন হামলার শিকার হয়।

আল-আন্দালুস রেডিওর তথ্য অনুসারে, ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর বীর যোদ্ধারা খুব দৃঢ়তার সাথে গাদ্দার সৈন্যদের প্রতিহত করেন। যার ফলে গাদ্দার সৈন্যরা শহর উদ্ধারের আশা ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো আশ-

6
0

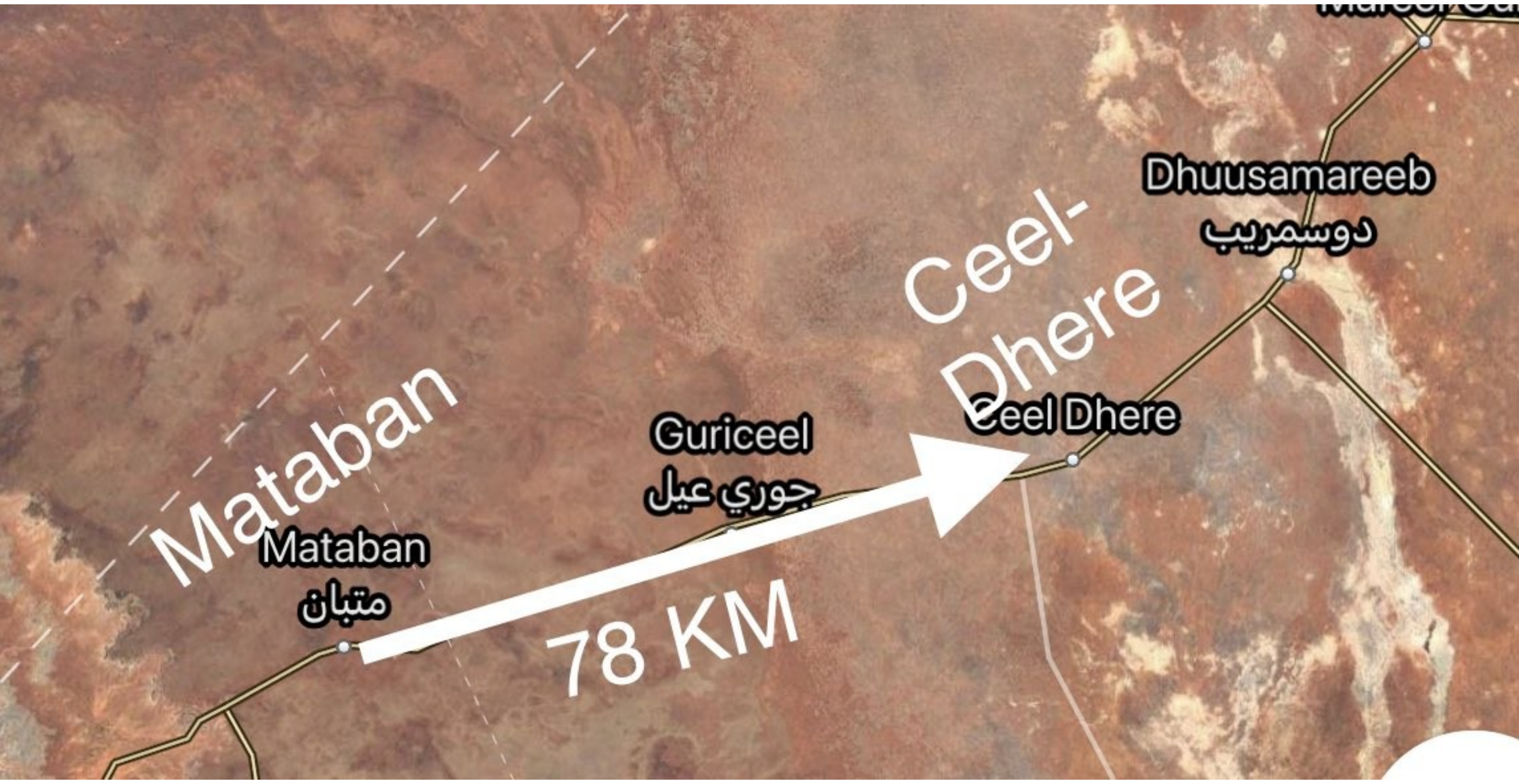
Dhuusamareeb
دوسمريب
Ceel-Dhere
Ceel Dhere
Guriceel
جوري عيل
Mataban
Mataban
متبان
78 KM

রাজ্যটির সামরিক দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় গোলাম বাহিনী এবং আন্তর্জাতিক ক্রুসেডার সৈন্যদের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, ২০১২ সালের জুন মাসে টিম্বুকটু রাজ্যটি আল-কায়েদা মুজাহিদিন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলেন। এরপর ২০১৩ সালের শুরুতে দেশটিতে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করে ক্রুসেডার ফ্রান্স এবং এর কয়েকমাস পরে আরেক ক্রুসেডার জোট জাতিসংঘও দেশটিতে সামরিক হস্তক্ষেপ করে। ফলে ২টি দখলদার জোট বাহিনীর যৌথ সন্ত্রাসী অভিযানের পর, মুজাহিদগণ ২০১৩ সালের শেষ নাগাদ রাজ্যটি থেকে সরে পড়েন।

আলহামদুলিল্লাহ্, বর্তমানে মুজাহিদগণ পুনরায় রাজ্যটির সিংহভাগ অঞ্চলের উপর রাজত্ব করছেন। আশা কারা যায়, ক্রুসেডার ফ্রান্স রাজ্যটি থেকে সেনা প্রত্যাহারের ফলে মুজাহিদগণ আবারো সম্পূর্ণ টিম্বুকটু রাজ্য নিয়ন্ত্রণে নেবেন এবং সেখানে ইসলামি শরিয়াহ্ ভিত্তিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালু করবেন, ইনশাআল্লাহ্।

১৬ই ডিসেম্বর, ২০২১

সোমালিয়া | উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাসহ ৪ সেনা সদস্যের আশ-শাবাবে যোগদান

সোমালিয়ায় ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে দেশটির উচ্চপদস্থ ২ কর্মকর্তা এবং অন্য ২ সেনা সদস্য।

শাহাদাহ্ নিউজ কর্তৃক প্রকাশিত এক বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, গত ১৩ ডিসেম্বর সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের ২টি পৃথক স্থান থেকে দেশটির গাদ্দার প্রশাসনের দায়িত্বে ছেড়ে কয়েকজন কর্মকর্তা ও সেনা সদস্য মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হয়েছেন।

হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হওয়া এসব লোকদের মধ্যে রয়েছে, সোমালি প্রশাসনের উচ্চপদস্থ ২ কর্মকর্তা এবং অন্য ২ সেনা সদস্য। এসব লোকেরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে সোমালি প্রশাসনকে ত্যাগ করে এবং মুজাহিদদের কাছে এসে আত্মসমর্পণ করে।

সূত্রটি আরও জানায় যে, এসব সরকারি কর্মকর্তারা রাজ্যটির জালহারুরী এবং উত্তর-পূর্ব সোমালিয়ার জাবালে জোলাইস অঞ্চল থেকে হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিনের সাথে মিলিত হয়েছেন।

6
2

১৫ই ডিসেম্বর , ২০২১

আল-কায়েদা কর্তৃক বুর্কিনা-ফাসোর ওয়েনডিগো শহর বিজয় , নিহত ৯ সেনা সদস্য

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা-ফাসোতে ধারাবাহিক সফল অভিযান পরিচালনা করছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর 'জেএনআইএম' বীর প্রতিরোধ যোদ্ধারা। যাতে হতাহত হচ্ছে অসংখ্য গাদ্দার সৈন্য।

অঞ্চলিক সূত্রমতে , গত ১২/১২ তারিখ বুর্কিনা-ফাসোর লোরউম রাজ্যে সফল অভিযান চালিয়েছেন ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর একদল বীর যোদ্ধা। এসময় তাঁরা রাজ্যটির ওয়েনডিগো শহর অবরোধ করেন এবং গাদ্দার সৈন্যদের টার্গেট করে কয়েক ঘন্টা ধরে ভারী অস্ত্র দ্বারা হামলা চালান। ফলে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের তীব্র হামলায় উল্লেখযোগ্য সৈন্য নিহত ও আহত হয়, সেই সাথে অনেক সামরিক সরঞ্জাম ক্ষয়ক্ষতি হয়।

স্থানীয়রা জানান যে , ফ্রান্সের গোলাম বুর্কিনা সৈন্যরা আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের এই হামলা ঠেকাতে ব্যার্থ হয় এবং সৈন্যরা পিছু হটে। ফলশ্রুতি খুব সহজেই শহরটি ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

উল্লেখ্য যে , শহরটি বিজয়ের লক্ষ্যে জেএনআইএম এর বীর মুজাহিদগণ চলতি মাসের প্রথম দিন থেকেই অভিযান চালিয়ে আসছেন , সেই ধারাবাহিতায় গত ০৯/১২ তারিখেও শহরটিতে গাদ্দার সৈন্যদের ঘাঁটিতে হামলা চালান মুজাহিদগণ। যাতে ৯ গাদ্দার সৈন্য নিহত হয়েছিল এবং বাকি সৈন্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পালিয়েছিল।

ভারতের দমদমে পুলিশী নির্যাতনে মুসলিম যুবকের মৃত্যু

ভারতে চুরির অভিযোগ তুলে ধরে নেওয়ার পর পুলিশী নির্যাতনে মুসলিম যুবকের মৃত্যু হয়েছে।

টিটাগড়ের বাসিন্দা বছর উনিশের মইনুদ্দিন খাঁর বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আনা হয়। সেই অভিযোগে গত ৬ ডিসেম্বর তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে রাখা হয় দমদম সেন্ট্রাল জেলে। জেল হেফাজতে থাকাকালীন নির্মম অত্যাচারে শনিবার সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় মইনুদ্দিনের।

নিহত ওই যুবকের পরিবারের অভিযোগ , জেল হেফাজতে থাকাকালীন শুধুমাত্র সন্দেহের বশে পুলিশ তার উপর বেধড়ক অত্যাচার করে। সে কারণেই মৃত্যু হয়েছে মইনুদ্দিনের। দমদম সেন্ট্রাল জেল কর্তৃপক্ষের তরফে মৃত্যুর খবর কেন দেওয়া হল না , সেই প্রশ্নও তোলেন ওই যুবকের পরিজনেরা।

ছেলের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পরই থানায় ছুটে যান তাঁর পরিজনেরা। অভিযোগ , সেই সময় পুলিশ তাঁদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে। পুলিশ তাদের মারধর করে থানা থেকে বের করে দেয়। এরপরই নিহতের পরিজনেরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। টিটাগড় থানার সামনে বিটি রোড অবরোধ করেন তাঁরা।

কিছুক্ষণ অবরােধ করে রাখার পর পুলিশ তাদের উপর লাঠিচার্জ করে সরিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র:

১। https://bongobanii.com/beaten-to-death/

সেন্ট্রাল সোমালিয়ার কৌশগত মাতাবান জেলায় স্বগর্বে উড়ছে তাওহীদের পতাকা

প্রায় দুই দশক পূর্বে শুরু হয়েছিল সোমালিয়ায় দখলদার পশ্চিমা শক্তির বিরুদ্ধে দেশটির তাওহিদী জনতার সংগ্রাম। যা ধীরে ধীরে দখলদার শক্তিকে হটিয়ে শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের রুপ নেয়। আর এই আন্দোলনে জনগণকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাহযোগিতা করে বৈশ্বিক ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত-আল কায়েদাহ্। সেই থেকে শুরু হয় সোমালিয়ায় ইসলামের নতুন এক জাগরণ, যা বর্তমানে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে প্রতিবেশি দেশগুলোতেও।

ইচ্ছায় সোমালিয়ায় শুরু হওয়া শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলন এখন বিজয়ের ধারপ্রান্তে এসে উপনীত হয়েছে। সাধারন জনগণ আর মুসলিম বীরেরা প্রতিদিনই দখলদার শক্তি আর তাদের গোলামদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অভিযান চালাচ্ছেন। বিজয় করছেন একের পর এক এলাকা ও শহরসমূহ, যেখানে স্বগর্বে উড়ছে তাওহীদের কালিমাখচিত পতাকা।

সেই ধারাবাহিতায় হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ গত ১৩/১২/২০২১ তারিখ দ্বিপ্রহরের কিছু সময় পর নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন সেন্ট্রাল সোমালিয়ার কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ মাতাবান জেলা। এটি ছিল মধ্য সোমালিয়ার হিরান রাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জেলা।

হারাকাতুশ শাবাব সূত্রে জানা গেছে, মুজাহিদগণ ঐদিন খুব ভোর থেকেই জেলাটির আশপাশের এলাকায় অভিযান চালাতে শুরু করেন এবং ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার আগেই শহরের প্রধান সড়কগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেন তাঁরা।

আর এই সংবাদ খুব দ্রুতই ছড়িয়ে পড়ে শত্রু শিবিরে, সেই সাথে আল্লাহ্ তা'আলা শুত্রুদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দিলে জেলাটির অনেক এলাকা থেকে গাদ্দার সৈন্যরা ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ভয়ে যুদ্ধের চিন্তাভাবনা করার আগেই পালিয়ে যায়। সেই সাথে জেলাটির গুরুত্বপূর্ণ ২টি শহর ছেড়েও পালিয়ে যায় পশ্চিমা ক্রুসেডার ও সেক্যূলার তুরষ্কের প্রশিক্ষিত সোমালি গাদ্দার সৈন্যরা। ফলে মুজাহিদগণ কোন যুদ্ধ ছাড়াই দ্বিপ্রহরের আগেই জেলাটির 'বিরজাদাদ এবং বা'আদা' নামক দু'টি শহরের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

শহর ২টি বিজয়ের পর মুজাহিদগণ মাতাবানের কেন্দ্রীয় শহরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই শহরের আশপাশের এলাকাগুলোর নিয়ন্ত্রণ নেন। আর দ্বিপ্রহরের পর মুজাহিদগণ পৌঁছে যান শহরে প্রাণকেন্দ্রের নিকট। মাত্র ২ ঘন্টার ব্যবধানে মুজাহিদগণ কেন্দ্রীয় শহরে ঢুকে পড়েন এবং পুলিশ স্টেশনে হামলা চালিয়ে তা ধ্বংস করে দেন। এতে

6
4

গাদ্দার সামরিক বাহিনীর ভিতরে ভয় ঢুকে যায় এবং সৈন্যরা যে যার মত করে পালাতে শুরু করে।

অনলাইনে প্রচারিত ছবিগুলোতে দেখা যায়, ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের মুজাহিদরা তখন দলে দলে তাওহীদের কালিমা খচিত কালো পতাকা হাতে শহরের প্রাণকেন্দ্রের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা নিশ্চিত করেছেন যে, ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন জেলাটির উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। মুজাহিদগণ শহরের সামরিক ঘাঁটি, জেলা প্রশাসক ভবন, প্রশাসনিক সদর দফতর সহ শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও সরকারি ভবনগুলোতে তাওহীদের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন।

আশ-শাবাবের মুখপাত্র ইসলামিক রেডিও 'আন্দালুস'-কে বলেছেন যে, মুজাহিদগণ সম্পূর্ণ মাতাবান জেলা এবং এর আশপাশের এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছেন। বর্তমানে মুজাহিদগণ জেলাটির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অভিযান চালাচ্ছেন বলেও তিনি নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে ইসলামিক রেডিও 'আন্দালুস' স্থানীয় বাসিন্দাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছে, যেখানে মুসলিম জানসাধারণ আশ-শাবাবের এই বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তাদের অনেকে বলছেন যে, জনগণ আশ-শাবাব মুজাহিদদের ব্যাপকভাবে স্বাগত জানিয়েছে, মানুষ আনন্দ মিছিল করছে। মুসলিম বীরেরা এখন জেলা ও এর আশেপাশের এলাকাগুলোতে টহল দিচ্ছেন।

কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী পুলিশের বাসে হামলা, হতাহত অন্তত ১৪ পুলিশ

ক্রমেই গুরুতর হয়ে ওঠছে কাশ্মীর যুদ্ধ। জুলুম-নির্যাতন আর গাদ্দারির দীর্ঘ সময় পার করে এখন দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে কাশ্মীরি মুসলিমরা।

হিন্দুত্ববাদী বাহিনীর উপর এখন ঘন ঘন হামলা করছেন কাশ্মীরের মুক্তিকামী যোদ্ধাগণ। এর ধারাবাহিকতায় সোমবার সন্ধ্যায় কাশ্মীরের শ্রীনগরের উপকণ্ঠে সশস্ত্র পুলিশবাহী এক বাসে মুক্তিকামীদের হামলায় দুই হিন্দুত্ববাদী পুলিশ নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও অন্তত ১২ পুলিশ সদস্য।

কাশ্মীরভিত্তিক সংবাদমাধ্যম গ্রেটার কাশ্মীর জানায়, ১৩ই ডিসেম্বর সোমবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে শ্রীনগর শহর থেকে ফিরছিল দখলদার পুলিশবাহী একটি বাস। বাসটি আরিপুরা জেওয়ান নামক স্থানে পৌঁছালে হামলা করেন মুক্তিকামীরা। এতে এক এএসআই-সহ ২ পুলিশ নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে আরও ১২ জন; আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশংকাজনক।

দখলদার পুলিশের সূত্রে সংবাদমাধ্যমটি আরও জানায়, ৩জন মুক্তিকামী আরিপুরা জেওয়ান পথে নেমে এসেই পুলিশবাহী বাসের উপর সামনের দিক থেকে অনবরত গুলিবর্ষণ করতে থাকেন। দখলদার পুলিশ বাহিনীকে তাঁরা পাল্টা জবাব দেওয়ার কোনো সুযোগই দেননি। এরপর সফলভাবে হামলা পরিচালনা করে তাঁরা অন্ধকারের মধ্যেই নিরাপদ স্থানে চলে যান। হামলাকারীরা

6
5

কাশ্মীর টাইগারস নামক একটি দলের সদস্য বলেও জানায় সূত্রটি।

এর আগে গত ১০ ডিসেম্বর কাশ্মীরের বান্দিপোরায় মুক্তিকামীদের হামলায় আরও ২ হিন্দুত্ববাদী পুলিশ নিহত হয়েছিল। কাশ্মীরে হিন্দুত্ববাদী ভারতের দীর্ঘদিনের দখলদারিত্ব ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে মুক্তিকামী মুসলিমদের এই জাগরণ গোটা উপমহাদেশে হিন্দুত্ববাদের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে অনুপ্রাণিত করবে বলে মনে করেন বিশ্লেষকগণ।

তথ্যসূত্র :

১। 2 policemen killed, 12 injured in Zewan militant attack-https://tinyurl.com/3d5ucr48

মুসলিমদের মসজিদের জমি দখল হরিয়ানায় রাজ্য সরকারের, ফিরিয়ে দিতে অনিচ্ছুক

ভারতের হরিয়ানায় মুসলিমদের মসজিদের জমি দখল করে নিয়েছে সেখানের রাজ্য সরকার। এমনকি মুসলিমদের সেই সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতেও অনিচ্ছুক তারা। অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের (এআইএমপিএলবি) সাধারণ সম্পাদক খালিদ সাইফুল্লাহ রহমানি বলেন এই কথাগুলো।

তিনি আরও বলেন রাজ্য সরকার তাদের জমি বরাদ্দ না দেওয়ার কারণে মুসলিমরা খোলা জায়গায় নামাজ পড়তে বাধ্য হয়।

তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন যে, হরিয়ানা রাজ্য সরকার ঘোষণা দিয়ে মসজিদ নির্মাণের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে। যার কারণে মুসলমানদের খোলা জায়গায় প্রার্থনা করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এমনকি তারা তীব্র গরমের পাশাপাশি বৃষ্টিপাতের মতো পরিবেশগত প্রতিবন্ধকতারও শিকার হয় নামাজের সময়।

হরিয়ানার উগ্র হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খট্টর সাম্প্রতিক একটি বিবৃতিতে বলেছে, "মুসলমানদের শুক্রবারের নামাজ খোলা জায়গায় হওয়া উচিত নয় এবং তাদের এই নিয়ম কোনমতেই সহ্য করা হবে না"।

হরিয়ানার গুরগাঁওয়ে মসজিদের সংখ্যা সীমিত হওয়ায় এবং সেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি হওয়ায় শুধু মসজিদে শান্তিপূর্ণ ভাবে জুমুআ'র সালাত আদায় করা সম্ভব হয় না। যার কারণে মুসলিমদের খোলা জায়গায় নামায আদায় করতে হয়। হরিয়ানা সরকারের দখলে অসংখ্য ওয়াকফ সম্পত্তি থাকা সত্ত্বেও তারা সেই জমিগুলি মুসলিমদের কাছে ফিরিয়ে দিতে অনিচ্ছুক।

বিগত কয়েক শুক্রবার মুসলিমদের জুমার সালাতের সময় উগ্র হিন্দুত্ববাদী দলগুলো 'জয় শ্রী রাম' স্লোগান দিয়ে মুসলিমদের সালাত আদায়ে বাধা সৃষ্টি করছে। এই উগ্রবাদীদের আগুনে ঘি ঢেলে দেবার মতো কাজ করেছে আবার হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর ইসলাম বিদ্বেষী এমন মন্তব্য। যার কারণে সেখানকার মুসলিমরা বর্তমানে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। সরকারের কাছে মসজিদের জমি কেনার আবেদন করার পরও তাদের আবেদন নাকচ করে দেওয়া হচ্ছে।

6
6

তথ্যসূত্রঃ

১। Maktoob Media- Haryana govt refuses to allot land for Mosques, backs Hindutva groups: AIMPLB

https://tinyurl.com/3xd6pjaa

২। https://hindutvawatch.org/vhp-chief-indirectly-refers-indian-muslims-as-cancer-and-wants-chemotherapy/

কেনিয়ায় আল-কায়েদার বিজয় অভিযান: দুর্দান্ত এক বিজয়সহ ৪০ ক্রুসেডার নিহত

এবার কেনিয়ায় দেশটির ক্রুসেডার সৈন্যদের উপর প্রাণঘাতী হামলা ও একটি বীরত্বপূর্ণ বিজয় অভিযান চালিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর যোদ্ধারা।

আঞ্চলিক সূত্র জানিয়েছে, গত ১৩/১২/২০২১ তারিখ সোমবার, পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় ওয়াজির অঞ্চলের কেন্টন এলাকায় ক্রুসেডার বাহিনীকে লক্ষ্য করে একটি বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ ও বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন মুজাহিদগণ।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্যমতে, কেন্টন এলাকায় অবস্থিত ক্রুসেডার কেনিয়ান বাহিনীর সদর দপ্তর টর্গেট করে এই সফল অভিযানটি শুরু করেছিলেন ভারী অস্ত্রে সজ্জিত ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাবের বীর মুজাহিদিন। আর হারাকাতুশ শাবাবের প্রতিরোধ যোদ্ধারা এলাকাটিতে ততক্ষণ পর্যন্ত অভিযান চালাতে থাকেন, যতক্ষণ না ক্রুসেডার সৈন্যরা কেন্টন গ্রাম ছেড়ে পালাতে শুরু এবং মুজাহিদগণ কেন্টন গ্রামের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন।

এলাকাটি মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসার পর, কেন্টন গ্রাম থেকে মাত্র ১ কি.মি দূরের একটি এলাকায় অবস্থানরত কেনিয়ার অন্য একটি ক্রুসেডার বাহিনী ঐ পরাজিত বাহিনীকে সাহায্য করতে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু সাহায্য করতে আসা ইসলামের শত্রু এই খ্রিস্টান বাহিনীটি পথিমধ্যেই মুজাহিদদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়।

শত্রু সৈন্যদের বহরটি মাঝপথে এমন একটি স্থানে এসে জড়ো হয়েছিল, যেখানে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিনরা আগেই শক্তিশালী বিস্ফোরক ডিভাইস বসিয়ে রেখেছিলেন। সামরিক বহরটির সমস্ত সৈন্য যখনই নির্দিষ্ট স্থানে জড়ো হয়, তখনই ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা সফলতার সাথে বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটান। যার ফলশ্রুতিতে সামরিক বহরটির একটি সৈন্যও পালিয়ে যেতে বা বেঁচে থাকতে পারেনি।

হারাকাতুশ শাবাবের তথ্য অনুযায়ী, মহান রবের সাহায্যে মুজাহিদিন কর্তৃক পরিচালিত এই বিস্ফোরণে ৪০ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত হয়েছে, সেই সাথে তাদের সাঁজোয়া যানগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে।

6
7

সূত্রটি আরও যোগ করেছে যে, ক্রুসেডার বাহিনীর হেলিকপ্টার দুটি ব্যাচে নিহত সৈন্যদের মৃতদেহ পরিবহন করেছিল। প্রথমবার শুধু মৃত সৈন্যদের সম্পূর্ণ দেহ পরিবহন করেছিল, দ্বিতীয়বার যেসব সৈন্যদের মৃতদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল তাদের পরিবহন করেছিল।

পূর্ব আফ্রিকায় এভাবেই ইসলামের শত্রুদের অন্তিরে কাঁপন সৃষ্টি করে যাচ্ছে আশ-শাবাবের ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা, আর তারা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন আরও একটি সফল ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠার দিকে।

এবার প্রকাশ্যে হিন্দুদের তলোয়ার কেনার উসকানি দিলো উগ্র হিন্দু নেত্রী

স্মার্টফোনের খরচ বাঁচিয়ে প্রত্যেক হিন্দুকে একটি করে তলোয়ার কেনার উসকানি দিয়েছে ভারতের হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) নেত্রী সাধ্বী সরস্বতী।

রবিবার (১২ ডিসেম্বর) কর্ণাটকের উদুপি জেলায় একটি অনুষ্ঠানে সন্ত্রাসী হিন্দু মহিলাটি এ কথা বলেছে। ঐ উগ্রবাদী সরস্বতীর বক্তব্যটির ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়।

ভিডিওতে হিন্দুদের উদ্দেশে ঐ সন্ত্রাসী নারী বলে, ‘আমি আপনাদের অনুরোধ করছি, আপনারা যদি স্মার্ট ফোনের পেছনে লাখ লাখ রুপি খরচ করতে পারেন, ২৫ হাজার রুপি খরচ করে কম্পিউটার, ক্যামেরা ইত্যাদি কিনতে পারেন, তবে এক হাজার রুপি দিয়ে তলোয়ার কিনে ঘরে রাখাও জরুরি। আমাদেরকে আমাদের মা (গরু)-কে রক্ষা করতে হবে। যদি আমরা আমাদের মা (গরু)-কে রক্ষা করতে না পারি, তবে আমাদের লজ্জায় মরে যাওয়া উচিত।’

ভারতে গরু রক্ষার নামে মুসলিমদেরকে নির্মম নির্যাতন ও পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ব্যাপকভাবে বেড়েছে, এমনকি এই অজুহাতে মুসলিম নারীদের ধর্ষণ পর্যন্ত করা হচ্ছে।

ক্ষমতাসীন বিজেপি এবং হিন্দুত্ববাদী দলগুলোর উগ্র নেতা-নেত্রীরাই মূলত এসব মুসলিমবিদ্বেষী অপরাধের পেছনে জড়িত। যার আরও একটি প্রমাণ এই উগ্র হিন্দু নেত্রী সরস্বতীর বক্তব্য। এর আগেও বিজেপির অনেক নেতার মুখেই গরু নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিতর্কিত ও উগ্রবাদী মন্তব্য শোনা গেছে।

সেই সুরেই তাল মিলাতে গিয়ে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সরস্বতী আরও একটি হাস্যকর দাবি করেছে। সে বলেছে, তার জন্ম হয়েছে গরুর গোয়ালে। তার ভাষায়, ‘যে দিন আমার জন্ম হয়, সে দিন থেকেই আমার জীবনে দু’টি উদ্দেশ্য। প্রথমত, ভগবান রামের মন্দির নির্মাণ, আর ভারতে গরু জবাই বন্ধ করা।’

এছাড়াও এই সন্ত্রাসী হিন্দু নেত্রী ভারতের ইতিহাসের মহান যোদ্ধা টিপু সুলতানের প্রশংসাকারীদেরকে জাতিবিরোধী হিসেবে আখ্যা দিয়েছে। সে বলেছে, ‘কর্ণাটকে কিছু জাতিবিরোধী টিপু সুলতানের প্রশংসা করে। আমাদের উচিত তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা।’ মুসলিমদের বীরত্বের ইতিহাস একেবারেই বরদাস্ত করতে পারেনা উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা।

6
8

এভাবে সমগ্র ভারতেই মুসলিমবিদ্বেষ উসকে দেওয়ার ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে উগ্র হিন্দু নেতা-নেত্রীরা। বিভিন্ন অজুহাতে মুসলিমদের উপর গণহত্যা শুরু করা এবং সাধারণ হিন্দুদেরকেও ভুলভাল বুঝিয়ে মুসলিম গণহত্যায় শামিল করাই তাদের উদ্দেশ্য বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞগণ।

তথ্যসূত্র:
১. Sadhvi Saraswati urges Hindus to buy and carry swords to protect cows, Dec 13, 2021, Times now News;https://tinyurl.com/mwde8ddw

১৪ই ডিসেম্বর, ২০২১

টিটিপির হামলার টার্গেট এবার গাদ্দার পাকি প্রশাসনের রাজধানী ইসলামাবাদ, নিহত ৪ গাদ্দার

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদেও এবার সাফল্যের সাথে হামলা চালাচ্ছেন দেশটির জনপ্রিয় ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান। দলটির সাথে দেশটির গাদ্দার প্রশাসন চুক্তি লঙ্ঘন করায় এখন পূর্বের চেয়ে আরও বেশি আক্রমণাত্মক হামলা চালাচ্ছেন টিটিপির প্রতিরোধ যোদ্ধারা।

স্থানীয় সূত্রের খবরে বলা হয়েছে, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক চুক্তি লঙ্ঘন করার পর প্রথমবারের মত গত (১৩/১২) রাতে রাজধানীতেও প্রশাসনের উপর হামলা চালিয়েছেন তাঁরা।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান কর্তৃক সোশ্যাল মিডিয়ায় দেওয়া এক বিবৃতি অনুযায়ী, রাজধানী ইসলামাবাদ সংলগ্ন রাওয়ালপিন্ডি শহরের কেন্দ্রস্থলে সামরিক বাহিনীর একটি টহলদলকে টার্গেট করে এই হামলাটি চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। হামলায় পাকিস্তান প্রশাসনের এক অফিসারসহ ৪ গাদ্দার সদস্য নিহত হয়েছে।

“৭১ এর যুদ্ধে ভারত বিজয়ী হয়েছে”: হিন্দুত্ববাদী প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ

পাকিস্তানের জালিম শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে মুক্তি পেতে ১৯৭১ সালে যুদ্ধ করেছিলেন বাংলাদেশের মানুষ। সেই যুদ্ধে বাংলাদেশের সাধারণ মুসলিমরা নিজেদের রক্ত বিলিয়ে দিয়ে জয় লাভ করেন।

কিন্তু প্রতিবেশী হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র ভারত বাংলাদেশের এই জয়কেও নিজেদের জয় বলে দাবি করেছে বার বার। তাদের হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন বাংলাদেশ ভারতেরই অংশ। তারা অবশ্য এমনটাই আসা করেছিল।

6
9

১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারত জয়ী হয়েছিল বলে সেই একই মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছে ভারতের হিন্দুত্ববাদী প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। রোববার দেশটির রাজধানী নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া গেটে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে বিজয় এবং ভারত-বাংলাদেশের কথিত বন্ধুত্বের ৫০ বছর স্মরণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছে সে।

সে বলেছে, “১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধের ‘স্বর্ণিম বিজয় বর্ষ’র ‘বিজয় পর্ব’ উদযাপন করতে আজ আমরা সবাই ইন্ডিয়া গেটে সমবেত হয়েছি। এই উৎসবটি ভারতীয় সেনাবাহিনীর গৌরবময় বিজয়কে স্মরণ করিয়ে দেয়; যা দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস ও ভূগোল- উভয়ই বদলে দিয়েছে।”

সন্ত্রাসী রাজনাথ আরও বলেছে, “আজকের দিনে আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সৈন্যের সাহসিকতা, বীরত্ব ও আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা জানাই। যার কারণে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারত জয়ী হয়। ভারত সবসময় সেই সব সাহসী হৃদয়ের আত্মত্যাগকারী সৈন্যদের কাছে ঋণী থাকবে।”

ভারতের উগ্র হিন্দু নেতারা বারবার বাংলাদেশের মুসলিমদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত জয়কে নিজেদের জয় বলে উল্লেখ করছে। কিন্তু ভারতের গোলাম বাংলাদেশ সরকার এই ব্যাপারে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না। যেন ভারতের সেবাদাস হয়ে থাকতেই এদেশের মানুষ যুদ্ধ করেছিলেন!

বাংলাদেশে অনেক চেতনাধারী আছে, যারা কথিত একাত্তরের চেতনার কথা এদেশকে ধর্মহীন রাষ্ট্র বানাতে চায়, আবার অসাম্প্রদায়িকতার কাল্পনিক শ্লোগান তুলে এদেশের সমাজকে হিন্দুয়ানী আদলে সাজাতে চায়। তারা এমনকি পতাকা টাঙানোর নিয়ম নিয়েও মামলা ঠুকে দেয় সাধারণ মুসলিমদের নামে। অথচ আজ যখন ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা তাদের চেতনার স্বাধীনতাকে নিজেদের অরজন বলে প্রকাশ্য ঘোষণা দিচ্ছে, তখন এই চেতনাওয়ালার একেবারে চুপ হয়ে আছে, তাদের 'গুরুজন'দের বিরুদ্ধে টু'শব্দটি পর্যন্ত তারা করছে না।

উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে যুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে পাকিস্তান নামক এক জালিম থেকে মুক্ত হয়ে ভারত নামক আরো ভয়ানক জালিমের কবলে পড়েছে বাংলাদেশের মানুষ। স্বাধীনতার ধোঁকা দিয়ে পরাধীনতার শিকলে বন্দী করা রাখা হয়েছে মুসলিমদের, যে ঘোষণা এখন তারা প্রকাশ্যেই দিচ্ছে।

তথ্যসূত্র :

১। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত জয়ী হয়েছে : ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী https://tinyurl.com/ycydr6yu

জাতিসংঘের সামরিক ঘাঁটিতে আল-কায়েদার হামলায় হতাহত ৭, পুড়ল ৩ তাবু

সোমালিয়ায় ক্রুসেডার জাতিসংঘের 'আমিসোম' সামরিক বাহিনীর ঘাঁটিতে একে একে ৩০টি রকেট হামলা চালিয়েছেন ইসলামি প্রতিরোধ বাহিনী আল-কায়েদার পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ শাবাব। ফলে ক্রুসেডার বাহিনীর মধ্যে ব্যাপক হতাহতের ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

7
0

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১১ ডিসেম্বর শনিবার দুপুররে সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর মাহাদাই জেলায় একটি সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে একে একে ৩০টি সফল রকেট হামলা চালিয়েছেন মুজাহিদগণ। যাতে ঘাঁটির ভিতরে অবস্থিত দখলদার বাহিনীর ৩ টি তাবু পুড়ে যায়। এসময় ঘাঁটিতে থাকা ৪ ক্রুসেডার সৈন্য নিহত এবং আরও ৩ ক্রুসেডার সৈন্য আহত হয়েছে।

শাহাদাহ্ নিউজের তথ্য অনুযায়ী মুজাহিদদের হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হওয়া সামরিক ঘাঁটিটি ছিল কুফ্ফার জাতিসংঘের AMISOM সামরিক বাহিনীর। যাদের বেশিরভাগ সৈন্যই বুরুন্ডিয়া থেকে এসেছে।

এদিকে গত সপ্তাহে, একই রাজ্যে দখলদার AMISOM সামরিক বাহিনীর ঘাঁটিতে বেশ কয়েকটি মারাত্মক হামলাও চালিয়েছিলেন মুজাহিদগণ। যাতে অনেক দখলদার ক্রুসেডার সৈন্য ও তাদের রক্ষায় নিয়োজিত সোমালি গাদ্দার সৈন্য হতাহত হয়েছিল।

১৩ই ডিসেম্বর, ২০২১

সৌদি আরবে কেন নিষিদ্ধ করা হলো তাবলিগ?

সৌদি আরবের কুখ্যাত শাসকগোষ্ঠী ‘ভিশন ২০৩০’ নামে একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র করার মিশন এটি। আর সেই মিশনের কুপ্রভাবকে আরও কার্যকর করতে বৈশ্বিক দাওয়াহভিত্তিক সংগঠন ‘তাবলীগ’ ও অন্যান্য ইসলাম প্রচারকারী সংগঠনকে সৌদি আরবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে পশ্চিমাদের দালাল আলে সৌদ শাসকগোষ্ঠী।

৬ই ডিসেম্বর সোমবার আলে সৌদ সরকারের কথিত ইসলাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক টুইট বার্তায় জানানো হয় যে, সৌদি আরবে তাবলিগ ও ‘দাওয়াহ’ গ্রুপের সঙ্গে সম্পৃক্ততা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর বিরুদ্ধে জুমুআর খুতবায় যেন আলোচনা করা হয়।

টুইটটিতে তাবলিগ জামাআতকে আমেরিকার সুরে সুর মিলিয়ে ‘সন্ত্রাসবাদ’-এর কেন্দ্র এবং সমাজের জন্য ক্ষতিকর বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

আমেরিকার গোলাম আলে সৌদ সরকার যখন পবিত্র ভূমিতে বেহায়াপনা ছড়াতে হলিউড-বলিউডের নায়ক-নায়িকাদের দিয়ে অশ্লীলতার কনসার্ট করে, অর্ধনগ্ন নারীদের নাচায়, এদের দৃষ্টিতে এগুলো সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয় না। বরং তাদের মত- মুসলিম সমাজ নাকি এসব নোংরামির চর্চা করলে আধুনিক হয়। আর তাবলিগ জামাতের মতো ইসলাম প্রচারকারী দলগুলো যখন মুসলিম যুবক-যুবতীদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান করেন, তখন সেটা তাদের দৃষ্টিতে সমাজের জন্য ক্ষতিকর।

পশ্চিমাদের এই দালালরা মূলত আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র ভূমিকে অপবিত্র করার ‘ভিশন ২০৩০’ এর যে মিশন নিয়ে নেমেছে, তা সফল করতে পথের সব কাঁটা দূর করতে চায়। আর যেহেতু ইসলাম

7
1

প্রচারকারী ব্যক্তি ও সংগঠনগুলোই তাদের পথে কাঁটা হয়ে রয়েছে, এজন্যই জালিম আলে সৌদ সরকার বিগত বছরগুলোতে হক্বপন্থী বহু উলামায়ে কেরামকে কারাগারে বন্দী করেছে এবং আমেরিকার সুরে সুর মিলিয়ে ‘সন্ত্রাসবাদের’ মিথ্যা অভিযোগ তুলে বহু ইসলামি সংগঠনকে নিষিদ্ধ করেছে।

আর এখন তারা তাবলীগ-জামাতের মতো সংগঠনকেও নিষিদ্ধ করলো, যারা তাদের ভাষায় অহিংস হিসেবে পরিচিত ছিল এতদিন। উলামায়ে হক্কানী তাই বলছেন যে, ইহুদি-খ্রিস্টান জোটের পদলেহন করতে করতে এই আলে-সৌদ প্রশাসন এতটাই ইসলামবিদ্বেষী হয়ে উঠেছে যে, ইসলামের সামান্য নিশানাটুকুও এখন আর সহ্য করতে পারছে না।

ইসলামের বিরুদ্ধে আলে সৌদ সরকারের এই ভয়াবহ চক্রান্তের ব্যাপারে সারাবিশ্বের মুসলিম জনসাধারণ ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। এই ক্ষোভ যখন বিদ্রোহের রূপ নেবে তখনই হয়তো টনক নড়বে পশ্চিমাদের দালাল এই শাসকগোষ্ঠীর, আর আশা পূরণ হবে ইহুদি-খ্রিস্টান জোটের।

তথ্যসূত্র:
-----

১. আলে সৌদ সরকারের ইসলামি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের টুইট লিংক: https://bit.ly/3m0r9nd
২. Indian superstar Salman Khan’s Da-Bangg tour to dazzle Riyadh Season, 10 December 2021, Arab News; https://bit.ly/33iFSDv
৩. Justin Bieber Goes Ahead With Saudi Arabia Concert After Calls to Boycott, 6 December 2021, billboard; https://bit.ly/3pU7GFW

দেশে দেশে ইসলাম বিদ্বেষ: মাথায় হিজাব, শিক্ষিকার চাকরি হারালেন কানাডিয়ান মুসলিম

ন্যাশনাল কাউন্সিল অব কানাডিয়ান মুসলিমস (এনসিসিএম) এর তথ্য অনুসারে, মুসলিমরা কানাডায় ইসলাম বিরোধী মনোভাবের শিকার হচ্ছেন। দিনে দিনে কানাডায় মুসলিমদের ওপর হামলার ঘটনাও বেড়েছে।

হিজাব পরায় ফাতেমা আনোয়ারী নামে এক মুসলিম নারী শিক্ষককে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিতর্কিত প্রাদেশিক আইনের ওপর ভিত্তি করে ধর্মীয় পোশাক পরায় তার বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ফাতেমা আনোয়ারী ছিলেন ফরাসি ভাষাভাষী কানাডার প্রদেশ কুইবেকের চেলসি এলেমেন্টারি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষক। তাকে স্থায়ী চাকরির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি সে পদে যোগ দিয়ে দায়িত্ব পালন শুরুও করেছিলন। যোগ দেওয়ার মাত্র একমাস পর আনোয়ারীকে ওই স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল বলেন, হিজাবের কারণে তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আনোয়ারী একটি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, সত্যি কথা বলতে, ওই মুহূর্তে আমি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম। এটি মেনে নেওয়া খুবই কষ্টকর ছিল।

7
2

কুইবেকে বিল ২১ অনুযায়ী, অধিকাংশ সরকারি কর্মকর্তা, নার্স, শিক্ষক, পুলিশ সদস্যরা দায়িত্ব পালনের সময় কোনো ধরনের ধর্মীয় প্রতীক সম্বলিত পোশাক পরতে পারবেন না। এসবের মধ্যে রয়েছে— পাগড়ি, হিজাব, ক্রস ও টুপি।

বিশ্লেষকদের মতে, এ আইন মুসলিম নারীদের চাকরি ও ধর্মীয় বিধান দু’টি থেকে একটিকে বেছে নেওয়ার মতো পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। অথচ এই পশ্চিমারাী ব্যক্তিস্বাধীনতার বুলি সবচেয়ে বেশি আওড়ায়! আফগান নারীদের স্বাধীনতার কথা বলে আফগানের ইসলামি ইমারতের সমালোচনা করলেও, তাদের দেশেই নারীদের শালীন পোশাক পরতে বাঁধা দেয় এই দ্বিমুখীনীতির ধারকেরা।

তথ্যসূত্র:

১। হিজাব পরায় চাকরি হারালেন মুসলিম শিক্ষিকা

https://tinyurl.com/ysrhf5sk

আটক করে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়ার পর রাতভর নির্যাতন, সকালে লাশ

বাংলাদেশের গাদ্দার প্রশাসন ও গুন্ডা বাহিনীগুলোর হাতে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এমন মুসলিমের সংখ্যা অগণিত। আবার অনেকেই এ জালেমদের জুলুমে শহীদ হয়ে গেছেন। সঠিক বিচার ব্যবস্থা বা তদন্ত না হওয়ায় পুলিশী হেফোজতে মৃত্যুর সংখ্যা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

এবার সাতক্ষীরা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজতে নির্যাতনে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ওই ব্যক্তির নাম বাবুল সরদার (৫৫)। রোববার ভোরে তার লাশ উদ্ধার করা হয়। নিজেদের অপকর্ম আড়াল করতে বাবুল আত্মহত্যা করেছে বলে পুলিশ দাবি করলেও স্বজনরা বলছেন, রাতভর নির্যাতনে তার মৃত্যু হয়েছে।

বাবুল দেবহাটা উপজেলার বসন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা। বাবুল সরদারের মেয়ে সুলতানা মুন্নী বলেন, "গত শনিবার সকাল ১০টায় ৪-৫ জন লোক তাদের বাড়িতে যান। এ সময় তারা এক নারীকে ঘরের ভেতরে পাঠিয়ে ফেন্সিডিল রেখে আসেন। পরে ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে তারা তার বাবাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে ৪৫ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক দেখায়।"

ওই সময় ঘর তল্লাশি করে ৩৫ হাজার টাকাও তারা নিয়ে যান বলে অভিযোগ মুন্নীর। তিনি আরও বলেন, "বাবাকে হাতকড়া পরিয়ে সাতক্ষীরায় নিয়ে যাওয়া হয়। কোনো টাকা-পয়সা নেননি মর্মে একটি ভিডিও করেন ওই ব্যক্তিরা। পরে সাতক্ষীরা ডিবি কার্যালয়ে নিয়ে নির্যাতন চালানো হয়। একপর্যায়ে মৃত্যু হলে রোববার সকালে মাকে যেতে বলা হয়। ডিবি কার্যালয়ে গেলে আমাদের জানানো হয়, কোমরে থাকা সুতালী (ঘুনসি) দিয়ে বাবা আত্মহত্যা করেছেন। সেখানেও একটি কাগজে স্বাক্ষর নেওয়া হয়। যাতে তারা নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে পারে।"

এর আগেও বিভিন্ন সময়ে মুসলিমকে মাদক ব্যবসী সাজিয়ে হত্যা করেছে এই গাদ্দার প্রশাসন। অবশ্য পরে আসল তথ্য বেড়িয়ে আসলেও, মুসলিমদের

7
3

ট্যাক্সের টাকায় পালিত ঐ গুন্ডাবাহিনীর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়না দালাল সরকার।

কিন্তু ইসলামি শরিয়াহ ব্যবস্থা না থাকায় এই মানবতার দুশমন সরকারি গুন্ডারা মানবরচিত সংবিধানের নানা রকম ফাঁকফোকড় দিয়ে বেড়িয়ে নতুন কোন অপরাধে মেতে উঠে।।

তথ্যসূত্র:

১। আটক করে ডিবি কার্যালয়ে নেওয়ার পরদিন সকালে লাশ

https://tinyurl.com/4cyhw62j

বেনিনে ফের আল-কায়েদার হামলা, নিহত ২ শত্রুসেনা, আহত অসংখ্য

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বেনিনে আল-কায়েদার ধারাবাহিক হামলায় ভেঙে পড়েছে দেশটির সীমান্তের সামরিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা। একদিনের হামলায় ফের ২ সেনা নিহত এবং অসংখ্য সেনা আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১০ ডিসেম্বর শুক্রবার, বুরকিনা ফাঁসোর সাথে বেনিন সীমান্তের কাছে দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর উপর একটি কনভয়ে সফল হামলা চালিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর বীর যোদ্ধারা। তাদের বরকতময় এই সফল হামলায় দেশটির ঐ গাদ্দার সেনাদের হতাহতের ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

বেনিন সেনাবাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ কর্নেল ফ্রুক্টুয়েক্স গবাগুইদি এক বিবৃতিতে বলেছে যে, গেলো ৪ দিনে পর পর জিহাদিদের (ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধা) দ্বারা আমাদের সেনাদের উপর ৩টি হামলা চালানো হয়েছে, যার সর্বশেষটি আলিবোরি এলাকায় টহলরত একটি সামরিক কনভয়কে লক্ষ্য করে হয়েছিল। যাদে কমপক্ষে দুই সেনা নিহত হয়েছে।

ঐ গাদ্দার কমান্ডার আরো যোগ করেছে যে, এর আগের সপ্তাহেও তিনবার জিহাদিরা (ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা) হামলা চালিয়েছেন।

কর্নেল ফ্রুক্টুয়েক্স সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে, আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিনের বীর যোদ্ধাদের দ্বারা পরিচালিত সাম্প্রতিক এই হামলার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

আশ-শাবাবের বীরত্বপূর্ণ হামলায় ৬ মন্ত্রীসহ নিহত ১১ এরও বেশি ক্রুসেডার

আল-কায়েদা পূর্ব আফ্রিকা শাখা হারাকাতুশ-শাবাবের ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধারা সোমালিয়ায় দখলদার ও গাদ্দার বাহিনীর উপর ২ টি বীরত্বপূর্ণ

7
4

হামলা চালিয়েছেন বলে জানা গেছে। যার একটিতেই দেশটির ৬ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হতাহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ১১ ডিসেম্বর শনিবার দক্ষিণ সোমালিয়ার একটি দুর্দান্ত সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন। যাতে হার্শাবেলী প্রশাসনের ১ সংসদ সদস্য ও নির্বাচন কমিটির ১ সদস্য নিহত হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছে হার্শাবেলী প্রশাসনের ২ জন ডিপুটি ও প্রতিমন্ত্রী গাবো। এছাড়াও এই হামলায় আহত হয়েছে দেশটির ১ গোয়েন্দা অফিসার ও অপর ১ সেনা কমান্ডার।

শাহাদাহ্ এজেন্সীর তথ্যমতে, হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা তাদের বীরত্বপূর্ণ এই অভিযানটি চালিয়েছেন শাবেলী রাজ্যের জোহার শহরে।

অপরদিকে একই রাজ্যের মাহদায়ী শহরে এদিন আরও একটি সফল অভিযান চালিয়েছেন হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন। যাতে ক্রুসেডার বুরুন্ডিয়ান সামরিক বাহিনীর ৪ সৈন্য নিহত এবং আরও ১ সৈন্য আহত হয়েছে।

ফিলিস্তিনি বন্দীদের উপর ইসরাইলি নির্যাতন, বন্ধ হবে কবে?

দখলদার ইসরাইল ফিলিস্তিনি বন্দীদের উপর যে দমন নিপীড়ন চালাচ্ছে তা মানব ইতিহাসে নজিরবিহীন। গত ১৫ জুন, ২০১৬ সন্ত্রাসী ইসরাইল আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্য সংস্থা, ওয়ার্ল্ড ভিশনের গাজা শাখা পরিচালক মোহাম্মেদ আল হালাবিকে গাজার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের অর্থ যোগানদাতা হিসেবে কাজ করার ভুয়া অভিযোগে গ্রেফতার করে।

ওয়ার্ল্ড ভিশন ও অস্ট্রেলিয়ান সরকার কর্তৃক তদন্তে অভিযোগটি মিথ্যা প্রমাণিত হওয়া স্বত্বেও ইসরাইল জিজ্ঞাসাবাদের নামে ৫২ দিন বন্দী রেখে মোহাম্মেদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়।

নির্যাতিত মোহাম্মেদের পিতা খলিল আল হালাবি জানান, ইসরাইলি গোয়েন্দা অফিসাররা তার পুত্রের মাথার উপর নোংরা ব্যাগ রেখে তাকে দীর্ঘদিন ছাদের সাথে ঝুলিয়ে রাখে।

মোহাম্মেদকে ঘুমাতে দেয়া হতো না। জ্ঞান হারানো অবধি ইসরাইলি সৈন্যরা প্রতিনিয়ত তার শরীরে বিশেষতঃ যৌনাঙ্গে কিল-ঘুষি মারতো ও পা দিয়ে আঘাত করতো। ছোট্ট কুঠুরিতে মোহাম্মেদকে বন্দী রেখে কানে অসহ্য ব্যাথা অনুভবের আগ পর্যন্ত উগ্র ইহুদী সৈন্যরা অতি উচ্চ ডেসিবলে মিউজিক চালিয়ে দিতো। গ্রীষ্মকালে বর্বর সৈন্যরা তাকে নগ্ন করে গরম বাতাসের ঝলকানি দিতো, আর প্রচন্ড শীতে তার উপর চালানো হতো ঠান্ডা বাতাসের নির্যাতন।

আর এভাবেই পাঁচ বছরেরও অধিক সময় ধরে মজলুম মোহাম্মেদ ইসরাইলি কারাগারে বন্দী জীবন কাটাচ্ছেন।

শুধু মোহাম্মেদই নন, আন্তর্জাতিক আইন তোয়াক্কা করে ইসরাইলি কারাগারে বন্দী ফিলিস্তিনের উপর এভাবেই চলে বিচিত্র কায়দায় পাশবিক নির্যাতন।

7
5

হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে, ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করে নিতে ১৯৬৭ সাল থেকে সন্ত্রাসী ইসরাইল লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনবাসীকে বিচারবহির্ভূতভাবে গুম, হত্যা ও বন্দী করে নির্যাতন চালিয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

When will Israel stop torturing Palestinian prisoners?

https://tinyurl.com/2p8tfjcn

চুক্তি লঙ্ঘন করায় হামলার তীব্রতা বাড়িয়েছে টিটিপি, তিন দিনে অন্তত ২৫ গাদ্দার সেনা হতাহত

পাকিস্তান সরকার যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘন করায় দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ বাড়িয়েছে তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি)। টিটিপি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে যে, সামরিক বাহিনীর উপর তাদের এসব আক্রমণ আরও তীব্র হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাকিস্তান সরকারের সাথে টিটিপির যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর গত ৯ ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত সামরিক বাহিনীর উপর ৭টি পৃথক হামলা চালিয়েছেন টিটিপির মুজাহিদগণ। টিটিপির এসব আক্রমণগুলো বাজোর এজেন্সী, উত্তর ওয়াজিরিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানের উপজাতীয় অঞ্চল এবং খাইবার পাখতুনখোয়া অঞ্চলের বান্নু ও ট্যাঙ্ক জেলায় অবস্থিত সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন চেকপোস্ট, টহলরত শত্রু কাফেলা ও চৌকিগুলো টার্গেট করে পরিচালিত হয়েছিল।

আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যম ও টিটিপির মুখপাত্রের একাধিক টুইট বার্তার সূত্রে জানা গেছে যে, মুজাহিদদের এসব বীরত্বপূর্ণ হামলায় অন্তত ২৫ সেনা ও পুলিশ সদস্য হতাহত হয়েছে।

শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠার এই লড়াইয়ে পাকিস্তানের গাদ্দার সামরিক বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে টিটিপির এসব বীরত্বপূর্ণ সফল হামলা আল্লাহর অনুগ্রহে অব্যাহত থাকবে বলেও আশা করা হচ্ছে।

শত্রুবাহিনীর পলায়ন, সংঘর্ষ ছাড়াই আরো ২টি শহর আশ-শাবাবের নিয়ন্ত্রণে

সোমালিয়ায় ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধাদের ভয়ে ২টি শহর ছেড়ে পালিয়েছে পশ্চিমা সমর্থিত গাদ্দার সামরিক বাহিনী। ফলে কোনো যুদ্ধ ছাড়াই শহরগুলো প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

আঞ্চলিক সূত্র জানিয়েছে যে, গত ১২ই ডিসেম্বরে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন সোমালিয়ার

7
6

মাতবান অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোতে অবস্থিত দেশটির গাদ্দার সামরিক বাহিনীর একাধিক অবস্থানে অভিযান চালিয়েছেন। ফলে পশ্চিমাদের গোলাম সামরিক বাহিনীর সদস্যরা সড়কগুলোর নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে হারাকাতুশ শাবাব যোদ্ধাদের ভারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পরিচালিত এই হামলার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের বিভিন্ন শহরে। এতে পশ্চিমা ক্রুসেডার ও সেক্যুলার তুরস্কের প্রশিক্ষিত কাপুরুষ সোমালি সৈন্যরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে অভিযানের নিকটস্থ ২টি শহর 'বিরজাদাদ এবং বা 'আদা' শহরের নিরাপত্তায় নিয়োজিত গোলাম সৈন্যরা শহরগুলো ছেড়ে পালিয়ে যায়। আর হারাকাতুশ শাবাবের সশস্ত্র বাহিনী শহর দুটি কোনো যুদ্ধ ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে নেন।

সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী , হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন শহর দুটির উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার পর , মাতাবান অঞ্চলের আশপাশের সকল এলাকার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। বর্তমানে মাতাবানের কেন্দ্রীয় শহর অবরোধ করে অভিযান পরিচালনা করছেন মুজাহিদগণ। আল্লাহর অনুগ্রহে হয়তো কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে মাতাবানের পুরো এলাকাই চলে আসবে হারাকাতুশ শাবাবের বীর যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে।

৪২০০ পরিবারকে খাদ্য , বস্ত্র ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করল তালিবান

আফগানিস্তানে ইসলামিক ইমারত প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে নবগঠিত তালিবান সরকার দেশটির অভাবী ও দরিদ্র পরিবারগুলোকে সর্বাত্মক সহায়তা করে যাচ্ছেন।

پنجشیر کې له ۵۰۰ ارمنو کورنیو سره
د خوراکي توکو مرسته وشوه
@rtapashto @rtapashto @rtapashto @rtapashto

এমনিভাবে হেলমান্দ প্রদেশের 'আইআরসি' শরণার্থী বিষয়ক বিভাগের সহযোগিতায়, প্রদেশটির নওজাদ জেলার ৬০০ অভাবী পরিবারকে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি পরিবারকে ২৬০০০ আফগান অর্থ দেওয়া হয়েছে৷

7
9

১২ই ডিসেম্বর, ২০২১

যুদ্ধবিরতি শেষে পাক-তালিবানের প্রথম হামলা: অফিসারসহ নিহত ২

8
0

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার টাঙ্ক জেলায় দেশটির গাদ্দার পুলিশ বাহিনীর উপর একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে এক পুলিশ অফিসারসহ ২ গাদ্দার সদস্য নিহত এবং অন্য ১ গাদ্দার আহত হয়েছে।

হামলার সত্যতা নিশ্চিত করে, জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (ডিএইচও) ডাঃ এহসানউল্লাহ জানিয়েছে যে, মোটরসাইকেলে আরোহী সশস্ত্র ব্যক্তিরা টহলরত পুলিশ সদস্যদের টার্গেট করে হামলাটি চালিয়েছে। আহত ও নিহত গাদ্দার পুলিশ সদস্যদের হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

জেলা পুলিশ অফিসার (ডিপিও) দম্ভ প্রকাশ করে বলেছে যে, হামলাকারীদের খুঁজে বের করার জন্য অনুসন্ধান অভিযান শুরু করা হয়েছে।

পাকিস্তানে ইসলামিক শরিয়াহ্ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে দীর্যদিন যাবত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)। এনিয়ে সম্প্রতি তাঁরা সরকারের সাথেও বৈঠক এবং এক মাসের একটি যুদ্ধবিরতিও পালন করেছেন।

কিন্তু পাকিস্তান সরকার যুদ্ধবিরতি উপেক্ষা ও আলোচনাকে অবজ্ঞা করায় টিটিপি'র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা পূণরায় লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছেন। সেই ধারাবাহিতায় তাঁরা আজকে টাঙ্ক জেলায় তাদের প্রথম আক্রমণ চালিয়েছেন।

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসনী (হাফি:) তাঁর এক টুইট বার্তায় হামলার সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন।

ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের রায় দেয়ার পর মদ্যপান উৎসব করেছিল গগৈসহ বিচারপতিরা

হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীদের নিয়োগকৃত রঞ্জন গগৈসহ অন্যান্য বিচারকরা অন্যায়ভাবে মুসলিমদের বাবরি মসজিদের জায়গায় রাম মন্দির নির্মাণের রায় দিয়েছে। যেখানে এক আল্লাহর তাওহিদের ঘোষণা দেওয়া হত, এক আল্লাহকে সেজদা করা হত, সেখানে শিরকি রাম মন্দির নির্মাণ মুসলিম উম্মাহর অন্তরের রক্তক্ষরণকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

অতি সম্প্রতি সামনে এসেছে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের সেই সাবেক বিচারপতি তথা রাজ্যসভার সদস্য রঞ্জন গগৈয়ের আত্মজীবনী। এই আত্মজীবনী সামনে আসার সাথে সাথেই সোশ্যাল সাইটে শুরু হয়েছে সমালোচনা। ঐ আত্মজীবনী থেকে যে ছবি সামনে এসেছে তাতে দেখা গেছে, অযোধ্যার বাবরি মসজিদ রায় দেওয়ার পর ওই সময়কার প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ ও অন্য চার বিচারপতির উদযাপনের ছবি।

গগৈ আত্মজীবনীতে জানিয়েছে, ৯ সেপ্টেম্বর গুরুত্বপূর্ণ ওই মামলার রায় ঘোষণার পর সুপ্রিম কোর্টের সচিব তাঁদের এক নম্বর কোর্টের বাইরে অশোক চক্রের নিচে ফটোসেশনের আয়োজন করেছিল। সন্ধ্যায় তার ডিভিশন বেঞ্চে থাকা অপর চার বিচারপতিকে নিয়ে গিয়েছিলে তাজ মানসিং হোটেলে। সেখানেই তাঁরা প্রথমে চাইনিজ খাবার খেয়েছিল। এরপর সেখানে থাকা

8
1

সবথেকে দামি মদ বেছে নিয়েছিল পান করার জন্য। গগৈ নিজে সবচেয়ে পুরনো বোতলটি বেছে নেয়।

নিজে পান করার সঙ্গে সঙ্গে বেঞ্চের অপর বিচারপতিদেরও মদ্যপান করিয়েছিল ঐ হিন্দুত্ববাদী বিচারক। গগৈয়ের নেতৃত্বাধীন ওই সাংবিধানিক বেঞ্চের অপর বিচারপতিরা ছিল বিচারপতি এস এ বোবদে, বিচারপতি অশোক ভূষণ, বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং বিচারপতি আবদুল নাজির।

উল্লেখ্য, রাম মন্দির মামলার রায় ঘোষণার পরই প্রধান বিচারপতির পদ থেকে অবসর নিয়েছিল গগৈ। তারপর শুরু হয় তাঁর নতুন পথ চলা। হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ তাঁকে রাজ্যসভায় মনোনীত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করে। যদিও গগৈয়ের এই মনোনয়ন নিয়ে দেশজুড়ে প্রবল সমালোচনা শুরু হয়। কারণ রাম মন্দির মামলার অন্যায়ভাবে হিন্দুদের পক্ষে রায় ঘোষণার পুরস্কার হিসেবে গগৈকে রাজ্যসভায় সদস্য করেছে মোদি সরকার।

রাজনৈতিক ভাষ্যকার অধ্যাপক অপূর্বানন্দ বলেছে যে উদযাপন করার পরিবর্তে, রায়টি দেয়ার আগে ব্যক্তিগতভাবে তাদের চিন্তা করা উচিত ছিল। কিভাবে এবং কেন এই রায় দেয়া হয়েছিল এবং কেন তারা এটি এড়াতে পারেনি। তারা কি সত্যিই এটা নিয়ে গর্বিত?

উল্লেখ্য, অনেক গবেষণার তথ্যেে উঠে এসেছিল যে, বাবরি মসজিদের নিচে কোন রাম মন্দির ছিল না, নীচে পুরনো মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়েছিল, যেটিকে সরকারি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বলে কাল্পনিক দাবি উত্থাপন করে, আর গগৈ'এর নেতৃত্বাধীন বিচারকদের বেঞ্চ সেই অলিক দাবির পক্ষে রায় দেয়।

অথচ বাব্রি মসজিদের পক্ষে শত শত সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা স্বত্বেও এই বিচারপ্রতিরা বৈষম্যমূলক রায় দিয়েছে, যার তীব্র সমালোচনা করেছে সাবেক হিন্দু বিচারপ্রতিরাও। তারা বলেছে, এ রায় সাক্ষ্য প্রমাণের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়নি। হিন্দুত্ববাদী শাসকদের খুশি করতে দেওয়া হয়েছে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা অন্যায়ভাবে বাবরি মসজিদ শহীদ করে দিয়েছিল, এর কোন বিচারও করা হয়নি।

তথ্য সূত্র:

১। Ranjan Gogai: রামমন্দির মামলার রায় দেওয়ার পর মদ পান করেছিলেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি https://tinyurl.com/4bra6btz
২। বাবরি মসজিদ রায় দেয়ার পর ৫-স্টার খানা ও মদ্যপান করেছিলেন গগৈসহ বিচারপতিরা!
https://tinyurl.com/2p8nzjzx
৩। https://tinyurl.com/4bra6btz

8
2

মহিমান্বিত রবের নিয়ামতে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন -জাপন করছেন সম্ভাব্য ইসলামিক ইমারত সোমালি মুসলিমরা

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব আল - মুজাহিদিনের অফিসিয়াল মিডিয়া শাখা , আল-কাতায়েব ফাউন্ডেশন থেকে "বিশ্বাসীদের জাগ্রত করুন " শিরোনামের ১০ মিনিটের একটি নতুন ভিডিও বার্তা প্রকাশ করা হয়েছে। বার্তাটিতে সোমালিয়ায় হিজরতকারী একজন সোয়াহিলি ভাষী মুজাহিদ সোমালিয়ার কিছু চিত্র তুলে ধরেন এবং মুসলিম যুবকদেরকে সোমালিয়ায় হিজরতে উৎসাহিত করেন।

কামান্দ হাশেম নামে উক্ত মুহাজির মুজাহিদ বলেন , "ইসলাম প্রিয় আমার ভাইয়েরা ! আমি আপনাদের নিকট কিছু বার্তা পাঠাতে চাই।

আমি বর্তমানে সোমালিয়ায় আছি , আপনারা দেখতে পাচ্ছেন , আমরা একটি বনের মাঝখানে আছি , যেখানে আমরা জিহাদে শরিক হওয়ার প্রশিক্ষণ নিচ্ছি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল , আমরা এই ভূমিতে বর্তমানে খুব সাধারণ জীবনযাপন করছি। মহান আল্লাহ্ তা 'আলা এখানে আমাদেরকে সব ধরণের রিজিক দিয়েছেন। আমরা এখানে কোমল পানীয়ও পাই , আমরা উট, ছাগল এবং বিভিন্ন হালাল পশুর গোস্ত দিয়ে আমাদের খাবার সম্পন্ন করি , এমনকি গরুর মাংসও।

আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন এখানে আমাদেরকে প্রতিদিনের জীবিকা নিয়ে চিন্তিত হতে হয় না।

তিনি যোগ করেছেন : আমরা জানি যে , নবীর সময়ে নবী (সা .) ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য মুসলিমদের একটি বিশাল বাহিনী সংগঠিত করেছিলেন , শুধুমাত্র একজন মুসলিম নারীকে ইহুদীরা অপদস্থ করেছিল।

আল্লাহর কসম যদি তাদের সময়ে এমনটা হতো ! যখন কাফেররা ফিলিস্তিন ও ইরাকসহ বিভিন্ন দেশে আমাদের মুসলিম ভাইদের আক্রমণ করেছে ?

SHEIKH ANWAR AL-'AWLAQI [MAY ALLAH HAVE MERCY ON HIM]
Siku moja baada ya vita vya Badri, mwanamke mmoja wa Kiislamu alienda sokoni mjini Madina, ambapo soko la mapambo lilikuwa chini ya mamlaka ya mayahudi.
Al-Kataib

আর আজকে ইসলামী বিশ্বে মুসলমানদের অবস্থা কেমন? যেখানে এই জাতীর পুরুষরা মুসলিম মহিলাদের রক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে কোন কম্পন বা তাদের শরিরে নড়চড় তৈরি হয় না। এরপর শাইখ আব্বাসীয় খলিফা আল-মুতাসিমের গল্প উল্লেখ করেছিলেন, যিনি একজন মহিলার ডাকে সাড়া দিয়ে তার উপর নির্যাতন চালানোর প্রতিবাদ করতে একটি বাহিনীকে রোমানদের সাথে লড়াই করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন।

খোলা জায়গায় নামাজ সহ্য করা হবে না বলে হুমকি: হরিয়ানার উগ্রপন্থী মুখ্যমন্ত্রী

ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিম বিদ্বেষের কারণে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান নামায আদায়ে বাধা দিয়ে আসছে বহু দিন যাবত। এতদিন শুধু বিদ্রুপ করলেও এখন আত্রমণাত্মক হয়ে উঠছে।

নামাযকে ইস্যু বনিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মুসলিমদের উপর হামলা চালাচ্ছে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা।

এব্যাপারে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী (সিএম) মনোহর লাল খাট্টার বলেছে, উন্মুক্ত স্থানে নামাজ পড়া "সহ্য করা হবে না।"

গত শুক্রবার ১০ ডিসেম্বর, গুরুগ্রামের সেক্টর ৩৭ এ বেশ কয়েকটি হিন্দু দল কয়েক ঘণ্টা যাবত মুসলিম বিরোধী স্লোগান দিয়ে আক্রমণান্তক হয়ে উঠে।

গুরুগ্রামে গত বেশ কয়েকটি শুক্রবারে নামাজের ক্রমাগত ব্যাঘাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে ঐ উগ্রবাদী খাট্টার বলেছে, “আমরা পুলিশ এবং জেলা প্রশাসককে বলেছি যে, এই সমস্যার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রকাশ্যে এই

8
5

ধরনের অভ্যাস হওয়া উচিত নয়, খোলা জায়গায় নামাজ পড়ার এই প্রথা, এটা বরদাস্ত করা হবে না।”

ভারতজুড়ে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে অধিকাংশ হকপন্থী আলেম মনে করছেন যে, হিন্দুত্ববাদীরা গায়ে পরে উস্কানি দিয়ে যেকোনো অজুহাতে মুসলিম গণহত্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে উথেপরে লেগেছে।

তথ্যসূত্র:

১। Namaz in Open Spaces 'Will Not Be Tolerated': Haryana CM Manohar Lal Khattar https://tinyurl.com/355w7pet
২। ভিডিও লিংক –https://tinyurl.com/ye23j37u

৩। Gurugram Muslim Council Rejects ‘Suspicious’ Deal, Will Continue To Offer Namaz https://tinyurl.com/2p8zeweb
৪। Gurugram: Hindu Right-Wing Groups Raise Anti-Muslim Slogans at Namaz Site Again https://tinyurl.com/2p8c77td

'পাকিস্তান তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেনি', তাই যুদ্ধবিরতি আর নয়: পাক-তালিবান

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তান (টিটিপি) ঘোষণা করেছে যে, যুদ্ধবিরতি চুক্তির মেয়াদ আর বাড়ানো হবে না, কেননা পাকিস্তান প্রশাসন তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি, বরং তারা চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘন করেছে।

টিটিপি জানিয়েছে যে, পাকিস্তান সরকার চুক্তির শর্ত অনুযায়ী দল গঠন এবং আলোচনা শুরু করেনি। এক মাসের যুদ্ধবিরতির শর্তে যেসকল বন্দী মুজাহিদ সদস্যদেরও মুক্ত করার কথা ছিল তাদেরকেও মুক্তি দেওয়া হয়নি।

সেই সাথে গাদ্দার সামরিক বাহিনী যুদ্ধবিরতির সময়েও বিভিন্ন স্থানে হামলা চালিয়েছে। বেশ কয়েকজন মুজাহিদকে শহীদ ও বন্দী করা হয়েছে। তাই পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সাথে আমরা এক মাসের যুদ্ধবিরতি শেষে করার ঘোষণা করছি।

টিটিপির মুখপাত্র মোহাম্মদ খোরাসনী হাফিজাহুল্লাহ্ গত ৯ ডিসেম্বর এক মাসের যুদ্ধবিরতি শেষে দীর্ঘ একটি বিবৃতি জারি করেছিলেন। যেখানে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, সর্বসম্মতিক্রমে আমাদের মাঝে এই চুক্তি হয়েছিল যে, এক মাসের যুদ্ধবিরতি বিনিমেয়ে পাকিস্তান সরকার আমাদের বন্দীদের মুক্তি দিবে এবং ইমারতে ইসলামিয়ার মধ্যস্থতায় বন্দী মুক্তিদের আমাদের কাছে হস্তান্তর করবে। সেই সাথে শান্তি আলোচনার জন্য একটি কমিটি গঠন করবে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনী যুদ্ধবিরতির সময়ের মধ্যে এসবের কিছুই বাস্তবায়ন করেনি।

8
6

বিপরীতে যুদ্ধবিরতি চলাকালীন পাকিস্তান সামরিক বাহিনী গান্দাপুর, লাক্কি মারওয়াত, সোয়াত, বাজোর, দির এবং সোয়াবিতে অভিযান চালিয়ে মুজাহিদদের আত্মীয়দেরকে শহীদ করেছে। এখানেই তারা ক্ষান্ত থাকেনি বরং ৪ জন বন্দীকেও শহীদ এবং একজনকে মুক্তি দেওয়ার পর পূণরায় গ্রেফতার করেছে। এছাড়াও তারা দির এবং বাজোরে নতুন ফ্রন্ট খুলেছে।

বিবৃতিতে তিনি সোয়াত ও দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তান চুক্তির কথা উল্লেখ করে অতীতে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীকে দায়ী করেন।

বিবৃতি শেষে তিনি বলেন, "এখন পাকিস্তানের জনগণকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কারা দেশে শান্তি ও ইসলাম চায়না, কারা চুক্তির শর্ত বাস্তবায়ন করেনা - টিটিপি নাকি পাকিস্তানি সেনা ও প্রশাসন?"

সর্বশেষ তিনি বলেন, এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতি অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়।

এদিকে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের মুখপাত্র-মুহতারাম জাবিহুল্লাহ মুজাহিদ হাফিজাহুল্লাহ্ গতকাল একটি সাক্ষাতকারে বলেছেন যে, "পাকিস্তান সরকার ও এর ব্যবস্থাপনা ইসলামিক নয়, এটি এমন একটি ব্যবস্থা যা আফগানিস্তানে গত দুই দশক ধরে ছিল। মুলত পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের কাছে ইসলামের কোনো গুরুত্ব নেই।"

যুদ্ধবিরতি শেষে পাক-তালিবানের প্রথম হামলা: অফিসারসহ নিহত ২

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার টাঙ্ক জেলায় দেশটির গাদ্দার পুলিশ বাহিনীর উপর একটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে এক পুলিশ অফিসারসহ ২ গাদ্দার সদস্য নিহত এবং অন্য ১ গাদ্দার আহত হয়েছে।

হামলার সত্যতা নিশ্চিত করে জেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (ডিএইচও) ডাঃ এহসানউল্লাহ জানিয়েছে যে, মোটরসাইকেলে আরোহী সশস্ত্র ব্যক্তিরা টহলরত পুলিশ সদস্যদের টার্গেট করে হামলাটি চালিয়েছে। তার মতে, আহত ও নিহত গাদ্দার পুলিশ সদস্যদের হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

জেলা পুলিশ অফিসার (ডিপিও) হামলার কথা শিকার করে দম্ভোক্তি করেছে যে, হামলাকারীদের খুঁজে বের করার জন্য অনুসন্ধান অভিযান শুরু করা হয়েছে।

পাকিস্তানে ইসলামিক শরিয়াহ্ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে দীর্যদিন যাবত সংগ্রাম করে যাচ্ছেন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি)।

এনিয়ে সম্প্রতি তাঁরা সরকারের সাথেও বৈঠক করেছেন এবং এক মাসের একটি যুদ্ধবিরতিও পালন করেছেন। কিন্তু পাকিস্তান সরকার যুদ্ধবিরতি ও আলোচনাকে অবজ্ঞা করায় টিটিপি'র ইসলামি প্রতিরোধ যোদ্ধারা পূণরায় লড়াইয়ের পথ বেছে নিয়েছেন। সেই ধারাবাহিতায় তাঁরা আজকে টাঙ্ক জেলায় তাদের প্রথম আক্রমণটি চালিয়েছেন।

8
7

তেহরিক-ই-তালিবান পাকিস্তানের মুখপাত্র- মোহাম্মদ খোরাসনী (হাফি:) তাঁর এক টুইট বার্তায় হামলার সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন।

কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের হামলায় ২ পুলিশ নিহত

পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি সামরিক উপস্থিতি ভূস্বর্গ কাশ্মীরে। হিন্দুত্ববাদী গণহত্যা বাস্তবায়নে সেখানে দখলদার সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করে যাচ্ছে স্থানীয় গাদ্দার পুলিশ বাহিনী।

এরা সব মিলে উপত্যকার মুসলিমদের জন-জীবনকে অতীষ্ট করে তুলেছে। অন্যায়ভাবে যুবকদের গ্রেফতার ও হত্যা করছে। মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করছে।

সীমিত পরিসরে হলেও সেখানকার তাওহীদবাদী মুসলিমরা হিন্দুত্ববাদী আগ্রাসন ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, যা দিন দিন ব্যাপকতা লাভ করছে।

এবার বান্দিপোড়ায় গুলশান চক এলাকায় শুক্রবার সকালে পুলিশের একটি দলকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় গেরিলারা। আর এতেই মারা যায় ২ গোলাম পুলিশ। নিহত একজন হল সার্জেন্ট মুহাম্মদ সুলতান আরেকজন কনস্টেবল ফৈয়াজ আহমেদ।

উল্লেখ্য, কদিন আগেই হিন্দুত্ববাদী তিন বাহিনীর চিফ বিপিন রাওয়াতসহ ১৪ জন হেলিকপ্টার ধ্বংস হয়ে মারা গেছে।

তথ্যসূত্র:

১।কাশ্মীরে স্বাধীনতাকামীদের হামলায় ২ পুলিশ নিহত

https://tinyurl.com/bddfswyv

১০ই ডিসেম্বর, ২০২১

"মুসলিমদের উচিত মাথুরা মসজিদের জায়গা হিন্দুদের দিয়ে দেওয়া" : উগ্র হিন্দুত্ববাদী প্রতিমন্ত্রী স্বরূপ শুকলা

এবারে মাথুরায় মুসলিমদের মসজিদ নিয়ে মন্তব্য করলো উত্তর প্রদেশের সাংসদীয় প্রতিমন্ত্রী আনন্দ স্বরূপ শুকলা। তার ভাষ্যমতে মাথুরা হচ্ছে তাদের কথিত কৃষ্ণ ভগবানের জন্মভূমি। আর এখানে 'সাদা গম্বুজ' মাথুরার প্রতিটি হিন্দুদের চোখে আঘাত করে। তাই মুসলিমদের উচিত হিন্দুদের কাছে মসজিদের জায়গা হস্তান্তর করে দেওয়া। এমন সময় অবশ্যই আসবে যখন মুসলিমদেরকে এই কাজ করতেই হবে।

8
8

তার কথা শুধু একটি উক্তিই নয় বরং এটি একটি হুমকি। মাথুরায় মুসলিমদের শাহী ঈদ্গাহ মসজিদ নির্মিত হয় ১৭শ শতাব্দীতে মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব এর আমলে। বাবরী মসজিদকে ধ্বংসের সময় যেমন তারা অজুহাত দেখিয়েছিলো যে সেখানে কথিত ভগবান রামের মন্দির আছে এবং সেটি তাদের ভগবানের জন্মভূমি, ঠিক তেমনই এখন তারা অজুহাত দেখাচ্ছে শাহী ঈদ্গাহ মসজিদ এর ব্যাপারে। এটা নাকি তাদের ভগবান কৃষ্ণের ভূমি! কয়দিন পর হয়তো তারা দিল্লির জামা মসজিদকে বলবে, তাদের অমুক দেবতার জন্মস্থান! এভাবে তাদের লক্ষ কোটি কল্পিত দেবতার জন্মস্থান হিসেবে লক্ষ কোটি মসজিদ ভাঙ্গার চেষ্টা চালাবে।

বিশ্লেষকদের মতে, উগ্র হিন্দুরা এখন যেকোনো মসজিদের জায়গাকে তাদের কোনো না কোনো কল্পিত ভগবানের জন্মভূমির নাম করে সেই মসজিদ ভেঙে দিতে চায়। কথাটি আরও স্পষ্ট হয় উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিজেপি নেতা লক্ষ্মী নারায়ণ চৌধুরীর একটি কথায়। কিছুদিন আগে সে বলেছে, "কৃষ্ণ মন্দির যদি মাথুরায় নির্মিত না হয়, তাহলে কোথায় নির্মিত হবে? লাহোরে?"।

তথ্যসূত্র:
১. Hindutva Watch- UP minister says Muslims should ‘hand over’ Mathura mosque to Hindus; https://tinyurl.com/yckkukb7

আল-আক্বসা মসজিদ প্রাঙ্গণে গত ৮ দিনে ১,৮১৬ দখলদার ইহুদির অনুপ্রবেশ

দিন যতোই অতিবাহিত হচ্ছে, দখলদার ইহুদিদের আল আক্বসা মসজিদ প্রাঙ্গণে বিচরণ আশংকাজনক হারে বাড়ছে। সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গত ৮ দিনে ১,৮১৬ অভিশপ্ত ইহুদি মুসলিমদের প্রথম ক্বিবলা মসজিদুল আক্বসার মুবারকতম প্রাঙ্গণকে কুলষিত করেছে। ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ জেরুজালেমভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম ‘আল কাসতাল’ জানায়, ইহুদিদের শিরকি হানুক্কাহ উৎসবকে ঘিরে উগ্র ইহুদিরা আল আক্বসা মসজিদে প্রবেশ করে মোমবাতি প্রজ্বলনের চেষ্টা করেছে। কেউ কেউ মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট করে হট্টগোলে মেতে উঠেছে। তাদের উৎসবের দিনগুলোতে ইসরাইলি সৈন্যদের প্রহরায় দখলদার ইহুদিদের পবিত্র আল আক্বসায় বিয়ের উদযাপন করতেও দেখা যায়।

উল্লেখ্য, জারজ রাষ্ট্র ইসরাইল মুসলিম উম্মাহর আপত্তি ও জনরোষ উপেক্ষা করে গত ২০০৩ সাল থেকে আল আক্বসায় ইহুদিদের প্রবেশের অনুমতি দিয়েছে। ইসরাইলি পুলিশ-প্রশাসন মসজিদুল আক্বসায় ইহুদিদের প্রবেশ নির্বিঘ্ন করলেও, নবীদের স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র মসজিদটিতে মুসলিমদের প্রবেশে প্রতিনিয়ত বাধা প্রদান করে থাকে।

সূত্রঃ 1816 extremist Israeli settlers broke into the Al-Aqsa Mosque in 8 days, watchdog says, https://qudsnen.co/?p=32423

8
9

মালিতে জাতিসংঘের কনভয়ে আল-কায়েদার হামলা; নিহত ৭, গুরুতর আহত অন্তত ৩ সেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে দখলদার জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষীদের একটি সামরিক কনভয়ে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে দখলদার জাতিসংঘের ১০ সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে। বিবরণ অনুযায়ী, পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতে কুফরের রাজ্য প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত জাতিসংঘের কথিত শান্তিরক্ষী মিশন (MINUSMA) এর অধীনস্ত টোগোর গাদ্দার সৈন্যদের একটি সামরিক কনভয় মালির মোপ্তি রাজ্যে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হামলার শিকার হয়েছে। গত বুধবার (৮ ডিসেম্বর) এই হামলার ঘটনা ঘটে।
গাদ্দার সৈন্যদের কনভয়টি মোপ্তি রাজ্যের বান্দিগাড় এলাকায় রাস্তার পাশে পুঁতে রাখা বোমা বিস্ফোরণের শিকার হয়েছিল। বিস্ফোরণটি এমন সময় ঘটে যখন কনভয়টি ভারি অস্ত্রসহ ডুয়েন্টাজা থেকে সেভারে যাচ্ছিল। আর এতেই ৭ দখলদার সৈন্য নিহত এবং আরও ৩ সৈন্য গুরুতর আহত হয়।

দখলদার জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিচ হামলা ও হতাহতের এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। সেই সাথে কুফ্ফার সংঘটির মহাসচিব আন্তোনিও হুতেরেস এবং MINUSMA এর প্রধান আল-ঘাসিম ওয়ান বরকতময় এই হামলায় নিজেদের কষ্ট পাওয়ার কথা জানিয়েছে।

এদিকে মালির কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলোতে বিশেষ করে মোপ্তি রাজ্যে সবচাইতে বেশি সক্রিয় রয়েছেন আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন (জেএনআইএম)। তাই স্থানীয় গণমাধ্যমগুলো অনুমান করছে যে, বরকতময় এই হামলাটি আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ যোদ্ধারা চালিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, ২০১২ সাল থেকে মালিতে প্রতিষ্ঠিত হতে যাওয়া সম্ভাব্য ইসলামিক ইমারতকে দমানোর জন্য আগ্রাসন চালায় দখলদার পশ্চিমা দেশগুলো। কিন্তু মুজাহিদদের দুর্বার যুদ্ধকৌশলের কাছে বার বার পরাজিত হয় দখলদার ও গোলাম সৈন্যরা। পরে এই যুদ্ধে সরাসরি সামরিকভাবে অংশগ্রহণ করে ক্রুসেডার ফ্রান্সের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক কুফ্ফার বাহিনী। দীর্ঘ ৯ বছর ধরে এই ক্রুসেডার বাহিনী মালিতে একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ কায়েম করে রেখেছে। মুসলিমদের উপর চালানো হয়েছে সবরকম জুলুম-নির্যাতন, হত্যা আর লুণ্ঠন। কিন্তু কুফ্ফার বাহিনীর শত জুলুমের পরেও দমে যাননি দেশটির তাওহিদবাদী মুসলিমরা। তাঁরা কুফ্ফার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন এবং শরিয়াহ্ শাসন ফিরিয়ে আনতে মুজাহিদদের কাতারে যুক্ত হয়েছেন।

মুজাহিদদের সাথে জনগণের এই সম্পৃক্ততা কুফ্ফার বাহিনীগুলোকে আরও কঠিন পরিস্থিতে ফেলে দেয়। এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে কাফেররা নতুন চেহারায় মালিতে প্রবেশ করে। তারা বিশ্বকে বুঝানোর চেষ্টা করে যে, তারা মালিতে শান্তি ফেরানোর জন্য কাজ করছে। আর এই কথিত শান্তি ফেরানোর অজুহাতে দেশটিতে প্রবেশ করে দখলদার জাতিসংঘের প্রায় ১৬ হাজার ৬শত সৈন্য।
আলহামদুলিল্লাহ্, মুজাহিদগণ কুফ্ফার জাতিসংঘের এই চক্রান্তকেও জনসম্মুখে নিয়ে আসেন এবং এই কুফ্ফার সংঘের সৈন্যদের উপরও মুজাহিদগণ ধারাবাহিকভাবে সফল হামলা চালাতে থাকেন।

9
0

আশ-শাবাব প্রতিষ্ঠিত 'কর্ডোবা ইসলামিক স্টাডিজ ইনস্টিটিউট' থেকে গ্র্যাজুয়েটদের ১১তম ব্যাচ

আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদিন তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলগুলোতে শিক্ষার প্রতি খুবই জোড় দিচ্ছেন। তাঁরা গুরুত্ব দিয়ে ইসলামিক রাজ্যগুলোতে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

শিক্ষা কার্যক্রম বিস্তারের ধারাবাহিতা বজ্য রেখে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন মুসলিমদের থেকে হারিয়ে যাওয়া স্পেনের ঐতিহাসিক কার্ডোবা নামে 'কর্ডোবা ইসলামিক স্টাডিজ ইনস্টিটিউট'। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি আশ-শাবাব নিয়ন্ত্রিত সোমালিয়ার জালাজদুদ রাজ্যের এলবুর শহরে অবস্থিত।

সম্প্রতি এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির ১১ তম ব্যাচ থেকে অনেক শিক্ষার্থী স্নাতক হয়েছেন। আর এসব গ্র্যাজুয়েট শিক্ষার্থীদের সম্মানে একটি উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন শিক্ষাকমিশন। অনুষ্ঠানে জালাজদুদ রাজ্য প্রধান, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মানীত ব্যক্তিবর্গ এবং শিক্ষার্থীদের অভিভাবক ও ইসলামিক রাজ্যের অনেক কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এলবুর জেলায় অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানের কয়েকটি ছবি নিচে দেখুন -

https://alfirdaws.org/2021/12/10/54532/

মসজিদুল আকসায় ইহুদি ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলক ভ্রমণের নির্দেশনা

এবার দখলদার ইসরাইল ইসলামের অন্যতম পবিত্র স্থান আল-আকসায় ইহুদি ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলক ভ্রমণের নির্দেশনা জারি করেছে।

মিডলইস্ট আই এক অনলাইন প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয় ইসরাইলের শিক্ষা কারিকুলামে এতোদিন জেরুজালেম ও আল-আকসা মসজিদের ইতিহাস পাঠ ঐচ্ছিক ছিল, এখন থেকে তা বাধ্যতামূলক করা হবে।

ইহুদিরা পবিত্র আল-আকসা মসজিদকে মনে করে তাদের কথিত টেম্পল মাউন্ট। তারা মাসজিদুল আকসা ভেঙ্গে টেম্পল মাউন্ট নির্মাণ করতে চায়। আর এ জন্যই তাদের সন্তানদের মসজিদুল আকসা, জেরুজালেম ও ইহুদিদের ইতিহাস পাঠ বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নিতে চলেছে দখলদার ইহুদিরা।

ইসরাইলি সংসদ 'নেসেট' গত নভেম্বরের শেষদিকে এ সম্পর্কিত একটি নির্দেশনা জারি করে। তাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের আল-আকসা মসজিদ ভ্রমণ ও এর ইতিহাস পাঠ বাধ্যতামূলক করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

এ নির্দেশনা জারির পর মাত্র ৮ দিনে ১,৮১৬ ইহুদি পবিত্র আল-আকসা মসজিদটিতে ভ্রমণ করেছে। এ ঘটনা গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দেখছেন

9
1

বিশেষজ্ঞরা। কেননা বর্বর ইহুদিদের সকল ষড়যন্ত্র-ই সুদূরপ্রসারী। গত কয়েকটি ঘটনায় দেখা যায় ইসরাইল যখনই কোন না কোন কূটকৌশল অবলম্বন করেছে এর আগে থেকেই এ কাজ শুরু করেছে।

https://archive.org/download/aqsa2/aqsa2.png

গত রমজান মাসে গাজায় হামলা এর একটি অন্যতম প্রমাণ। হামলার আগে মুসলিমদের উসকানি দিতে বার বার নামাজরত মুসল্লীদের হামলা চালানো হয়েছিল।

এছাড়াও জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে নতুন ইহুদি বসতি গড়ে গড়ে তোলার জন্য বহু আগে থেকেই ফিলিস্তিনিদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস শুরু করেছিল। সম্প্রতি ইসরাইল আরও ৩ হাজার নতুন বসতি নির্মাণের ঘোষণা দেয়।

ইসরাইলের এ কূটকৌশল শেষ পর্যন্ত কী হতে পারে তা যে কোন মুসলিমের কাছেই অনুমেয়। তবে আশংকার বিষয় হচ্ছে ইসরাইল যখন আল-আকসা ভেঙে টেম্পল মাউন্ট নির্মাণের স্বপ্ন দেখছে, মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা তখন পাবজি-ফ্রি ফায়ার খেলায় মত্ত আছে।

তথ্যসূত্র:
======

১। Israel parliament pushes for school trips to al-Aqsa to learn about Jewish heritage-https://tinyurl.com/m2nt3xwd

২। 1816 extremist Israeli settlers broke into the Al-Aqsa Mosque in 8 days, watchdog says-https://tinyurl.com/mrxy75fu

পশ্চিম আফ্রিকা | বুর্কিনা-ফাঁসোর তৃ-সীমান্ত শহর বিজয় করে নিয়েছেন আল-কায়েদা মুজাহিদিন

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বুর্কিনা-ফাঁসো, বেনিন ও টোগোর গুরুত্বপূর্ণ তৃসীমান্ত শহর 'নাদিয়াগৌ' তে এখন শাসন চলছে আল-কায়েদার।

বিবরণ অনুযায়ী, গত ০৩/১২/২০২১ তারিখ ভোরে বুর্কিনা-ফাঁসোর গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত শহর নাদিয়াগৌ-র নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম' এর বীর যোদ্ধারা। শহরটি আল-কায়েদা যোদ্ধাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি পশ্চিম আফ্রিকার ৩টি দেশের (বেনিন, টোগো ও বুর্কিনা-ফাসো) সীমান্তকে একত্রিত করেছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায় যে, বেশ কিছুদিন ধরেই শহরটিতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে লড়াই করে যাচ্ছিল আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী 'জেএনআইএম'এর মুজাহিদগণ। তবে নভেম্বর শেষ দিকে শহরটি পরিপূর্ণরূপে অবরোধ করে ফেলেন তাঁরা এবং ২৯ নভেম্বর সরকারি বাহিনীকে লক্ষ্য করে শহরটিতে ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা অভিযান চালান

9
2

আল-কায়েদা যোদ্ধারা। ঐদিনের হামলায় শহরটিতে সরকারি বাহিনীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারেই ভেঙে পড়ে, কেননা সেদিন জেএনআইএম যোদ্ধারা শহরের কেন্দ্রস্থলের বাহিরে থাকা সমস্ত চেকপোস্ট, কোস্টগার্ড ও পুলিশ স্টেশন ধ্বংস ও নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয়।

মুজাহিদদের দুর্দান্ত এই হামলার পর যুদ্ধের মনোবল হারায় সামরিক বাহিনী। অপরদিকে শহরের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা 'সেকেন্ড ফোর্স' তাদের সকল পোস্ট ছেড়ে পালিয়ে যায়। ফলে ৩ ডিসেম্বর ভোরের হামলার পর অল্পসময়ের মধ্যেই পুরো শহর ও অনুষঙ্গিক স্থানসমূহ আল-কায়েদার প্রতিরোধ যোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।

উল্লেখ্য যে, ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর বীর মুজাহিদরা শহরটিতে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির পর থেকে সীমান্তের অপরাপর দেশগুলোতেও হামলা চালাতে শুরু করেছেন। যার ধারাবাহিতায় তাঁরা ১লা ডিসেম্বর সকালে এবং ২ ডিসেম্বর রাতে প্রতিবেশি দেশ বেনিনে ২টি হামলা চালিয়েছেন। এর কিছুদিন আগে তাঁরা টোগোতেও বীরত্বপূর্ণ হামলা চালিয়েছেন। এসব হামলায় অসংখ্য গাদ্দার সেনা ও পুলিশ সদস্য নিহত ও আহত হয়েছিল।

০৯ই ডিসেম্বর, ২০২১

জায়নিস্ট আগ্রাসন | মসজিদুল আকসায় ইহুদি ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলক ভ্রমণের নির্দেশনা

এবার দখলদার ইসরাইল ইসলামের অন্যতম পবিত্র স্থান আল-আকসায় ইহুদি ছাত্র-ছাত্রীদের বাধ্যতামূলক ভ্রমণের নির্দেশনা জারি করেছে।

মিডলইস্ট আই এক অনলাইন প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয় ইসরাইলের শিক্ষা কারিকুলামে এতোদিন জেরুজালেম ও আল-আকসা মসজিদের ইতিহাস পাঠ ঐচ্ছিক ছিল, এখন থেকে তা বাধ্যতামূলক করা হবে।

ইহুদিরা পবিত্র আল-আকসা মসজিদকে মনে করে তাদের কথিত টেম্পল মাউন্ট। তারা মাসজিদুল আকসা ভেঙ্গে টেম্পল মাউন্ট নির্মাণ করতে চায়। আর এ জন্যই তাদের সন্তানদের মসজিদুল আকসা, জেরুজালেম ও ইহুদিদের ইতিহাস পাঠ বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ নিতে চলেছে দখলদার ইহুদিরা।

ইসরাইলি সংসদ 'নেসেট' গত নভেম্বরের শেষদিকে এ সম্পর্কিত একটি নির্দেশনা জারি করে। তাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের আল-আকসা মসজিদ ভ্রমণ ও এর ইতিহাস পাঠ বাধ্যতামূলক করার নির্দেশনা দেয়া হয়।

এ নির্দেশনা জারির পর মাত্র ৮ দিনে ১,৮১৬ ইহুদি পবিত্র আল-আকসা মসজিদটিতে ভ্রমণ করেছে। এ ঘটনা গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। কেননা বর্বর ইহুদিদের সকল ষড়যন্ত্র-ই সুদূরপ্রসারী। গত

9
3

কয়েকটি ঘটনায় দেখা যায় ইসরাইল যখনই কোন না কোন কূটকৌশল অবলম্বন করেছে এর আগে থেকেই এ কাজ শুরু করেছে।

https://archive.org/download/aqsa2/aqsa2.png

গত রমজান মাসে গাজায় হামলা এর একটি অন্যতম প্রমাণ। হামলার আগে মুসলিমদের উসকানি দিতে বার বার নামাজরত মুসল্লীদের হামলা চালানো হয়েছিল।

এছাড়াও জেরুজালেম ও পশ্চিম তীরে নতুন ইহুদি বসতি গড়ে গড়ে তোলার জন্য বহু আগে থেকেই ফিলিস্তিনিদের বাড়ি-ঘর ধ্বংস শুরু করেছিল। সম্প্রতি ইসরাইল আরও ৩ হাজার নতুন বসতি নির্মাণের ঘোষণা দেয়।

ইসরাইলের এ কূটকৌশল শেষ পর্যন্ত কী হতে পারে তা যে কোন মুসলিমের কাছেই অনুমেয়। তবে আশংকার বিষয় হচ্ছে ইসরাইল যখন আল-আকসা ভেঙে টেম্পল মাউন্ট নির্মাণের স্বপ্ন দেখছে, মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা তখন পাবজি-ফ্রি ফায়ার খেলায় মত্ত আছে।

তথ্যসূত্র:
======

১। Israel parliament pushes for school trips to al-Aqsa to learn about Jewish heritage-https://tinyurl.com/m2nt3xwd

২। 1816 extremist Israeli settlers broke into the Al-Aqsa Mosque in 8 days, watchdog says-https://tinyurl.com/mrxy75fu

বাংলাদেশ সীমান্তে গুলিবর্ষণ: কোনো সদুত্তর দেয়নি হিন্দুত্ববাদী বিএসএফ

ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার বেউরঝাড়ী কোম্পানির সদর দফতর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত-সন্ত্রাসী বাহিনী বিএসএফ সদস্যরা অতর্কিত গুলিবর্ষণ করেছে। এতে সীমান্ত এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লে মানুষ নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন। ভারতীয় উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর থানার বড়বিল্লাহ ক্যাম্পের টহলরত হিন্দুত্ববাদী বিএসএফ সন্ত্রাসীরা এই গুলি চালিয়েছে।

দৈনিক নয়া দিগন্ত এলাকাবাসীর সূত্রে জানিয়েছে, বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার বেউরঝাড়ী কোম্পানি সদর দপ্তর ক্যাম্প সীমান্তের ৩৮০/৩ এস সাব পিলারের নিকট গতকাল বুধবার দুপুরে কোনো কারণ ছাড়াই ভারতীয় উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর থানার অন্তর্গত বড়বিল্লাহ ক্যাম্পের টহলরত বিএসএফ সদস্যরা বাংলাদেশের দিকে লক্ষ্য করে অতর্কিতভাবে কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলিবর্ষণ করে। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে বিকাল ৪টায় সীমান্তের জিরো পয়েন্টে উভয় দেশের কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে ঘণ্টাব্যাপী পতাকা বৈঠক

9
4

অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে হিন্দুত্ববাদী সীমান্ত-সন্ত্রাসী বিএসএফ গুলি বর্ষণের ঘটনাটির সন্তোষজনক কোনো উত্তর দিতে পারেনি।

উল্লেখ্য, গত ৫ই ডিসেম্বর ভোরে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্য নাগাল্যান্ডে বিএসএফ সীমান্ত-সন্ত্রাসী বাহিনী ১৪ জন শ্রমিককে গুলি করে খুন করেছে। এই শ্রমিকরা একটি কয়লা খনি থেকে কাজ শেষে পিক আপ ভ্যানে করে নিজেদের গ্রামে ফিরছিলেন। সেই সময় শ্রমিকদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় হিন্দুত্ববাদী সীমান্ত-সন্ত্রাসী বিএসএফ। এভাবে সীমান্ত রক্ষার নামে সীমান্তবর্তী গ্রামবাসীদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে হিন্দুত্ববাদী বিএসএফ সীমান্ত-সন্ত্রাসীরা।

তথ্যসূত্র :

১। বালিয়াডাঙ্গী সীমান্তে অতর্কিত গুলিবর্ষণের সদোত্তর দিতে পারেনি বিএসএফ
https://tinyurl.com/yckmvetz

বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে হিন্দুত্ববাদী ভারতের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফিরিস্তি

ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য নাগাল্যান্ডে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অন্তত ১২ জন গ্রামবাসী নিহত হয়েছে। অতিমাত্রায় মুসলিম বিদ্বেষে কারণে তাড়াহুড়া করতে গিয়ে 'ভুল করে' নিজেদের লোকদেরই হত্যা করেছে হিন্দুত্ববাদী বিএসএফ।

এপ্রিল মাসে আসাম-মিজোরাম সীমান্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর আবারো অভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটলো ভারতে।

তারা জানিয়েছে, নাগাল্যন্ডের মন জেলায় ওটিং গ্রামে ’সন্ত্রাসদমন অভিযান চালানোর সময় নিরাপত্তাবাহিনী গুলি চালায়। তাতেই মারা যান গ্রামবাসীরা। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় এক জওয়ানেরও মৃত্যু হয়েছে। গ্রামটি মিয়ানমার সীমান্তে অবস্থিত।

স্বরাষ্ট্র কমিশনার অভিজিৎ সিংহ সোমবার রাতেই দাবি করেছিলেন, নাগাল্যান্ডের ওটিংয়ে গত শনিবারের ঘটনার জন্য দায়ী সেনা কমান্ডোদের ‘ভুল খবর’ ও ‘নিয়ন্ত্রণহীন গুলিচালনা’।

পরে টিজিট পুলিশ তাদের এফআইআরেও লিখেছে, 'পুলিশকে কোনো খবর না দিয়েই কমান্ডোরা গ্রামবাসীদের আসার পথে ওঁত পেতে ছিল। গ্রামবাসীদের গাড়ি দেখেই তারা বিনা প্ররোচনায় গুলি করে লোক মেরেছে। গ্রামবাসীদের হত্যা বা জখম করাই ছিল সেনার উদ্দেশ্য।'

প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য উল্লেখ করে পুলিশ জানিয়েছে, প্রথম দফায় কমান্ডোরা ছয়জনকে গুলি করে মারে। এর পর তাদের লাশ আনতে গেলে সাত গ্রামবাসীকে হত্যা করে তারা। জখম করে ২২ জনকে। এর পরে কমান্ডোরা যথেচ্ছ গুলি চালাতে চালাতে আসামের দিকে পালায়।

9
5

জখমদের আরো একজন মারা যাওয়ায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১৭। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ছয় সপ্তাহের মধ্যে ওটিংয়ের ঘটনার রিপোর্ট দিতে বলেছে কেন্দ্র ও নাগাল্যান্ড সরকারকে।

রোববার সন্ধ্যায় সহিংসতায় সেখানে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে। আসাম রাইফেলসের ঘাঁটিতে আক্রমণ করতে গিয়ে প্রাণ হারায় ওই গ্রামবাসী।

আসাম রাইফেলসের তরফে একটি বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, ‘গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়েই সন্ত্রাসবাদীদের ধরতে ওটিং গ্রামে অভিযান চালায় সেনা জওয়ানরা।

তবে এই ব্যাপারে সর্ব মহল একমত যে, সেখানের নিহতরা হিন্দু না হয়ে মুসলিম হলে হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের নিশ্চিত সন্ত্রাসী বলে চালিয়ে দিত। যা বর্তমানে কাশ্মীরী মুসলিমদের সাথে হচ্ছে।

অন্যায়ভাবে নিরীহ মানুষকে হত্যা করার মত জঘন্য ঘটনা যেন জানাজানি না হয়, সে কারণে মন জেলাজুড়ে ইন্টারনেট এবং এসএমএস পরিষেবা আগেই বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। নির্দেশে বলা হয়েছে, হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকের মাধ্যমে যাতে কোনো খবর বা ছবি ছড়াতে না পারে সে কারণে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

ঠিক একাজটাই এতদিন কাম্মীরি মুসলিদের সাথে হয়ে আসছিল বিভিন্ন ট্যাগ লাগিয়ে তাওহিদবাদি মুসলিদের হত্যা করে, যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অকেজো করে দিত।
যাতে তাদের অপকর্মের কথা ছড়িয়ে না পড়ে।

তবে পরিস্থিতি ধামাচাপা দিতে মিডিয়া ও কর্তৃপক্ষ যত বাহানাই প্রচার করুক না কেন, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ আসাম ও খ্রিস্টান সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগাল্যান্ড রাজ্যের মধ্যে যে আন্তঃকোন্দল ও সীমানা বিরোধ চলে আসছে, এই ঘটনা তারই বহিঃপ্রকাশ বলে মন্তব্য করেছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা।

পূর্ব ভারতের খ্রিস্টান প্রধান রাজ্যগুলোর দীর্ঘদিনের স্বাধীনতা অর্জনের যে স্বপ্ন, তার প্রতিক্রিয়া হিসেবেও এই ঘটনা ইচ্ছাকৃতভাবে ঘতান হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছেন কেউ কেউ।

তথ্যসূত্র :

১। ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ, এফআইআর দায়ের নাগাল্যান্ড পুলিশের https://tinyurl.com/yckzhwpu

২। নাগাল্যান্ডে অভিযানে কেন গিয়েছিল সেনা https://tinyurl.com/mrxdz93b

৩। ফের উত্তেজনা নাগাল্যান্ডে, সেনা ঘাঁটিতে আক্রমণ গ্রামবাসীদের https://tinyurl.com/2p9d7p9k

নিহত হলো কাশ্মীরি মুসলিমদের হত্যাকারী নেতা বিপিন রাওয়াত

9
6

হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে কাশ্মীরি মুসলিমদের হত্যাকারী নেতা ভারতের প্রতিরক্ষাপ্রধান বিপিন রাওয়াত ও তার স্ত্রী এবং হেলিকপ্টারের আরোহী আরও ১১ কমান্ডো সেনা নিহত হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে ভারতের তামিলনাড়ুতে এই ঘটনা ঘটে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী বিপিন রাওয়াতের নেতৃত্বেই কাশ্মীরে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করা হয়। সে হিন্দুত্ববাদী সেনাদের মানবতাবিরোধী জঘন্য সব অপরাধের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কারে ভূষিত করতো। ২০১৯ সালের মে মাসে এক ভারতীয় মেজর কাশ্মীরের এক যুবককে গাড়ির সামনে বেঁধে রেখে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এই মানবতাবিরোধী অপরাধের স্বীকৃতিস্বরূপ পাষণ্ড ঐ মেজরকে উগ্র মুশরিক বিপিন রাওয়াত পুরস্কৃত করেছিল।

এছাড়া এই সন্ত্রাসী হিন্দু সেনা ২০২০ সালের জানুয়ারী মাসে কাশ্মীরি মুসলিম শিশুদের কথিত ‘মৌলবাদ নির্মূলকরণ’ ক্যাম্পে রাখার জন্য আহ্বান জানিয়েছিল।
২০১৯ সালের জানুয়ারিতে ভারতের প্রথম চিফ অব ডিফেন্স স্টাফের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বিপিন রাওয়াত জঘন্য সব অপরাধের নেতৃত্ব দিয়েছে। চিফ অব ডিফেন্স স্টাফ হিসেবে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রীর প্রধান সামরিক উপদেষ্টার দায়িত্বও পালন করতো বিপিন রাওয়াত। পাশাপাশি ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের পরামর্শকের দায়িত্বও পালন করতো সে। সে ছিল মোদির খুবই পছন্দের লোক।

তথ্যসূত্র:
১. https://bit.ly/3yhexxa

২. https://bit.ly/3DKb3o4

০৮ই ডিসেম্বর, ২০২১

হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করলো নরসিংহ আনন্দের 'রিজভি ভাই'

ওয়াক্ফ বোর্ডের সাবেক প্রধান এবং চরম ইসলাম বিদ্বেষী 'ওয়াসিম রিজভি' এতোদিন শুধু ইসলাম এবং আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'কে নিয়ে কটুক্তি করে আসছিলো। কিন্তু এতোদিন মুসলিম নামধারী হয়ে থাকলেও এবার সে ফিরলো নিজের আসল চেহারায়- ইসলামকে ত্যাগ করে পুরোপুরি হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হল সে।

হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার পর জ্যোতি নরসিংহ আনন্দের 'রিজভি ভাই' এখন 'জিতেন্দ্র নারায়ণ সিং ত্যাগী' নাম ধারন করেছে। গত নভেম্বর মাসে সে ইসলাম নিয়ে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিয়ে চরম বিদ্বেষমূলক একটি বই লিখে। সেই বই লেখার পর খোদ ইসলাম বিদ্বেষী আরেক সন্ত্রাসী 'জ্যোতি নরসিংহ আনন্দ' তার বইয়ের প্রচার কার্যে অংশ নেয়।

9
7

তার আগে সে সুপ্রিম কোর্টে ক্বুর'আন থেকে ২৬টি আয়াত বাদ দেবার জন্যে আপিল করেছিল।

হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার পর সে বলে, "আজ থেকে আমি কেবল হিন্দুত্ববাদের জন্য কাজ করব"। সাথে আরও দাবি করে যে অন্য কোনও ধর্মের হিন্দু ধর্মের মতো এতো গুণ নেই।

ওয়াসিম ছিলো শুধুই একজন 'এটেনশন সিকার'। সে বিজেপির পদ এবং অর্থের লোভে পড়েই এই ধরণের কাজ করেছে এতোদিন। কিন্তু মুসলিম নামধারী হবার কারণেই হয়তো বিজেপি তাকে তাদের দলে নিচ্ছিলো না। এখন পুরোপুরি হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত হবার পর হয়তো এখন সেই দরজাটাও খুলে গেলো মুখোশধারী এই ইসলাম বিদ্বেষী রিজভির।

বিশ্লেষকদের মতে, স্যেকুলারিজমের নামে হিন্দু সংস্কৃতির চর্চা করা ব্যক্তিদের আসল চেহারাটা এমনই। মুখে তারা ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বললেও, আসলে হিন্দুয়ানি সংস্কৃতির চর্চা করতে করতে তাদের মন-মনন বহু আগেই হিন্দুয়ানী হয়ে গেছে।

আবার অনেকেই বলছেন, রিজভির মতো পদ-পদবির সুযোগ পেলে বাংলাদেশের বারাকাত- গংরাও হয়তো একই কজ করবে।

তথ্যসূত্র:

১। CANINDIA- Renouncing Islam, Wasim Rizvi converts to Hinduism https://tinyurl.com/2u9893wk

মিডিয়া সন্ত্রাস | ইসরাইলের বিরুদ্ধে নিউজ করায় 'ডয়চে ভেলে'র ৫ সাংবাদিক বরখাস্ত

জার্মানির প্রধান আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ডয়চে ভেলে(ডিডব্লিউ) ইসরাইলের সমালোচনা করা পোস্টের জন্য দুই ফিলিস্তিনি নাগরিকসহ পাঁচজন আরব সাংবাদিককে বরখাস্ত করেছে।

বরখাস্ত হওয়া সাংবাদিকরা জর্ডান, লেবানন ও ফিলিস্তিনের। তাঁরা হলেন বাসেল আরিদি, দাউদ ইব্রাহিম, মুরহাফ মাহমুদ, মারাম মারাকা এবং ফারাহ সালেম।

জার্মান গণমাধ্যমে বলা হয়, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে যেসকল অভিযোগ আনা হয়েছে তা হলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিভিন্ন নিউজ শেয়ার করা সম্বলিত। এছাড়াও তাদের ব্যক্তিগত ব্লগ এবং আরবি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত পুরানো কিছু লেখা সম্পর্কিত।

অথচ তাদের শেয়ার করা বেশিরভাগ নিউজই দখলদার ইসরাইলের অপরাধ ও দখলদারিত্বের সমালোচনা সম্বলিত ছিল। লেখাগুলোর কিছু কিছু ২০০০ সালেরও আগের। তবে বেশিরভাগ লেখা সাংবাদিক নিজেরাই ডিলিট করে দিয়েছিল।

9
8

ডিডব্লিউ পত্রিকাটি ৫ ডিসেম্বর এক প্রতিবেদনে ঘোষণা দিয়েছিল যে, তারা রোয়া গ্রুপের (জর্ডান ভিত্তিক মিডিয়া সংস্থা) সাথে তাদের কার্যক্রম স্থগিত করেছে। কারণ হিসেবে উল্লেখ করছে যে, সংস্থাটি সামাজিক মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলিতে ইহুদিবিরোধী নিউজ প্রচার করে।

গত মে মাসে গাজায় সন্ত্রাসী ইসরাইলের আগ্রাসনের সময় 'ডয়চে ভেলে' আরবের সাংবাদিকদের কাছে একটি আভ্যন্তরীণ নির্দেশিকা প্রেরণ করেছিল। তাতে ইসরাইলের স্বার্থের বিরুদ্ধে যায় এমন নিউজ এবং ইসরাইলের নির্যাতনের নিউজ প্রচার করতে স্পষ্ট নিষেধ করেছিল।

ফিলিস্তিনের বিরুদ্ধে গিয়ে ইসরাইলের পক্ষে পক্ষপাতমূলক প্রতিবেদনের জন্য ডয়চে ভেলের দীর্ঘদিন ধরেই সমালোচিত। গণমাধ্যমের কর্মীদের বরখাস্তের মাধ্যমে জার্মানির কালো মুখোশ আবারও প্রকাশ্যে উন্মোচন হলো। আন্তর্জাতিক মিডিয়াগুলো বরাবরই মাজলুম ফিলিস্তিনিসহ গোটা মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে কাজ করছে, এমনটা বহুদিন ধরেই হকপন্থী আলিমরা জনিয়ে আসছেন।

তথ্যসূত্র:
=====

১। DW suspends 5 journalists over posts criticizing ‘Israel’- https://tinyurl.com/5adc2k3r

মুসলিম যুবকদের টার্গেট করে একের পর এক চলছে পুলিশি নির্যাতন

ভারতে হিন্দুত্ববাদী উগ্র জনতার পাশাপশি মুসলিমদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে পুলিশ। মুসলিম যুবকদেরকে থানায় নিয়ে গিয়ে চালানো হচ্ছে অমানবিক নির্যাতন। যেন কাশ্মীরের ছায়া নেমে এসেছে সমগ্র ভারতজুড়েই।

বেঙ্গারুরুতে তৌসিফ নামে এক মুসলিম যুবককে রাতে কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে আটক করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। সেখানে তার উপর চালানো হয় নির্মম নির্যাতন। তাকে ক্রিকেট ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে দাড়ি কেটে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী পুলিশ। জালেমদের অত্যাচারে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তাকে প্রস্রাব পান করতে বাধ্য করেছে।

কয়েকদিন আগে বেঙ্গালরুর কর্নাটকে সালমান (২২) নামের এক যুবককে চুরির অপবাদে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। এরপর পুলিশি হেফাযতে তার ওপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হলে তার এক হাট কেটে ফেলে দিতে হয়েছিল।

সালমানের ভাষায়, “আমাকে ভারথুর পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গিয়ে নির্মম ভাবে নির্যাতন করে তিনজন পুলিশ। বাধ্য হয়ে আমি তাদের কাছে তিনটি গাড়ীর ব্যাটারী চুরির স্বীকারোক্তি দেই…তারা আবার আমাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসে এবং আমি যেই অপরাধ করি নি সেই বিষয়ে স্বীকারোক্তি দিতে বলে।”

ভারতীয় মুসলিমরা মনে করেন, হিন্দুত্ববাদীরা মুসলিমদের উপর অত্যাচার করলেও তারা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পায়। তবে মুসলিমরা সেটা পায় না, আর অত্যাচারকারীদের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করে ন্যায় বিচার পাবার

9
9

আশাও এখন তাদের দ্বিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। চলমান ঘটনাগুলোই তার বাস্তব প্রমাণ।

এছাড়াও বিভিন্ন দাঙ্গার সময় পুলিশ সরাসরি হিন্দুত্ববাদীদের ভুমিকায় মাঠে নেমেছে, মুসলিমদের উপর গুলি চালিয়েছে, চালিয়েছে আটক অভিযান ও নির্যাতন।

তথ্যসূত্র:

১। ভিডিও লিংক:

https://tinyurl.com/2p9drk9c

মসজিদ অবমাননা: 'স্যাফরন' রঙ দ্বারা পরিবর্তন করলো উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা

এবারে বেনারসের একটি মসজিদকে 'স্যাফরন' রঙ দিয়ে মাখিয়ে দিলো উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা। আগামী ১৩ই ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী 'গুজরাটের কসাই' নরেন্দ্র মোদীর কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে সফর উপলক্ষে সেই রাস্তার একটি মসজিদকে 'স্যাফরন' রঙ দিয়ে রঙ করে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা।

সেই মসজিদ কমিটির একজন সদস্য জানায়, সেখানের রাস্তার সবকটি ভবনকেই হালকা গোলাপী রঙ দ্বারা রঙ করা হয়। পরবর্তীতে মসজিদ কমিটি এই বিষয়ে অপত্তি জানালে সেই মসজিদের রঙ পুনরায় সাদা করে দেওয়া হয়।

মসজিদ কমিটির অপর এক সদস্য বলেন, "মসজিদটি প্রথমে সাদা রঙের ছিলো। পরে তারা মসজিদ কমিটির সদস্যদের সাথে কোনও কথা না বলেই মসজিদ জাফরাং রঙ দিয়ে রঙ করে দেয়"। তিনি এটিকে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ হিসেবে আখ্যা দেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে এই বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায় নি।

তথ্যসূত্র:

১। The Siasat Daily- Mosque painted ‘saffron’ in Varanasi https://tinyurl.com/y2htdwr2

ইসলাম বিদ্বেষী আওয়ামী-মুরাদদের নোংরা চরিত্র

বাংলাদেশের জনগণকে কুক্ষিগত করে ক্ষমতায় থাকা আওয়ামী লীগের ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ নতুন কিছু নয়। তারা নানা রকম চক্রান্ত্র করতেই থাকে কিভাবে উলামায়ে কেরামের ব্যাপারে বদনাম করএ যায়। কেননা উলামায়ে কেরাম তাদের ইসলাম বিদ্বেষকে জনগণের সামনে তুলে ধরেন।

1
0

অবৈধ ক্ষমতা আর কালো অর্থের দাপটে তারা সমাজে এলিট ও হিরো সেজে আছে। রাষ্ট্রযন্ত্রকে তারা নিজেদের খেয়াল খুশি মত ব্যবহার করছে।

কিন্তু তাদের চরিত্র এতটাই নোংরা যা ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। তাদের খোলস তারা সাজিয়ে রাখে অত্যন্ত চকচকে করে, কিন্তু তাদের ভিতরটা অত্যন্ত কুৎসিত ও নোংরা। প্রকাশ হওয়ার আগ পর্যন্ত সকলে নিষ্পাপ ওলি সজে থাকে। তাদের অপকর্ম প্রকাশ না হলে জনগণ জানতেও পারতো না তাদের চরিত্র অতটা কুৎসিত।

সম্প্রতি ফেসবুকে নায়িকা মাহি ও ডা. মুরাদ হাসানের একটি ফোনালাপ ফাঁস হয়। মুরাদ মূলত ইমনের ফোন নম্বরে কল দিয়ে মাহিকে চায়। মাহি ফোন ধরলে অশ্লীল-আপত্তিকর ভাষায় কথা বলে মুরাদ। সে মাহিকে তার সাথে দেখা করতে বলে ও না গেলে গোয়েন্দা সংস্থাকে ব্যবহার করে তুলে আনার হুমকি দেয়। এমনকি মাহিকে ধর্ষণের ইচ্ছাও প্রকাশ করে আওয়ামী চেতনাধারী এই মন্ত্রী।

এ অডিও ফাঁস হওয়ার আগে বিএনপি নেত্রী ও তার নাতনিকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেয় ঐ মুরাদ। পরদিন আরো একটি অনলাইন সাক্ষাৎকারে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীকের নিয়েও আপত্তিকর মন্তব্য করে বঙ্গবন্ধুর এই আদর্শের সৈনিক।

অথচ এরাই আবার নারী অধিকার, নারী ক্ষমতায়নের বুলি আওড়ায়, আলেম-ওলামাদেরকে নারীবিদ্বেষী ট্যাগ লাগায়! কিছুদিন আগেই সে এক বক্তব্যে ইসলামের একাধিক বিয়ে নিয়ে সমালোচনা করে বলেছিল- আমরা বাঙ্গালীরা এক বিয়েতে বিশ্বাসী। পুরুষদের একাধিক বিয়ে নিয়ে তার ভীষণ আপত্তি, কিন্তু বিবাহ ব্যতিত একাধিক নারীর সাথে মেলামেশা চালিয়ে যাওয়াতে বা অন্য নারীদের ধর্ষণ করার ইচ্ছা প্রকাশে তার কোন আপত্তি নেই, সেটায় সে কোন সমস্যা দেখেনা। সে নিজেই এই কাজ করে তার অনুসারিদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছে।

এটাই আওয়ামী চেতনাধারী আর বঙ্গবন্ধুর আদর্শের সৈনিকদের প্রকৃত চেহারা; ছাত্রলীগের সোনার ছেলেরা এর প্রমাণ যুগ যুগ ধরেই রেখে এসেছে, আর তাদের মুরুব্বি মুরাদ গংরা এখন দেখাচ্ছে। কোন নারী রাজি না হলে ধরে এনে ধর্ষণের হুমকি দাতারাই আবার মাঠে ময়দানে আলেমদের নারী বিদ্বেষী প্রমাণে ব্যস্ত।

আসলে তাদের মুখের কথা আর বাস্তবতার কোন মিল নেই। তাই এখন ভেবে দেখতে হবে, তারা যে তাওহিদবাদী মুসলিমদের সন্ত্রাসী প্রমাণ করতে নাটক সাজায়, সেগুলোর আদৌ কোন ভিত্তি আছে কি না?

যাদের নিজেদের চরিত্রই এমন কুৎসিত, যাদের হাতে শত-সহস্র মুসলিমের রক্তের দাগ লেগে আছে, হাজার হাজার আলেম-ওলামা এখনো যাদের কারাগারে বন্দী রয়েছে - তাদের কি আদৌ কোন অপরাধ ছিল.?. নাকি মুরাদ গংদের নোংরা চরিত্র, দুর্নীতি আর সব অপকর্মকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে?

তথ্যসূত্র:

1
0

১.‘দুই বছর আগে লোকটা নারীদের এসব কুৎসিত কথা বলত!’ https://tinyurl.com/bddxnxw8

২. মুরাদের অশ্লীল অডিও সরাতে নির্দেশ https://tinyurl.com/ye228ydw

৩. চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন ইমন https://tinyurl.com/5ctx6a9c

আবরার হত্যা মামলার রায় ঘোষণা, যে কারণে খুশি হতে মানা

৮ ডিসেম্বর, বুধবার ঘোষিত হলো বহুল প্রতীক্ষিত বুয়েটের মেধাবী ছাত্র দেশপ্রেমিক আবরার ফাহাদ হত্যা মামলার রায়। রায়ে ২০জনকে মৃত্যুদণ্ড ও ৫জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত।

খুনিদের মৃত্যুদণ্ডের রায়ে দেশবাসী আনন্দিত হলেও সচেতনমহল আনন্দিত হতে পারেননি। এর বেশকিছু কারণ আছে। উচ্চ আদালত, আপিল বিভাগ কিংবা রাষ্ট্রপতির কাছে প্রাণভিক্ষা চাওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়ার কারণে ঘোষিত রায় কার্যকর হওয়া অনিশ্চিত। চলমান মনগড়া আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে খুনিরা বেরিয়ে যাওয়ার সুযোগ এখনও রয়েছে। তাই, রায় কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না অনেকে।

তাছাড়া, আবরার হত্যাকাণ্ডের নেতৃত্ব দেওয়া ইসকন সদস্য অমিত সাহাকে মৃত্যুদণ্ড না দেওয়ায় আবরারের মা পুরোপুরি খুশি হতে পারেননি। তিনি উগ্র হিন্দু নেতা অমিত সাহার মৃত্যুদণ্ডের আবেদন জানিয়েছেন।

আবার আবরারকে হত্যার প্রকৃত কারণ ধামাচাপা দেওয়ার যে চেষ্টা চালাচ্ছে মিডিয়া, সেই কারণেও অনেকে খুশি হতে পারছেন না। বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দ্বিমুখী ও বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ আচরণের সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিলেন আবরার ফাহাদ। আর এই কারণেই ২০১৯ সালের ৭ই অক্টোবর বুয়েটের শেরে বাংলা হলে ইসকন সদস্য অমিত সাহার নেতৃত্বে নির্মমভাবে পিটিয়ে আবরারকে হত্যা করে ভারতের দালাল ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা। মিডিয়া সচতুরভাবে এই বিষয়টিকে চেপে যাচ্ছে।

প্রথম আলো, বিবিসি বাংলাসহ ভারতের দালাল মিডিয়াগুলো আবরার হত্যার কারণ ভার্সিটির র্যাগিং কালচার কিংবা ছাত্ররাজনীতির বলি হওয়ার কথা বলছে। আবরার ফাহাদ যে ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে আগ্রাসী ভারতের এদেশীয় দালালদের হাতে নিহত হয়েছেন, তা গোপন করছে। ভারতের দালাল মিডিয়ার এমন আচরণে অনেকেই ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আবরার যে মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, দালাল মিডিয়াগুলো সে উদ্দেশ্যকেই বিকৃত করে দিচ্ছে।

1
0

০৭ই ডিসেম্বর, ২০২১

হিন্দুত্ববাদী হুমকিতে উত্তপ্ত মাথুরা: লোক দেখানো পুলিশি উপস্থিতি

তাহলে কি আরও একটি বাবরী মসজিদের মত আরও একটি মসজিদ আজ ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে?
উগ্র হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি তাদের কথিত কৃষ্ণ জন্মভূমি কে "শুদ্ধ" করার জন্য "জল অভিষেক" করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা শাহী ইদগাহ মসজিদ সংলগ্ন জায়গায় তাদের কথিত ভগবান কৃষ্ণের একটি মূর্তি স্থাপনের অঙ্গীকার করেছে।

এমন পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষ সেখানে 'লোক দেখানো' অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করেছে। তবে এর উদ্দেশ্য অবশ্যই মুসলিমদের সাহায্য করা নয়; কেননা এমন অনেক ঘটনায় এই লোক দেখানো পুলিশি উপস্থিতি পরবর্তীতে হিন্দুত্ববাদীদের সহায়তাই দিয়ে থাকে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের দাবি ১৭ শতকে স্থাপিত হওয়া 'শাহী ঈদ্গাহ' মসজিদটি তাদের কথিত 'কৃষ্ণ' ভগবানের জন্মভূমি। কিছু উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা স্লোগান দেয় "আয়োধ্যা সির্ফ ঝাঁকি হ্যায়, কাশি মাথুরা বাকী হ্যায়"। অর্থাৎ 'অযোধ্যা তো ছিলো শুধু একটি ট্রেইলার, কাশি ও মাথুরা এখনও বাকী আছে'।

উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হয়ে 'শ্রী কৃষ্ণ জন্মস্থান সেবা সংস্থা' দাবি করে যে, মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব তাদের কথিক কৃষ্ণ ভগবানের জন্মভূমির জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করেছে। তাদের এই দাবি মূলত ভিত্তিহীন একটি বক্তব্ব্য, মুসলিমবিদ্বেষ উস্কে দেওয়া এবং মুসলিমদের প্রতি ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ছাড়া যার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আর ঠিক এমনটাই ঘটেছিলো ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদের ক্ষেত্রে।

উল্লেখ্য ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর শুরু হয় ব্যাপক হারে মুসলিম নির্যাতন। একের পর এক তুচ্ছ কারণে নির্যাতন করে চলেছে তারা মুসলিমদের। শুধুমাত্র গরুর গোশত রাখার সন্দেহেই তারা পিটিয়ে মেরে ফেলছে মুসলিমদের। এছাড়া খোলা জায়গায় জুমুআ'র নামাজ আদায়ে বাঁধা দেওয়া, রাস্তা থেকে দিনে দুপুরে প্রকাশ্যে মুসলিম নারীর বোরখা খুলে নেওয়া, গরীব মুসলিমদের কে দিয়ে জোর করে 'জয় শ্রী রাম' বলানো ইত্যাদি তো এখন ভারতীয় মুসলিমদের জন্য নিত্য দিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। Heavy Police Presence in Mathura Over Threats by Hindutva Groups https://tinyurl.com/yckwsef8

নবী অবমাননাকারী শ্রীলঙ্কান হত্যায় মুসলিমদের বিরুদ্ধে কঠোর গাদ্দার পাকি প্রশাসন

1
0

পাকিস্তানের শিয়ালকোটে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননা করায় শ্রীলংকান নাগরিক প্রিয়ন্তা কুমারকে পিটিয়ে হত্যা করেছে নবীপ্রেমী মুসলিম জনতা।

মানবরচিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের নামে অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতার চর্চা করা হয়; তাই প্রিয়ন্তা কুমারের মতো ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের বিচারের কোন ব্যবস্থা এসব আইনে নেই। ফলে এই ঠুনকো বাকস্বাধীনতার ধোঁয়া তুলেই এসব ইসলাম বিদ্বেষীরা মুসলিমদের প্রিয় নবীকে অবমান করে এবং ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত দিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টির দুঃসাহস দেখায়।

কিন্তু মুসলিম নামধারী পাক প্রশাসনের মত গাদ্দাররা নবীকে অবমান করা ও ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত দেওয়ার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে না; উল্টো তারা ওইসব ফাসাদ সৃষ্টিকারী প্রিয়ন্তা কুমারদের পক্ষ নিয়ে নবীপ্রেমী সাধারণ মুসলিমদের বুকে গুলি চালায়। এমনকি সাধারণ মুসলিমদের এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে তারা লজ্জাজনক আখ্যা দেয়।

ঐ শ্রীলংকান ফাসাদ সৃষ্টিকারী প্প্রিয়ন্তা-কে হত্যার ঘটনায় বিদেশি গোলাম পাকি গাদ্দার প্রশাসন ব্যাপকহারে মুসলিমদের ধরপাকড় শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত প্রায় দেড় শতাধিক মুসলিমকে গ্রেফতার করেছে। যার মধ্যে রয়েছে হত্যার মূল অভিযুক্ত মুসলিমও রয়েছেন।

https://ibb.co/Xzm84Hh

এখনো গ্রেফতার অভিযান চালানো হচ্ছে। বিশ্লেষকরা তাই বলছেন,- হাসিনা, ইমরান বা এরদোয়ান যে-ই হোক না কেন- নবীপ্রেমীদের দমন ও ইসলামবিরোধীদের তোষণে এই দালাল শাসকরা সবাই এক।

তথ্যসূত্র:

১। শ্রীলঙ্কান নাগরিককে হত্যা, পাকিস্তানে গ্রেফতার ১২০ https://tinyurl.com/mpe8wf83

২। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত: শ্রীলংকান নাগরিক হত্যায় অভিযুক্ত শ্রমিক গ্রেফতার https://tinyurl.com/2p97hbhj

০৬ই ডিসেম্বর, ২০২১

ইসলামের আলোকে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে তালিবানের নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ।

সম্প্রতি তালিবান তাঁদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে নারী অধিকারের ব্যপারে নতুন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উক্ত আইনে তাঁরা বিশেষ করে বিধবাদের বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে শরীয়াহ্ এর ভিত্তিতে তুলে ধরেছে। পাশাপাশি

1
0

নারীদের অধিকার আদায়ে যথেষ্ট সচেতন তালিবান এই আদেশ বাস্তবায়নের জন্যে সংশ্লিষ্ট কিছু সংগঠনকেও সহযোগিতা করতে নির্দেশ দিয়েছে। নারীদের অধিকার নিশ্চিত করার জন্যে তালিবান নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমূহ নিয়েছে-

১. নিকাহ / বিবাহের সময় প্রাপ্তবয়স্ক মহিলার সম্মতি প্রয়োজন (যদি উভয়ই রাষ্ট্রদ্রোহীতা থেকে মুক্ত থাকে)। কেউই জোর করে বা চাপাচাপি করে মহিলাদের বিয়ে দিতে বাধ্য করতে পারবে না।

২. একজন মহিলা কোনও সম্পত্তি নয়, বরং তিনি মহৎ এবং মুক্ত। কেউ তাঁকে শান্তি চুক্তি এবং সমস্যার নিরসনের জন্য বিনিময় হিসেবে ব্যবহার করতে পারে না।

৩. স্বামীর মৃত্যুর পর 'শরয়ী ইদ্দত' (চার মাস দশ রাত বা গর্ভকালীন সময়) অতিবাহিত হওয়ার পর, তাঁর আত্মীয়সহ কেউই জোর করে সেই বিধবা নারীকে বিয়ে করতে পারবে না। একজন বিধবার বিয়ে করার এবং নিজেই তাঁর ভবিষ্যত নির্ধারণ/নির্বাচন করার অধিকার রয়েছে। (যদিও সমতা এবং রাষ্ট্রদ্রোহীতা প্রতিরোধের নীতি এই ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে)।

৪. একজন বিধবার তার নতুন স্বামীর কাছ থেকে 'মোহার' আদায় করার শরঈ অধিকার আছে।

৫. একজন বিধবার তার স্বামী, সন্তান, বাবা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সম্পত্তিতে অধিকার এবং নির্দিষ্ট অংশ রয়েছে। একজন বিধবাকে কেউ তার অধিকার আদায় থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

৬. যাদের একাধিক স্ত্রী রয়েছে তাদের শরিয়া আইন অনুযায়ী প্রত্যেক স্ত্রীকে সমান অধিকার দিতে হবে এবং তাদের মধ্যে অবশ্যই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এই পদক্ষেপ সমূহ বাস্তবায়নের জন্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে নিম্নোক্ত কাজগুলি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-

ক. হজ্জ ও ধর্মীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে, আলেমদেরকে নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যক্তিদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য চিঠি কিংবা দাওয়াতের মাধ্যমে উৎসাহিত করতে হবে যেন তারা জানতে পারে যে নারীদের উপর অত্যাচার করা এবং তাদের অধিকার আদায় না করা হলে আল্লাহর অসন্তুষ্টি এবং তার শাস্তি ও বিপদের কারণ হতে পারে।

খ. তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়কে লিখিত ও অডিওর মাধ্যমে নারী অধিকার সম্পর্কিত নিবন্ধ প্রকাশের পাশাপাশি লেখক ও এক্টিভিস্টকে নারী অধিকারের উপর দরকারী নিবন্ধ প্রকাশ করতে উৎসাহিত করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যাতে উলামা এবং নারীদের শরিয়া অধিকার সম্পর্কে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় এবং চলমান নিপীড়ন রোধ করা যায়।

গ. সুপ্রিম কোর্টকে অবশ্যই সকল আদালতে নির্দেশ জারি করতে হবে যে তারা যেন নারীদের অধিকার, বিশেষ করে বিধবাদের আবেদন বিবেচনা করে। তাদের অধিকার এবং নিপীড়ন সম্পর্কে যথাযথ ও নীতিগত ভাবে বিবেচনা করে, যাতে

1
0

নারীরা নিপীড়ন থেকে মুক্তি পায় এবং শরঈ অধিকার আদায়ের জন্যে তাদের হতাশ না হতে হয়।

ঘ. গভর্নর এবং জেলা গভর্নরদের অবশ্যই এই আদেশ বাস্তবায়নে মন্ত্রীদের এবং সুপ্রিম কোর্টকে ব্যাপক সহযোগিতা করতে হবে।

বিশ্লেষকদের মতে, তালিবান দেশটির ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পর দেশটির বিভিন্ন সমস্যা নিরসনের জন্যে যেভাবে একনিষ্ঠ ভাবে কাজ করে যাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্যে হতে পারে একটি আদর্শ।

তথ্যসূত্রঃ

1.Al Emarah English (তালিবানের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট)

https://tinyurl.com/2p9xn9j7

ভারতীয় মুসলিমদের উপর হিন্দুত্ববাদীদের অত্যাচার তীব্র আকার ধারণ করেছে!

ভারতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুত্ববাদীদের লুকানো চরম বিদ্বেষ চূড়ান্ত রূপ নিতে শুরু করেছে। মুসলিমদের জান মালের পাপাশি নারীদের ইজ্জত নিয়েও ছিনিমিনি শুরু করেছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা। ২৭ শে নভেম্বর সোস্যাল মিডিয়া টুইটারে পোস্ট করা একটি ভিডিওতে দেখা যায় হিজাব পরা এক মুসলিম নারীকে একদল কুলাঙ্গার উগ্র হিন্দু হেনেস্থা করছে।

ভিডিওতে শুরুতেই দেখা যায় কমবখত হিন্দুরা জয় শ্রীরামসহ বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে মুসলিম নারীর হিজাব ধরে টানাটানি শুরু করে। হইহুল্লোর করে মুসলিম নারীর হিজাব ধরে বারবার হেচকা টান দিতে থাকে। পরে অন্যানরা মুসলিম নারীর শরীরে আঠা/ ময়দা-রং এবং তেল জাতীয় তরল পদার্থ টেলে দিচ্ছে। অসহায় মুসলিম নারী বারবার নিষেধ করার পরও উম্মাদ হিন্দুরা নারকীয় উল্লাসে মেতে উঠে। এমনিভাবে, আরেকটি ভিডিওতে দেখা গেছে হিন্দুরা জয় শ্রীরামসহ বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে এক মুসলিম যুবককে বেধম পিটাচ্ছে।

এদিকে,ভারতে ঝাড়খণ্ডের সিমডেগায় আদিল হুসেন নামে এক মুসলিম ব্যক্তির একদল উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। গতকাল সন্ধ্যায় নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়ার পথে এ ঘটনা ঘটে। প্রথমে তাকে লাঞ্ছিত করে। পরে নির্মমভাবে মারধর করে। ফলে মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হয়ে যায়। বর্তমানে তিনি রাঁচির একটি হাসপাতালে শয্যাশায়ী আছেন। তার ভাই সাহিল হুসেন, ক্ল্যারিয়ন ইন্ডিয়াকে জানিয়েছে, যে আদিলকে প্রথমে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং তারপর নির্মমভাবে মারধর করা হয়। যতক্ষণ না তারা ভেবেছিল যে সে মারা গেছে।

হিন্দু উগ্র জনতার পাশাপাশি মুসলিমদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে পুলিশ প্রশাসন। বেঙ্গালরুর কর্নাটকে সালমান (২২) নামের এক যুবককে চুরির দায়ে

1
0

গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর পুলিশি হেফাযতে চালানো হয় তার ওপর অমানবিক নির্যাতন।

সালমানের ভাষায়, “আমাকে ভারথুর পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গিয়ে নির্মম ভাবে নির্যাতন করে তিনজন পুলিশ। বাধ্য হয়ে আমি তাদের কাছে তিনটি গাড়ীর ব্যাটারী চুরির স্বীকারোক্তি দেই…তারা আবার আমাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসে এবং আমি যেই অপরাধ করি নি সেই বিষয়ে স্বীকারোক্তি দিতে বলে।”

সালমান আরও জানায়, “আমাকে টানা তিনদিন নির্যাতন করা হয় এবং তারা আমার শরীরের যে কোন একটি অংশ টার্গেট করে সেখানে অনবরত মারতে থাকে এবং লাথি দিতে থাকে”। সাধারণত চুরির দায়ে জেলে এমন নির্যাতন খুবই কম হয়। কিন্তু সালমান মুসলিম হওয়ার কারনেই তাকে এতো বেশি নির্যাতন করা হলো। নির্যাতনের ফলে তার হাতটি কেটে ফেলতে হয়। গরীব ঘরের এই মুসলিম যুবকটির চিকিৎসার খরচের জন্য তার পরিবারকে খরচ করতে হয়েছে সাড়ে তিন লাখ টাকা। এদিকে, ভারতের গুরুগ্রামে মুসলিদের জুমার নামাজে জয় শ্রীরামসহ বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করছে হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীরা।

হিন্দুত্ববাদীদের অখণ্ড ভারত নির্মাণে মুসলিমদের উপর জুলুম-নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাচ্ছে। যা দিনে দিনে জ্যামিতিকহারে বেড়েই চলছে। তবু উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) সন্ত্রাসীদের প্রধান মোহন ভগবত মুসলিম বিদ্বেষের আগুনে ঘি ঢেলে দিয়ে বলেছে, ভারতে হিন্দুদের সংখ্যা ও শক্তি দুটোই কমছে। এতেই বুঝা যায় তাদের আসল লক্ষ্য মুসলিম নিধন করে অখণ্ড ভারত নির্মাণের আগে তাদের কাংখিত শক্তি ও সংখ্যা পূরণ হবে না। এখন মুসলিমদেরও ভেবে দেখা উচিৎ তারা কি শুধু হিন্দুদের নিধনযজ্ঞের বলি হবে নাকি হিন্দুত্ববাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে?

তথ্যসূত্র:
১/ মুসলিম নারীকে একদল কুলাঙ্গার উগ্র হিন্দু হেনেস্থা করছে। https://tinyurl.com/45b48w7e

2/এভিডিওটিতে এক মুসলিম তরুণকে মারধর করা হচ্ছে https://tinyurl.com/375ckwpt

৩/আহত মুসলিমের ভিডিও লিঙ্ক:https://tinyurl.com/5n8evrxy

৪/.Muslim Youth, on Way to Mosque, Beaten Up in Jharkhand Village; Case Registered
https://tinyurl.com/3bpvzkn8

৫/ভারতে হিন্দুদের সংখ্যা ও শক্তি কমছে: মোহন ভগবত https://tinyurl.com/y8e8t5wx

৬/Bengaluru: Muslim man’s hand amputated after torture in police custody
–

https://tinyurl.com/2p8he4am

1
0

৭/Gurgaon Namaz Row Continues, Muslims Offer Prayers Amid ‘Jai Shri Ram’ Chants https://tinyurl.com/2p8wsask

https://tinyurl.com/2a6bp3vt

জায়নিস্ট আগ্রাসন: ফিলিস্তিনি গ্রামে হামলা, এক মাসে ৩৬ টি বাড়ি ধ্বংস

ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে ৩৬টি বাড়ি গুড়িয়ে দিয়েছে দখলদার ইসরাইল। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, গত নভেম্বর মাত্র এক মাসে এসব ধ্বংসযজ্ঞ চালায় সন্ত্রাসী ইসরাইল। যার মধ্যে ৮টি বাড়ি ফিলিস্তিনিরা নিজেরাই ভাঙতে বাধ্য হয়।

অন্যদিকে জেরুজালেমে ইহুদিদের জন্য একটি টানেল রাস্তা পুনর্নির্মাণের জন্য ফিলিস্তিনি মালিকানাধীন জমি বাজেয়াপ্তের রায় দিয়েছে দখলদার আদালত। ফিলিস্তিনি মালিকানাধীন উক্ত জমির পরিমাণ আড়াই ডুনাম বা ২,৫০০ বর্গ মিটার। এই রাস্তাটি ১৯৯৫ সালে অবৈধভাবে জোরপূর্বক নির্মাণ করেছিল ইসরাইল। নির্মাণ শেষে ৬ বছরের মধ্যে রাস্তার পাশে অবৈধ ইহুদি বসতি গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পায় এবং দশ বছরে তা তিনগুণ হয়, ১৯৯৫ সালে ১৫,৫১৫ জন ইহুদি বসতি গড়ে তুলে, ২০০১ সালে ৩০,৮৫৩ এবং ২০০৬ সালে ৪৫,৮৭০ জন ইহুদি বসতি গড়ে তুলে। বর্তমানে পশ্চিম তীরে অন্তত ৭ লাখ ইহুদি অবৈধভাবে বসবাস করছে। এছাড়াও অধিকৃত জেরুজালেমের শেখ জাররাহ এলাকায় কয়েক ডজন উগ্র ইহুদি এবং পুলিশ ঢুকে ফিলিস্তিনিদের ওপর হামলা চালায়।

ফিলিস্তিনে ইসরাইলি আগ্রাসনে বিশ্ববাসীর কেউই আর কোন প্রতিবাদ জানায় না। ফলে দিনকে দিন জালিম ইহুদিদের আগ্রাসন নতুন নতুন রুপ নিচ্ছে। উপরন্তু আমেরিকা ও ইউরোপ ইসরাইলকে কথিত আত্মরক্ষার নামে বিভিন্ন আধুনিক মারণাস্ত্র ও অর্থ দিয়ে সাহায্য করছে। আর দালাল আরব শাসকরা নিজেদের প্রভু হিসেবে গ্রহণ করেছে ইসরাইলকে।

তথ্যসূত্র :
=======

১। Watchdog: ‘Israel’ carried out 36 demolition operations in Jerusalem in November-
https://qudsnen.co/?p=32152

২। Video| ‘Israel’ demolishes wall, room in Palestinian village of al-Walaja-https://qudsnen.co/?p=32144

৩। ‘Israel’ to seize large tracts of Palestinian-owned land in Bethlehem-https://qudsnen.co/?p=32095

৪। Breaking| Israeli settlers attack Sheikh Jarrah residents to place Hanukkah menorah-https://qudsnen.co/?p=32074

1
0

নিচে ছিল না কোন মন্দির, তবু ভাঙ্গা হয়েছে মুসলিমদের বাবরি মসজিদ

আজ বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ২৯তম বার্ষিকী। মুসলিমদের ঐতিহ্যবাহী বাবরি মসজিদকে হিন্দুত্ববাদিরা কাল্পনিক গল্প সাজিয়ে শহিদ করে দিয়েছে। শুধু এতেই ক্ষান্ত হয়নি আরো বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী মজজিদ ভেঙ্গে দেওয়ার চক্রান্ত করছে।

ভারতের গুজরাটে ২০০৩ সালে বাবরি মসজিদ ৬ মাস খোঁড়াখুঁড়ির পর আগস্টে ভারতের আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে বিভাগ (এ্যাএসআই) এলাহাবাদ হাইকোর্টকে জানায় যে, মসজিদের নিচে একটি মন্দির থাকার প্রমাণ মিলেছে। ১৯৯২ সালে করা সেবক নামে একদল উগ্রবাদী হিন্দু গোষ্ঠী বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে দেয়। তারা দাবি তুলে সেখানে রাম মন্দির ধ্বংস করে বাবরি মসজিদ স্থাপন করা হয়েছে। তাই মসজিদ ভেঙ্গে আবার রাম মন্দির করতে হবে।

কিন্তু দীর্ঘ গবেষণা করে ভারতের দুই প্রত্মতাত্ত্বিক সুপ্রিয় ভার্মা ও জয়া মেনন জানিয়েছে বাবরি মসজিদের মাটির নিচে কোনো মন্দিরের অস্থিত্ব নেই। সুপ্রিয় ভার্মা ভারতের জওহারলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্মতত্ব বিভাগের অধ্যাপক আর শিব নদর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান জয়া মেনন।

বাবরি মসজিদের নিচে রামমন্দিরের অস্তিত্ব থাকা নিয়ে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর (এএসআই) মিথ্যা তথ্য দিয়েছিল বলেও দাবি করেছে দুই প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ। হাফিংটন পোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ সুপ্রিয় ভার্মা ও জয়া মেনন বলেছিল, ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের অযোধ্যায় বাবরি মসজিদের নিচে রামমন্দির থাকার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ২৬তম বার্ষিকী উপলক্ষে তারা ওই সাক্ষাৎকার দিয়েছিল।

সুপ্রিয় ভার্মা ও জয়া মেনন দাবি করেছে, এএসআইয়ের দেওয়া তথ্য সঠিক নয়। তারা মিথ্যা তথ্য দিয়েছিল।

সুপ্রিয় ভার্মা ওই সাক্ষাৎকারে বলেন, বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় থাকায় খননকাজে নিয়োজিত বিশেষজ্ঞরা চাপের মধ্যে ছিলেন। তাদের আসলে বাধ্য করা হয়েছিল মন্দিরের পক্ষে বলতে। অনুসন্ধানের নেতৃত্বে ছিলেন বি আর মানি, যাকে এলাহাবাদ হাইকোর্ট দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার মানিকে জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক পদে বসায়।

সুপ্রিয় ভার্মার মতে, বাবরি মসজিদের নিচে পুরোনো ছোট মসজিদ ছিল। এর পশ্চিম পাশের দেয়াল, ৫০টি পিলার ও স্থাপত্যশৈলী তারই প্রমাণ। পশ্চিম পাশে দেয়াল দেখলেই বোঝা যায় যে এই পাশে মুখ করে নামাজ পড়া হয়েছে। এর কাঠামো মসজিদের মতো, মন্দিরের মতো নয়। দিবালোকের ন্যায় এমনসব প্রমাণ থাকার পরও শুধু মুসলিম বিদ্বেষের কারণে হিন্দুত্ববাদিরা মসজিদ ভেঙ্গে দেওয়ার মত জঘন্য কাজ করেছে। না ভারতের আদালতে উগ্র সন্ত্রাসীদের কোন বিচার হয় নি। উল্টো অন্যায়ভাবে আদালতের

1
0

রায় তাদের পক্ষে নেওয়ার পর হিন্দুত্ববাদিরা আরো বেপরোয়াভাবে হুমকি দেয়, এহতো সেরফ শুরু হ্যায়, কাশী, মথুরা বাকি হ্যয়।

তথ্যসূত্র:
১.ভারতের বাবরি মসজিদের নিচে কোন মন্দিরের অস্থিত্ব নেই: প্রত্মতত্ত্ববিদ https://tinyurl.com/2my8rxy4

২. বাবরি মসজিদের নিচে মন্দির থাকার কথা মিথ্যা https://tinyurl.com/2hdux7ya

৩.বাবরি মসজিদ: ভারতের অযোধ্যায় মসজিদ ভাঙ্গার ঘটনা সব আসামিকে অব্যাহতি দিয়েছে আদালত https://tinyurl.com/mrywmcru

উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সাথে একত্রে খাওয়ার অপরাধে নিম্নশ্রেণির হিন্দুকে হত্যা

ভারতে উত্তরখণ্ডে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সাথে অনুষ্ঠানে একত্রে খাবার খাওয়ার কারণে এক নিম্নশ্রেণির (দলিত) হিন্দুকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

রমেশ রাম নামের ৪৫ বছর বয়স্ক এ ব্যাক্তি বিয়ের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রিত ছিল। তবে বাদ সাধে সেখানে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের সাথে একত্রে খাওয়ার ঘটনায়। বর্বর বর্ণবাদী হিন্দুরা একসাথে খাবার খেতে বসায় আপত্তি জানায়। এক পর্যায়ে কয়েকজন মিলে কয়েকঘন্টা বেদম পিটিয়ে মারাত্মকভাবে আহত করে। পরে হাসপাতালে নেয়ার পর তার মৃত্যু হয়।

বর্বর হিন্দুদের মধ্যে ৪ টি শেণি বৈষম্য থাকলেও দলিত হিন্দুদের তারা আরও নিম্ন শেণির মনে করে। যা পঞ্চমা নামেও পরিচিত। ভারতে নিম্নশেণির হিন্দুদের সাথে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের নির্যাতনে অসংখ্য ঘটনা রয়েছে।

ভারতীয় সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, শুধুমাত্র ২০১৬ সালেই উত্তরখণ্ডে ৪০ হাজারের বেশি দলিত হিন্দুকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। শুধুমাত্র নিম্ন বর্ণের হাওয়ায় বিভিন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে তাদের। তুচ্ছ ঘটনায় হত্যা করা হয়েছে অনেককে।

তথ্যসূত্র:
======

১। Dalit man killed for ‘eating with upper caste people’; case lodged-https://m.thewire.in/article/caste/uttarakhand-dalit-man-killed-after-eating-with-upper-caste-people-at-a-wedding

২। ভারতে দলিত সদস্যরা যেভাবে নির্যাতন ও হত্যার শিকার হন তার কিছু কাহিনী-https://www.bbc.com/bengali/news-44030354

1
1

ভেঙে ফেলা হচ্ছে কাশ্মীরের সংবাদ মাধ্যম ব্যবস্থা: চলছে নির্মূল অভিযান

জম্মু এবং কাশ্মীরে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে কাশ্মীর ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যমগুলো। বিগত ১৩ মাসের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন কাশ্মীরের প্রেস কলোনিতে দুটি সংবাদপত্রের অফিস বন্ধ করে দিয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে কাশ্মীরের সবচেয়ে পুরাতন ইংরেজী দৈনিক 'কাশ্মীর টাইমস' এবং একটি হচ্ছে 'দ্যা গ্রেটার কাশ্মীর'।

কাশ্মীর টাইমস এর নির্বাহী সম্পাদক অনুরাধা ভাসিন বলেন- "আমার এখনও মনে আছে, সেদিন সরকারী কর্মচারীরা অফিস আওয়ারে আমাদের অফিসে ঢুকে আমাদের কোনও সময় না দিয়েই অফিস সিল করে দেয়। তারপর থেকে আমরা এখনও আমাদের শ্রীনগরের সংস্করণটি চালু করতে পারি নি। শ্রীনগরে আমাদের যত কর্মী ছিলো তারা সবাই আজ কর্মহীন।"

'দ্যা গ্রেটার কাশ্মীর' দৈনিক বন্ধ করার আগেও ২০১৮ সালে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন এই দৈনিকের বিজ্ঞাপন প্রচার কোন কারণ ছাড়াই বন্ধ করে দিয়েছিলো। প্রশাসন পরে কারণ দর্শায় যে উক্ত দৈনিকটি নাকি কথিত 'সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে' অর্থায়ন করে আসছিলো। এমনকি তারা সেই দৈনিকের অফিস থেকে কম্পিউটার, প্রিন্টার পর্যন্ত ছিনিয়ে নেয়।

শুধু যে কাশ্মীরের দৈনিক সংবাদপত্রগুলো বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে তাই-ই নয়। বরং গোটা কাশ্মীরকে বন্দী করার জন্য উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা হত্যা করে চলেছে সাংবাদিকদেরও।

হিন্দুত্ববাদীদের বিষাক্ত ছোবল থেকে বর্তমানে কোন কাশ্মীরিই রেহাই পাচ্ছে না।

হিন্দুত্ববাদীদের বিষাক্ত ছোবল থেকে বর্তমানে কোন কাশ্মীরিই রেহাই পাচ্ছে না। উগ্র বিজেপি সরকার সংবিধান থেকে ৩৭০ নং ধারা বাতিল করার পর থেকে ইন্টারনেট সেবা, মেডিক্যাল সেবা, খাদ্য, শিক্ষা সহ সকল প্রকারের মৌলিক চাহিদা থেকে কাশ্মীরি মুসলিমদের বিচ্ছিন্ন রাখা হচ্ছে। আর এখন কাশ্মীরি মুসলিমদের আর্তনাদ বিশ্বের কাছে পৌঁছানোর যে মাধ্যমটি, সেটিকেও শেষ করে দিতে চলেছে এই উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা।

অবস্থাদৃষ্টে এটা স্পষ্ট যে, কাশ্মীরের মুসলিমদের জীবন ফিলিস্তিনি মুসলিমদের মতোই করুণ। ফিলিস্তিনি মুসলিমরা যেমন আজ নিজেদের ঘরে নিজেরাই নির্যাতন ও উচ্ছেদের শিকার, কাশ্মীরের অবস্থাও সেই পর্যায়ে চলে গেছে। তবে হিন্দুত্ববাদী ভারতের চাপে হলুদ মিডিয়া কাশ্মীরের প্রকৃত সংবাদ সবসময় চেপে যায়।

তথ্যসূত্র:
------

https://tinyurl.com/2p2zwzh8

1
1

০৫ই ডিসেম্বর, ২০২১

নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়ার পথে উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীদের হামলা

ভারতে ঝাড়খণ্ডের সিমডেগায় আদিল হুসেন নামে এক মুসলিম ব্যক্তির উপর একদল উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসীরা হামলা চালায়। সন্ধ্যায় নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে যাওয়ার পথে এ ঘটনা ঘটে। প্রথমে তাকে লাঞ্ছিত করে।পরে নির্মমভাবে মারধর করে। ফলে মাথাসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হয়ে যায়। বর্তমানে তিনি রাঁচির একটি হাসপাতালে শয্যাশায়ী আছেন।

তার ভাই সাহিল হুসেন, ক্ল্যারিয়ন ইন্ডিয়াকে জানিয়েছে, যে আদিলকে প্রথমে বেঁধে রাখা হয়েছিল এবং পরে নির্মমভাবে মারধর করা হয়। যতক্ষণ না তারা ভেবেছিল যে সে মারা গেছে। "আকাশ সিং নামে একজনের কাছ থেকে আমরা একটি ফোন পেয়েছি যে দাবি করেছিল সে আমার ভাইকে বাঁচিয়েছে কিন্তু পরে আদিল বলেছে যে আকাশ তার উপর হামলাকারীদের একজন।" আকাশ সিং বলেছে তার ভাইকে আক্রমণ করার কারণ হল সে মুসলিম, তার গালে দাড়ি এবং মাথায় টুপি ছিল। পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় অভিযোগ দেওয়ার ৩ দিনের অধিক সময় পার হয়ে গেলেও পুলিশ কাউকে আটক করে নি।

ভারতে হিন্দুত্ববাদীরা ঠুনকো অভিযোগে মুসলিমদের হেনেস্থা করা ও পিটিয়ে হত্যার রেওয়াজ চালু করেছে বহু আগেই। যা এখন জ্যামিতিকহারে বাড়ছে।

তথ্যসূত্র:
১.আহত মুসলিমের ভিডিও লিঙ্ক: https://tinyurl.com/5n8evrxy

২.Muslim Youth, on Way to Mosque, Beaten Up in Jharkhand Village; Case Registered
https://tinyurl.com/3bpvzkn8

০৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২১

এবার আফ্রিকার দেশ বেনিনে আল-কায়েদার হামলা, নিহত ৪ সেনা

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি, বুর্কিনা-ফাসো, নাইজার, টোগো ও শ্রীনেগালের সীমান্ত ছাড়িয়ে এখন বেনিনে আল-কায়েদার যোদ্ধারা।

পশ্চিম আফ্রিকায় দখলদার ফ্রান্সের গোলাম রাষ্ট্রগুলোতে ধীরে ধীরে শক্তি ও অভিযানের মাত্রা বৃদ্ধি করছে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী "জেএনআইএম" এর বীর যোদ্ধারা। যার ধারাবাহিতায় "জেএনআইএম" এর বীর যোদ্ধারা গত ২/১২ তারিখ সকাল বেলায়, প্রথমবারের মত বেনিনের আতাকুরা শহরে অভিযান পরিচালনার সূচনা করেছেন।

1
1

স্থানীয় গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী, শহরটির মাটেরি ও পুর্গা এলাকার মধ্যবর্তী স্থানে এই অভিযানটি চালানো হয়েছে। যেখানে ফ্রান্সের গোলাম সেনাবাহিনীর একটি অবস্থান ঘিরে ভারী অস্ত্র দ্বারা অভিযানটি চালান জেএনআইএম যোদ্ধারা। এতে গোলাম সেনাবাহিনীর কমপক্ষে ৪ সেনা নিহত হয় এবং বাকি সৈন্যরা অবস্থান ছেড়ে পালিয়ে যায়।

এদিকে গোলাম সেনাদের পালিয়ে যাওয়ার পর সামরিক অবস্থান থেকে বেশ কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ গনিমত লাভ করেছেন মুজাহিদগণ।।

https://ibb.co/xjMT8vB

https://ibb.co/t3c2c4g

তথ্যসূত্রঃ

https://tinyurl.com/3bpvzkn8

“বাবরের যুগের আগে সবাই হিন্দু ছিল”: আসামের উগ্র হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী

বাবরের যুগের আগে ভারতের সবাই হিন্দু ছিল বলে মন্তব্য করেছে আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা। ২রা ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার মুসলিমবিরোধী বিল সিএএ নিয়ে আলোচনার সময় এই মন্তব্য করে ঐ উগ্র হিন্দু সন্ত্রাসী।

সংবাদমাধ্যম ফাইনেন্সিয়াল এক্সপ্রেসের বরাতে জানা যায়, হিন্দুত্ববাদী মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বলেছে, “ভারত একটি হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র। যদি ভারতের বাহিরে কোনো হিন্দু সমস্যায় থাকেন, তবে এই দেশে তাকে স্বাগতম। ভারত সকল হিন্দুর গোড়া। বাবরের যুগের আগে সবাই হিন্দু ছিল।”

এছাড়া মুসলিমদের মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির নির্মাণকে সে পুরাতন মন্দিরের সংস্কার হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টাও করেছে।

এর আগে এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা মাদরাসা বন্ধ করার প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েছিল; সরকারি খরচে চলা মাদরাসাগুলো ইতোমধ্যে বন্ধও করে দিয়েছে সে। তার দাবি, - 'ভারত হিন্দুদের দেশ। এদেশে সব মাদরাসা বন্ধ করে দেওয়া উচিত।'

এই উগ্র হিন্দুত্ববাদী নেতা বিকৃত ইতিহাস এবং সাম্প্রদায়িক সংঘাত ছড়িয়ে দেওয়ার বিজেপি'র মিশন বাস্তবায়ন করছে। কিছুদিন আগেই তার প্রত্যক্ষ নির্দেশেই আসামের ধলপুরে মুসলিমদের ব্যাপক উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে, যেখানে গুলি করে ও পিটিয়ে মারা হয়, নিখোঁজ করা হয় অনেক মুসলিমকে।

1
1

মুসলিমদের দেশছাড়া করতেই হেমন্তরা এই ধরনের অপকর্ম করে যাচ্ছে বলে মনে করেন সচেতন মুসলিমরা।

তথ্যসূত্র :

১। All Indians were Hindu before Babur's era, says Assam CM; wants to shut down all madrasas in state – https://bit.ly/3of8UMp

---

রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে জাতির উদ্দেশ্যে ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম ভাষণের সারসংক্ষেপ

ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোল্লা মোহাম্মদ হাসান আখুন্দ (হাফিজাহুল্লাহ্) দেশটির জাতীয় টেলিভিশনে জনগণের উদ্দেশ্যে তার প্রথম ভাষণ দিয়েছেন। গত রবিবার জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে তিনি দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন, যেখানে তিনি অপপ্রচারকারীদের জবাব, দেশে চলমান অর্থনৈতিক সংকট, এর কারণ ও উত্তরণের উপায়, দ্বীনের জন্য এই জাতীর কুরবানি এবং ইমারতের মুজাহিদ ও দায়িত্বশিলদের নসিহত করেন। সেই সাথে জনগণকে মহান রবের পক্ষ থেকে আসা ইসলামী হুকুমতের মহান নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার এবং এই মহান নেয়ামতের বিষয়ে অকৃতজ্ঞ না হওয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়াও তিনি জনগণকে দেশ ও ইসলামের শত্রুদের নেতিবাচক প্রচারণা দ্বারা প্রভাবিত না হওয়ার পরামর্শ দেন।

সম্মানীত পাঠকদের খিদমতে আমরা উক্ত ভাষণের সারসংক্ষেপ নীচে তুলে ধরছিঃ

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

প্রথমেই আমি আমার প্রিয় ও ভুক্তভোগী জাতিকে শুভেচ্ছা জানাই। আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদের পিতা-মাতা, পুত্র ও ভাইদের কষ্ট, শাহাদাত, কারাবরণ এবং সকল প্রকার কষ্টকে কবুল করুন। যারা আহত হয়েছেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হারিয়ে বেঁচে আছেন, তাদের কষ্ট আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কবুল করুন। আমীন।

আমার প্রিয় ও পীড়িত জাতি!

আমি বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনাদের সাথে একটু কথা বলতে চাই এবং আপনাদেরকে এসম্পর্কে কিছু ব্যাখ্যা দিতে চাই।

প্রিয় দেশবাসী! বিশ বছরের ইতিহাস এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহা পরীক্ষা আপনাদের উপর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে গেছে। আপনারা এবং আপনাদের তরুণ মুজাহিদীনরা এই ২০ বছরের জিহাদে অনেক কষ্ট, জেল, জুলম এবং আত্মত্যাগ সহ্য করেছেন। মুজাহিদিনরা এসবকিছু বিরুদ্ধে নিজেদের কুরবানি পেশ করেছেন এবং আপনাদেরকে রক্ষা করতে তাঁরা নিজেদেরকে ঢাল বানিয়েছেন, যার ফলশ্রুতিতে মহান আল্লাহ্ তা'আলা আপনাদেরকে ও আপনাদের তরুণ মুজাহিদদেরকে এই মহান বিজয় দান করেছেন।

আমি আমার প্রিয় দেশবাসী ও প্রিয় মানুষদেরকে বলছি যে, এখন আপনি এবং আমি আরেকটি পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছি।

প্রিয় মুজাহিদীন ভাইরা! আপনারা মহান আল্লাহকে তিনটি জিনিসের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: "আমরা কাফেরদেরকে আমাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করব এবং দখলদারীত্মের অবসান ঘটাব। পরবর্তীতে আমরা একটি ইসলামী সরকার ও ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করব। আর আমরা সারা দেশে নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনব।"

প্রিয় জাতি! মুজাহিদিনরা আপনাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তাঁরা দখলদারীত্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই করে যাবেন। যতদিন এই দেশে ইসলামি সরকার ও ব্যবস্থা ফিরে না আসবে ততদিন তাঁরা লড়াই করবেন। এবং এই দেশে নিরাপত্তা আনা হবে যেখানে আপনাদের সমস্ত অধিকার, সম্পত্তি এবং সম্মান সুরক্ষিত থাকবে, কারও কোন ক্ষতি হবে না।

আলহামদুলিল্লাহ্, আপনাদের মুজাহিদীন সন্তানরা মহান আল্লাহর সাহায্যে তিনটি প্রতিশ্রুতিই পূরণ করেছেন।

হে জাতি! এখন আপনাদের বিষয়ে আমার কথা হলো,- এই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এখন আপনাদের উপর ওয়াজিব।

প্রিয় ভাইয়েরা, আল্লাহ না করুন, এই নিয়ামতগুলোর শুকরিয়া আদায় না করে আপনারা যদি অসন্তুষ্ট হন, তাহলে হলে কী হতে পারে একবারও কি ভেবেছেন? আল্লাহ্ না করুন, আপনারা যদি এই মহান নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করেন, তাহলে আরেকটা আযাব আমাদেরকে পাকড়াও করতে পারে।

এদিকে ইমারতে বসবাসকারী কিছু অজ্ঞ লোক বলছে যে, মানুষ ভয় পাচ্ছে, বেকারত্বের হাহাকার, এবং ইমারতের আবির্ভাবের সাথে দাম আকাশচুম্বী হয়েছে।

সুবহানাল্লাহ্, হে জাতি! এই দাম বৃদ্ধিকে ইমারতের সাথে যুক্ত করা কি ন্যায়সঙ্গত হবে? ইমারতের সাথে কি দুর্ভিক্ষ এসেছিল নাকি এই দেশে আগে থেকেই দুর্ভিক্ষ ছিল?

আমার প্রিয় দেশবাসী!

ইমারতে ইসলামিয়া আপনাদের সাথে তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে, তাই এখন আমাদের সকলের উচিত! আমাদের প্রভুর কাছে কান্নাকাটি করা, যেন তিনি আমাদের উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যাতে আমাদের দেশ থেকে খরা দূর হয় এবং আমাদের বিদ্যমান সমস্যাগুলি সমাধান করা হয়ে যায়। এটি আল্লাহর পক্ষ হতে আমাদের জন্য একটি পরীক্ষা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে কান্নাকাটি করতে এবং আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে বলেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, এদেশের ক্ষমতায় যারা আছেন তারা বিশ্বাসঘাতক নয়, পকেট ভরার টাকায় বিজয়ী নয়, তারা অর্থপ্রেমীও নয়। এরাই হল তারা, যারা ইসলামের জন্য এবং আল্লাহর পথে এই জাতির জন্য তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

1
1

আমি এখানে থাকাকালীন, আমি আপনাদেরকে এই জায়গার লোকদের কিছু গল্প বলব, যাতে আপনারা প্রমাণ করতে পারেন যে এখানে যারা শাসন করছে তারা চোর নয়, পকেটমার নয়। প্রাসাদে আসার আগে আমরা এবং আপনাদের মুজাহিদীন সন্তানরা যুদ্ধ করছে, এই প্রাসাদে আমাদের আগে অন্য কেউ ছিল। যখন তারা প্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যায়, তখন তারা দেশের টাকা নিয়ে পালিয়েছিল, যার ফলে রাস্তায় রাস্তায় টাকা পড়ে থাকতেও দেখা গেছে।

অপরদিকে এখন যারা প্রসাদে আছে, তাদের অনেকেরই বিস্ময় ঘটনা রয়েছে। যেমন: একজন তরুণ তালিবান আগের সরকারের পালানোর সময় একশত দুই লাখ ডলার রাস্তায় পেয়েছিলেন, অথচ তার টাকা পাওয়ার এই বিষয়টি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানতো না। কিন্তু ঐ যুবক আমার কাছে সেই টাকা এনে জমা দিয়েছে।

এমন আরো অনেকের ঘটনাই রয়েছে, যারা আমার কাছে এমন অনেক টাকা এনে জমা দিয়েছেন। এমনকি তালেবানরা প্রাসাদের বিভিন্ন স্থানে এগারোশো ডলার খুঁজে পেয়েছিল, তাঁরা তা থেকে একটা টাকাও নিজেদের হস্তগত করেনি। বরং তারা আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। যতবারই তাঁরা আমার কাছে এ ধরণের টাকা নিয়ে আসতো, আমি তাদের বিশ্বাস ও বিবেকের প্রশংসা করতাম। হে দেশবাসী, এরা এমনই মানুষ।

সুতরাং যদি আফগান জনগণের অর্থ, যা আমেরিকা ও তাদের পূর্বকার সরকার আটকে রেখেছে, তা মুক্তি পায়, তাহলে আমি নিশ্চিত যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাহায্যে দেশের বিদ্যমান সমস্ত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। আর জনগণের সমস্যাগুলি মহান আল্লাহ্ তাঁর সাহায্য দ্বারা সমাধান করবেন এবং আফগানিস্তান এই দুর্দশা থেকে বেরিয়ে আসবে। ইনশাআল্লাহ্।

অতএব, হে আমার জাতি! সতর্ক হোন, বিগত শাসনামলের কিছু লোক যারা এ জাতির মধ্যে রয়ে গেছে এবং লুকিয়ে আছে তারা এমন বক্তব্য দিচ্ছে যা গোটা জাতির উদ্বেগের কারণ হচ্ছে, গোটা জাতি এই বরকতময় ব্যবস্থার প্রতি সন্দেহ করছে।

আপনার খুব সতর্ক থাকুন, যাতে আপনারা এই শত্রুদের হাতে আবারো জিম্মি না হয়ে যান। আল্লাহ না করুন যে, যদি আপনি এই গোলামদের ফাঁদে পা দিয়ে এমন একটি বরকতময় ব্যবস্থা, নিরাপত্তা এবং সরকার সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেন বা এটি সম্পর্কে অনর্থক শব্দ উচ্চারণ করেন, তাহলে সর্বশক্তিমান আল্লাহ আপনার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

অতীতে, আমাদের রাত্রিজাপনের জন্য কোন জায়গা ছিল না এবং দিনে অবস্থানের জন্যও কোন জায়গা ছিল না। লুকানোর জায়গাও ছিল না আর ঘুমানোর জন্য নিরাপদ জায়গাও ছিল না। - মহান আল্লাহ এই সমস্ত সমস্যার সমাধান করেছেন এবং এমন একটি নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করেছেন যাতে আমরা দিনে শান্তিতে কাজ করতে পারি এবং রাতে ঘুমাতে পারি। আপনারা এতে আরামদায়ক জীবনযাপন করতে পারছেন। আপনারা দিনের পাশাপাশি এখন রাতেও নিরাপদে এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে ভ্রমণ করতে পারছেন। আপনাদের জন্য নিরাপত্তার কোন সমস্যা নেই, কেউ আপনার সামনে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। এখন এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করলে আল্লাহ আমাদের কঠোর শাস্তি দেবেন।

আমি গুজব শুনছি যে, কেউ কেউ বলছে- তালেবান এসেছে, তাই চাকরি নেই, ব্যবসা নেই। চাকরি অবশ্য সাবেক প্রশাসন বন্ধ করে দিয়েছিল। এমনিভাবে আগের

1
1

গোলাম সরকার এক গ্রামের বাসিন্দাদের অন্য গ্রামে যাওয়া, তাদের ক্ষেতে সেচ দেওয়া, নিজের ইচ্ছা মত ব্যবসা করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল।

মহান আল্লাহ্ তা'আলাকে ধন্যবাদ জানাই, এখন আপনি দিন বা রাতে নিরাপদে ভ্রমণ করুন, কাজ করুন, আপনার নিজের ইচ্ছামত ব্যবসা চালান, কৃষিকাজ বা বাগান করুন; আপনি যাই করুন না কেন, কোন সমস্যা নেই; একটি শান্ত এবং নিরাপদ পরিবেশ আপনার জন্য প্রস্তুত। কাজেই চাকরির সুযোগও এখন ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অপরদিকে পূর্ববর্তী শাসনামলের অর্থলোভী এবং তাদের প্রচারকরা - আফগানিস্তানে হোক কিংবা বিদেশে বসে - তারা এমনভাবে প্রচার শুরু করেছে যে, তালেবানরা এসে আফগানিস্তানে ব্যবসার ক্ষতি করেছে।

হে জাতি! এমন চিন্তা যদি কারো মধ্যে থেকে থাকে, তবে তা হবে সম্পূর্ণ অন্যায়।
প্রিয় দেশবাসী! এদের বিষয়ে সদা জাগ্রত থাকুন। আল্লাহর ইচ্ছায়, আমি নিশ্চিত যে, খুব অল্প সময়ের মধ্যে মহান আল্লাহ আমাদের এবং আপনাদের সমস্যাগুলি দূর করে দিবেন। আমি আশা করি আল্লাহ আমাদের উপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন এবং আমাদের-আপনাদের মত এই জাতি গৌরবান্বিত হবে, এবং মহান আল্লাহর শত্রুরা লজ্জিত ও অপমানিত হবে। আমি আপনাদেরকে এই মহান নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার জন্য অনুরোধ করছি এবং অনুরোধ করছি যে আপনারা অকৃতজ্ঞ হবেন না।

এখন মুজাহিদীন ও ইমারতের কর্মকর্তাদের প্রতি আমার বার্তা এই যে, প্রিয় যুবক ও প্রবীণগণ, ইমারতের কর্মচারীগণ! বিশ্বজগতের রব আমাদের এবং আপনাদের জন্য একটি মহান বিজয় উপহার দিয়েছেন। যদি আপনারা এই নেয়ামতের জন্য শুকরিয়া না করেন, তাহলে আপনারা কি ভয় পান না যে, আল্লাহ আপনাদের উপর কঠিন শাস্তি নিয়ে আসতে পারেন?

প্রিয় মুজাহিদ ভাইগণ! আপনারা লোকদের প্রতি দয়া করুন, তাদের কষ্ট দিবেন না। এতিমদের মাথায় করুণার হাত রাখুন। এরা এমন এক জাতি, যারা বিশটি বছর আপনাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাটিয়েছে, আপনাদেরকে নিরাপত্তা দিয়েছে। তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করুন, তাদের ক্ষতি করবেন না, তাদের নিরাশ করবেন না, জাতির জন্য আপনার দরজা বন্ধ করবেন না। এখন আপনি যদি এই জাতি ও মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় না করেন, হে মুজাহিদ, তাহলে আল্লাহ আপনাদেরকে কঠিনতম শাস্তি দিবেন।

আপনি কখনোই এমন ভান করবেন না যে, সাহায্যের দরজাগুলি আপনার পিছন থেকে বন্ধ রয়েছে, আপনার উপর শিকল বাঁধা আছে; বা সহায়তার গেটগুলি বন্ধ রয়েছে এবং লোকেরা আপনার সাথে সহজে স্বাক্ষাতও করতে পারছে না, যার ফলে লোকেরা তাদের সমস্যাগুলি আপনার সাথে ভাগ করে নিতেও পারছে না!

আমি বিশেষ করে গভর্নর এবং পুলিশ প্রধানদের এটি বলছি। হে ভাই! এমনটা কখনো করবেন না। কারণ এরা তো এমন জাতি, যারা আপনাদের জন্য অতীতে তার বাড়ির দরজা খুলে দিয়েছিলেন। আপনাদেরকে সর্বাত্মক সহায়তা করার চেষ্টা করেছেন। তাই এখন এই মানুষগুলোকে যেন পূর্বকার সরকারের শাসনামলের মত সপ্তাহ-সপ্তাহ ধরে আপনার দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়। শিকল আর পাহারাদার দাঁড় করিয়ে কাউকে আপনাদের স্বাক্ষাত বা আপনাকে দেখতে দেওয়া থেকে বিরত রাখবেন না।

1
1

সমস্ত গভর্নর, কমান্ডার, বিচারক এবং কর্মকর্তাদের প্রতি আমার দৃঢ় আদেশ যে, আপনাদের দরজা সর্বদা জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। আপনাদের দরজা যদি তাদের জন্য খোলা না হয়, তাহলে আল্লাহর কসম করে বলছি, আল্লাহর রহমতের দরজাগুলো আপনাদের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। তাই আপনারা এই মুসলিম জাতি ও মুজাহিদীনদের সেবা করুন। অকৃতজ্ঞ হবেন না। আপনারা যদি আগের কর্মকর্তাদের মতো আচরণ করেন, তবে তাদের মাঝে আর আপনাদের মাঝে পার্থক্য কী?

আপনারা যদি আল্লাহর আইন রক্ষা না করেন, এ জাতির সেবা না করেন, মুজাহিদদের খেদমত না করেন, তাহলে আল্লাহর প্রিয় হবেন কিভাবে?

কী মনে হয়, যতক্ষণ এই সুন্দর বাংলোতে বসে আছেন, বড় গাড়িতে বসে আছেন, চীরকালই কি এভাবে থাকতে পারবেন? আল্লাহ তায়ালা এমন শক্তি দিয়ে আঘাত করবেন যে, তা ভাবতেও পারবেন না, কল্পনাও করতে পারবেন না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এই ধরনের কাজ থেকে হেফাজত করুন।

আমাদের আগে যারা এখানে ছিল তারা বিশ দিন আগেও ভাবতে পারেনি যে তারা পরাজিত বা অন্য কোনো প্রদেশে গিয়ে তালেবান হয়ে যাবে। কিন্তু আসমানী সিদ্ধান্ত ছিল- দশ দিনের মধ্যে তাদের সরকার পরিবর্তন করা হবে। সুতরাং আপনারা যদি আল্লাহর অবাধ্য হন, তা সাধারন মানুষ হোক বা মুজাহিদীন, আল্লাহর জন্য সবকিছু সহজ, তিনি আপনার সাথে সবকিছু করতে পারেন।

যদি খবর পান কোথাও কোথাও কেউ কারও বাড়িতে ভাঙচুর করেছে, কারও দোকান থেকে কিছু চুরি করেছে, তাহলে জেনে রাখুন, তারা মুজাহিদীন নয়, তারা বুন্দুকধারী, তারা চোর, তারা আল্লাহর দুশমন; তারা তো শুধু নিজেদেরকে মুজাহিদীনের মতো বানিয়েছে। বাস্তবতা হচ্ছে তারা কখনোই মুজাহিদ নয়।

তাই আমি সকল নেতাদের আমার এই নির্দেশ দিচ্ছি যে, যদি এমন বিশ্বাসঘাতকতায় কেউ ধরা পড়ে, তবে তাদের নিরস্ত্র করুন। আর এবিষয়ে আমাকে অবশ্যই জানাতে হবে যে অমুক এই অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আমি বিচারকদের বলছি, আপনারা ন্যায় ও ইনসাফের ক্ষেত্রে জনগণের জন্য আপনাদের দরজা খুলে দিন। কম সময়ে মানুষের সমস্যার সমাধান করুন। যদি কোন সমস্যা হয় বা থেকে থাকে, তাহলে সাথে সাথে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আল্লাহর সাহায্যে সমস্যা সমাধানের সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো।

প্রিয় ভাই এবং দেশবাসী! অন্য কথা হলো- যারা আগের সরকারে হয়ে কাজ করেছে, তাদের কেউ কেউ এখন বলছে আমরা এখানে নিরাপদ নই। যদি মুজাহিদিনরা এই লোকদের সাথে প্রতিশোধ নিতে চাইতো, তাহলে ক্ষমতায় আসার আগেই তারা যা করতে পারার তাই করত।

কিন্তু এমনটি করা হয় নি। যদি মুজাহিদিনরা চাইতেন এই লোকদেরকে হত্যা করতে, বেঁধে রাখতে বা কারারুদ্ধ করতে বা তাদের সাথে যে কোনো খেলা খেলতে পারতেন। কিন্তু সেসবের কিছুই করা হয় নি।

সমগ্র বিজয়ের সময়, কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে একজন ব্যক্তির ক্ষতি হয়েছে। ২০ বছর যাবত গোলাম সরকার এই মুজাহিদিনদের কত কষ্ট দিয়েছে এবং এই বিজয়ের জন্য মুজাহিদরা কতটা সহ্য করেছেন, তার সাক্ষী আপনারা সবাই।

1
1

আমরা এখনও কুরআনে হাফিজ ও মুজাহিদীনদের লাশ রিগ থেকে বের হতে দেখি। যাদেরকে দ্বীনের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল, শহীদ করা হয়েছিল। কিন্তু এই জালিম অত্যাচারী লোকগুলো যখন মুজাহিদীনদের হাতে বন্দী হয়েছিল, তারা কি একজনকেও গুলি করেছিল? নাকি তারা একই রকম কোন কষ্ট তাদেরকে দিয়েছিল?
মানবজাতির ইতিহাসে কি এমন ক্ষমা ও সহানুভূতির স্বাক্ষী আছে, যা বিগত সরকার ও জনগণের প্রতি মুজাহিদীনরা করেছেন?

অথচ আমাদেরকে বিশ বছর ধরে তারা পুড়িয়েছিল। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে, এই লোকেরা জীবিত মুজাহিদদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকৃত করেছে, তাদের গায়ে তেল ঢেলে জীবন্ত পুড়িয়ে দিয়েছে।

এরকম শত শত উদাহরণ আছে।

কিন্তু মুজাহিদরা প্রিয় ভূমির নিয়ন্ত্রণ নেওয়া পর অপরাধীদের সবাইকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে।

এমন উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে কে দিতে পারবে?

একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, যারা অতীতে এ ধরনের অপরাধ করেছে এবং সাধারণ ক্ষমার সুযোগ পাওয়ার পরেও এখনও তাদের অপরাধ ও কুৎসা চালিয়ে যাচ্ছে, এর মানে এই নয় যে তাদের আবার ক্ষমা করা হবে। হ্যাঁ, জেনে রাখুন তাদের অবশ্যই ক্ষমা করা হবে না। কিয়ামতের দিন তারা তাদের অপরাধের শাস্তি পাবে।

প্রিয় ভাই ও প্রিয় জাতি! আপনার নাম দিয়ে কেউ যাতে বিভ্রান্ত না হয় সে বিষয়েও আপনারা সতর্ক থাকুন। সরকারী সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব, এবং প্রাক্তন কর্মচারীদের সাথে নিয়ে তাদের দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, একটি শান্ত এবং নিরাপদ পরিবেশে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

আরেকটি বিষয় হল যে, কিছু লোক নারীর অধিকারকে উত্থাপন করছে। এবং তারা বলছে- নারীর অধিকারকে সমুন্নত রাখতে হবে, মানবাধিকারকে সমুন্নত রাখতে হবে এবং আফগানিস্তানে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেব না।

আমি বলতে চাই, এই লোকগুলো বিগত ২০ বছর ধরে জনগণকে মানবাধিকার দিয়েছে? নারীদের অধিকার কি প্রাক্তন প্রশাসন দিয়েছিল?

আলহামদুলিল্লাহ, অথচ ইমারতের অধিনে নারীর অধিকার দেওয়া হয়েছে। এটি নারীদের সতীত্ব রক্ষা করেছে, তাদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করেছে। পুরো আফগানিস্তানে এমন কোনো পুরুষ নেই যে নারীর মর্যাদাকে অবজ্ঞা করে। আফগানিস্তানে নারীদের শিক্ষা এখনও অনেক এগিয়ে আছে, এবং আমি আশা করি যে এই ধরনের আরও শিক্ষা প্রদান করা হবে - আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) তাঁর বান্দাদের জন্য যে পদ্ধতি এবং কাঠামো চান সে ভাবেই।

শিক্ষা মুসলমানদের জন্য ফরজ (পুরুষ হোক বা মহিলা)। অবশ্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বান্দার কাছ থেকে শরীয়তের জ্ঞান চান, শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করা বান্দার উপর ফরজ। অন্যান্য বিজ্ঞান, যদি

1
1

সময় অনুমতি দেয় এবং সুযোগ কঠিন না হয়, প্রত্যেকেই এটি অর্জন করতে পারে - যদি এর সাথে যুক্ত অন্য কোন সমস্যা না থাকে।

মহান রবের শুকরিয়া যে, বর্তমানে মহিলারা নিরাপদ রয়েছেন, তাদের নিরাপত্তা দেওয়া আমাদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। আগের সিস্টেম ও প্রতিষ্ঠানে যদি কাজ করা হতো, তাহলে আগের মতই সমস্যা হতে থাকতো, যা আমরা এবং আপনারা দেখেছেন।

এখন বলুন! নারীদেরকে এসব সমস্যায় ফেলা রাখাই কি নারীর অধিকার?

মহান রবের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, বর্তমানে যেখানেই মহিলারা বাইরে যান, স্কুলে যান, স্বাস্থ্যের জন্য কাজ করতে যান বা কর্মস্থলে তারা কাজ করেন, সেবা করেন, বা শিশুদের সেবা দিচ্ছেন - তারা সর্বত্র নিরাপদে তাদের কাজ করছেন। আশা করা যায় যে, যেখানে যেখানে সম্ভব অন্যান্য অধিকারও তাদেরকে প্রদান করা হবে। [সমস্ত অধিকার নারীদের দেওয়া হবে] যা প্রতিটি বিভাগে আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) এবং মুহাম্মদের শরীয়ত দ্বারা দেওয়া হয়েছে।

সেই সাথে আমাকে আফগান অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার সম্পর্কেও বলতে হবে।

আমাদের আগেকার সরকার কি অন্তর্ভুক্তিমূলক নাকি আফগান অন্তর্ভুক্তিমূলক ছিল? একটি জায়গায় দুটি এজেন্সি কাজ করত এবং দুটিতে তাদের সমর্থকদের জমায়েত হতো। এটা কি সর্ব অন্তর্ভুক্তিমূলক সরকার ছিল নাকি বর্তমান ব্যবস্থাই সর্ব অন্তর্ভুক্তিমূলক?

জনগণের বিচার করা উচিত আশরাফ গনির শাসনামল অন্তর্ভুক্তিমূলক ছিল নাকি বর্তমান সরকার?

এটাই দুনিয়ার নিয়ম- নির্বাচন হোক বা অন্য কোনো উপায়ে- যে দল নির্বাচনে জয়ী হয়, তারা সাবেক কর্মকর্তাদের সরিয়ে দেয় এবং তাদের সরকারে স্থান দেয় না, তাদের লোকদেরকে নিয়ে আসে।

এর স্পষ্ট প্রমাণ বর্তমান মার্কিন ব্যবস্থা, যেখানে পুরানো কর্মকর্তাদের সরিয়ে নতুনদের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে। তারা পূর্বের সকল সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে দায়িত্ব পালন করছে। প্রতিটি বিভাগে নিজের লোক নিয়োগ করেছে। এটি কি একটি সর্ব-অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থা? নাকি এমনটা করা হয়েছে আফগানিস্তানে, যেখানে প্রতিটি জাতি এবং প্রতিটি স্তরের লোককে ইমারতে দেখা যায়?

আমি ইমারতে ইসলামিয়া আফগানিস্তান এর দেশীয় এবং বিদেশী নীতি স্পষ্ট করতে চাই।

আমরা সারা বিশ্বকে বলেছি যে, আমরা অন্যের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করব না এবং আবার কাউকে আমাদের অভ্যন্তরীন বিষয়েও হস্তক্ষেপ করতে দিব না।
আমি কোনো মিটিংয়ে ইমারতের কোনো নেতা বা জুনিয়রকে একত্রিত হয়ে বলতে শুনিনি যে, আসুন অমুক দেশে নিরাপত্তাহীনতা বা হস্তক্ষেপের বিষয়ে পরামর্শ করি।

1
2

তাই জেনে রাখুন! কারও বাড়ি বা দেশকে অস্থিতিশীল করার কোনো নীতি আমাদের নেই।

আমেরিকা আমাদের ভূমি আক্রমণ করে আমাদের জনগণকে শহীদ করলেও আমরা তাদের মাটিতে অপারেশন চালাতে পাররতাম, কিন্তু আমরা তা করিনি। আমরা ভবিষ্যতে কারও ক্ষতি করতে চাই না। তবে আমরা আমাদের জমি পুনর্নির্মাণ এবং আমাদের জনগণের সেবা করার চেষ্টা করছি।

আমরা আমাদের প্রতিবেশী এবং দূরবর্তী দেশগুলিকে বলেছি যে, আমাদের কোন ক্ষতি না করলে, আমরাও আপনার কোন ক্ষতি করবো না। আমরা এখন আমাদের দেশকে পুনর্গঠন করে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর কথা ভাবছি।

কিছু লোক একটি সিস্টেম বা প্রশাসনিক কাঠামোকে বিশেষ ব্যবস্থা বলে প্রচার করার চেষ্টা করছে, যা আমাদের আগমনের আগে বিদ্যমান ছিল। অথচ পৃথিবীর ইতিহাসে এমন দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থা আপনি আর খুঁজে পাবেন না। দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাটি খণ্ডিত ছিল। তাদের কোন কিছুই সুশৃঙ্খল এবং সঠিক উপায়ে একত্রিত ছিল না। যে মন্ত্রনালয় থেকে তারা রাজস্ব আহরণ করতো, সেগুলি প্রাসাদ দ্বারা ঘেরা ছিল এবং সমস্ত অর্থ কেবল আশরাফ গনির স্বাক্ষরেই আসত।

আলহামদুলিল্লাহ্, আমরা যখন এখানে পৌঁছেছি, আমরা নিয়মত্রান্তিক কমিশন গঠন করেছি, যাতে নিয়মিত বিষয়টি খতিয়ে দেখা হয় এবং কোনো ভুল যেন না হয়- তা নিশ্চিত করা হয়।

আফগানিস্তানে বিদ্যমান ব্যাংকগুলিকে কীভাবে তাদের বর্তমান দুর্দশা থেকে বের করে আনা যায় এবং একটি উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করা যায়- তা নিয়ে কাজ করার জন্য আমরা একটি অর্থনৈতিক কমিশনও গঠন করেছি। কমিশনে ব্যবসায়ী, অর্থনীতিবিদ এবং যোগ্য বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, যারা আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক বিষয়ে দিনরাত কাজ করে থাকেন।

এরপর আমরা রাজনৈতিক বিষয় পরিচালনার জন্য একটি রাজনৈতিক কমিটি গঠন করেছি। ইমারতে ইসলামিয়ার সাংগঠনিক দিক, কর্মচারীদের বেতন এবং অন্যান্য বিষয়ে কাজ করার জন্য আমরা একটি সাংগঠনিক কমিটিও গঠন করেছি।

আমরা আমাদের মানবিক সামর্থ্যের বাইরে মানুষের সমস্যা সমাধানে দিনরাত কাজ করেছি। এ লক্ষ্যে উল্লিখিত ও অন্যান্য কমিশনের অনেকেই অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আমরা জনগণের সেবা করার জন্য আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক সময় বিবেচনা করি না। তবে আমরা সর্বদা তাদের সেবায় নিয়োজিত।

আমরা মহান আল্লাহর কাছে আমাদের আরও বেশি খেদমত করার তাওফিক প্রার্থনা করি। মহান আল্লাহ মানুষকে এই মহান নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার এবং এই মহান নেয়ামতের অকৃতজ্ঞ না হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমরা আপনাদেরকে ইসলামী ব্যবস্থার পাশে দাঁড়াতে বলি, দেশ ও ইসলামের শত্রুদের নেতিবাচক প্রচারণা দ্বারা নিজেকে প্রভাবিত হতে দেবেন না।

পরিশেষে, আমি সমগ্র জাতি ও মুজাহিদীনদের এই ইসলামী ব্যবস্থার গঠন ও স্থায়িত্বের জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানোর এবং সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য একসাথে কাজ করার আহ্বান জানাচ্ছি। আমি সমস্ত দেশকে

1
2

আশ্বস্ত করছি যে আমরা আপনার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করব না। এবং আপনার সাথে ভাল অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। আমরা সকল আন্তর্জাতিক দাতাদের আফগানিস্তানে মানবিক সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখতে এবং এই কঠিন সময়ে আফগানদের সাহায্য করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।

০৩রা ডিসেম্বর, ২০২১

এবার পুলিশি নির্যাতনে হাত কাটা গেলো মুসলিম যুবকের

বেঙ্গালরুর কর্নাটকে সালমান (২২) নামের এক যুবককে চুরির দায়ে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এরপর পুলিশি হেফাযতে চালানো হয় তার ওপর অমানবিক নির্যাতন।

সালমানের ভাষায়, "আমাকে ভারথুর পুলিশ স্টেশনে নিয়ে গিয়ে নির্মম ভাবে নির্যাতন করে তিনজন পুলিশ। বাধ্য হয়ে আমি তাদের কাছে তিনটি গাড়ীর ব্যাটারী চুরির স্বীকারোক্তি দেই...তারা আবার আমাকে পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসে এবং আমি যেই অপরাধ করি নি সেই বিষয়ে স্বীকারোক্তি দিতে বলে।"

সাল্মান আরও জানায়, "আমাকে টানা তিনদিন নির্যাতন করা হয় এবং তারা আমার শরীরের যে কোন একটি অংশ টার্গেট করে সেখানে অনবরত মারতে থাকে এবং লাথি দিতে থাকে"।

সালমানের মা সাবিনা অভিযোগ করে বলেন, তার ছেলেকে পুলিশি হেফাযতে থাকার সময় তাকে দেখতে দেওয়া হয় নি, বরং উল্টো সালমানকে মুক্তি দেবার জন্যে পুলিশ তার কাছে ঘুষ চেয়েছে।

সাধারণত চুরির দায়ে জেলে এমন নির্যাতন খুবই কম হয়। কিন্তু সালমান মুসলিম হওয়ার কারনেই তাকে এতো বেশি নির্যাতন করা হলো। নির্যাতনের ফলে তার হাতটি কেটে ফেলতে হয়। গরীব ঘরের এই মুসলিম যুবকটির মেডিকেল খরচের জন্য তার পরিবারকে খরচ করতে হয়েছে সাড়ে তিন লাখ টাকা।

যে হিন্দুত্ববাদীরা চুরির অজুহাতে পিটিয়ে মুসলিমদের হাত-পা থেতলে দেয়, হিন্দুত্ববাদীরাই আবার ইসলামে চোরের হাত কাটার বিধানকে কটাক্ষ করে। নিজেদের বর্বরতা আড়াল করতে বর্বর এই হিন্দু সন্ত্রাসীরাই আবার ইসলামের এই বিধানকে বর্বর হিসেবে আখ্যা দেয়।

হিন্দুত্ববাদীদের এমন আচরণকে সচেতন মুসলিমরা তাই তাদের 'ইসলাম বিদ্বেষী ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

তথ্যসূত্র :

১। Bengaluru: Muslim man’s hand amputated after torture in police custody - https://tinyurl.com/2p8he4am

1
2

জায়নিস্ট আগ্রাসন | আমারা তোমাদের পড়তে দিব না - ইহুদিদের দাম্ভিকতা

সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বর্বর ইহুদিদের আস্ফালন। এবার ইসরাইলি সেনাবাহিনী ও চরমপন্থী ইহুদিদের একটি দল যৌথভাবে পশ্চিম তীরের একটি গ্রামে অভিযান চালায়। অভিযানে ফিলিস্তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে যেতে বাধা ও ভয় দেখিয়ে পরে রাস্তাটি বন্ধ করে দেয়।

এ সময় এক ইহুদি যুবক গর্ব-অহংকারে বলতে থাকে ফিলিস্তিনিদের জন্য কোন পড়াশোনা নেই।

https://ibb.co/N7NDrWB

গত ২৮ নভেম্বর কুদুস নিউজ নেটওয়ার্ক ভিডিওযুক্ত একটি নিউজ পোস্ট করে। এক ইহুদি যুবক নিজেই ভিডিওটি ধারণ করেছিল।

ভিডিওতে ওই ইহুদিকে বলতে শোনা যায়, 'আজ পাথর নিক্ষেপকারীদের জন্য কোন স্কুল নেই, আমরা আল-লুবান গ্রাম বন্ধ করে দিয়েছি। কোন বাসিন্দাদের প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আল-লুবান গ্রাম আজ থেকে বন্ধ।'

ঐ ইহুদি সন্ত্রাসী আরও বলে, 'সেনা-পুলিশের সহায়তায় আমাদের যুদ্ধ ন্যায্য, সঠিক এবং আইন সিদ্ধ... 'আজ তোমাদের জন্য কোন স্কুল নেই। আমরা তোমাদের আজ শিখতে দেব না।'

https://ibb.co/rbwgG8W

এ সময় ফিলিস্তিনিরা ইহুদি সেনাদের মুখোমুখি হয়ে অভিযানে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। দখলদার বাহিনী সরাসরি কাঁদানে গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে ছাত্রদের উপর। এতে অন্তত ৭০ জন ছাত্র আহত হয়।

এ ঘটনায় এক সপ্তাহ পার হলেও কথিত জাতিসংঘ বা কোন মানবাধিকার সংস্থা এখন পর্যন্ত একটি শব্দও করেনি।

একদিকে মুসলিম দেশগুলোতে শিক্ষা-মানবাধিকারের নামে তাদের মায়াকান্না, অন্যদিকে আরাকান, কাশ্মীর, ফিলিস্তিনে তাদের এ নীরবতা পশ্চিমা মানবাধিকারের অসারতাকে দিন দিন স্পষ্ট করে দিচ্ছে!

অবশ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মুসলিমদের ন্যায্য অধিকারের প্রশ্নে পশ্চিমাদের এই নিরবতা কোন বিস্ময়কর ঘটনা নয়। এই নিরবতা বরং মুসলিমদের এই বার্তাই দিচ্ছে যে, মুসলিমদের মানবাধিকার রক্ষার জন্য নয়, জাতিসংঘ তৈরি হয়েছে মূলত অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জুলুমকে বৈধতা দেওয়ার জন্য৷

তথ্যসূত্র :
=======

১। “No school for Palestinians today,” Israeli-French settler brags about harassing Palestinian students in Nablus-https://tinyurl.com/2934da47

1
2

স্পষ্টভাবে ইসলামেরর বিধান প্রকাশ ও স্রষ্টার নির্দেশ পালন করায় গ্রেফতার মেয়র আব্বাস

শেখ মুজিবের ম্যুরাল নির্মাণের বিরুদ্ধে ইসলামের বিধান প্রকাশ করার অপরাধে রাজশাহী কাটাখালী পৌরসভার মেয়র আব্বাস আলীকে আটক করা হয়েছে।

দেশের জনপ্রিয় প্রায় সকল পত্রিকার হেডলাইন এখন “মেয়র আব্বাস আলী আটক”। গণমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি অডিও-র ভিত্তিতে আটক করা হয়েছে তাকে।

খবরের ধরন এমন যে, মেয়র আব্বাস হয়তো দেশ ও জাতির সাথে কোন অপরাধ করেছে, অথবা তিনি বড় কোন অপরাধের সাথে জড়িত।

হলুদ মিডিয়া ও হিন্দুত্ববাদী চেতনাধারীদের ভাষায়- শেখ মুজিবের ম্যুরাল নির্মাণ কেন্দ্র করে 'কটূক্তি' এবং সেটি নির্মাণের প্রতিহতের ঘোষণা দিয়ে বক্তব্য দেন নৌকা প্রতীকে দুবারের নির্বাচিত মেয়র আব্বাস আলী। এর পর তার ফাঁস হওয়া অডিও ঘুরছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। সোমবার রাত থেকে অডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

ম্যুরাল তৈরি করে ইসলামের দৃষ্টিতে পাপ, সে জন্য রাজশাহী সিটি গেটে বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল না বসানোর নির্দেশ দেন এই মেয়র, যা জীবন দিয়ে হলেও প্রতিহত করার ঘোষণা দেন তিনি। একজন মুসলিম হিসেবে তার দেওয়া এই বক্তব্যেই রাজশাহীজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়।

অডিওটিতে ম্যুরাল (প্রতিকৃতি) তৈরির ইসলামের বিধান স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে এই মেয়র। তিনি বলেনঃ আমি দেখতে পারছি যে, ম্যুরাল ঠিক হবে না, দিলে আমার পাপ হবে। কেন দিব! দেব না! আমিতো কানা লোক না, আমাক বুঝায় দিসে, যে লোক বুঝায়ছে, তাতে আমার মনে হইছে ম্যুরালটা হলে আমার ভুলই হবে।............ আরে বঙ্গবন্ধুক খুশি করতি যায়ে কি আল্লাক নারাজ করবো নাকি? এই বলে কিছু করার নাই, তাই বলে মানুষেক খুশি করতি যায়ে আল্লাক অসন্তুষ্ট করা যাবে না তো! !.........।

উল্লেখ্য, একজন সচেতন মুসলিম হিসেবে দেওয়া এই বক্তব্যের জের ধরেই গত ২৪ নভেম্বর পবা উপজেলা আওয়ামী লীগের জরুরি বৈঠকে আব্বাসকে পৌর আওয়ামী লীগের আহ্বায়কের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাহলে কি আওয়ামীলীগ দল করলে শেখ মুজিবের নির্দেশের উপরে আল্লাহ্র নির্দেশকেও মান্য করা যাবে না - এমন প্রশ্ন এখন সচেতন মহলে ঘুরছে।

এক বক্তব্যের শুরুতে তিনি বলেনঃ “সত্যি করে বলছি, আমি কিন্তু এখন আল্লাহর পুরা নিয়ত করে চলি, এখানে কোন হাত নাই... আমি নে করি যা কিছু ঘটে আল্লাহর তরফ থেকেই ঘটে এটা বিশ্বাস করি।“ এ থেকে স্পষ্ট যে, তিনি ইসলামের বিধি বিধানকে সম্মান করেই ম্যুরাল এর বিরুদ্ধে এই মন্তব্য করেছিলেন।

সম্প্রতিক কালে বহু আলেম ওলামাকে কারাবন্দী ও গুম করা হয়েছে। তারা কোন দেশদ্রহীতা বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন না। তাদের অপরাধও ছিল শুধু মাত্র আল্লাহ তায়ালার বানী প্রচার।

1
2

ফিলিস্তিনের মুসলিম অত্যচারের ইসরাইলি মডেল অনুকরণ করছে হিন্দুত্ববাদী ভারত; আর ভারতের তাবেদার আওয়ামী সরকার ভারতের অনুকরণে মুসলিমের মুখ থেকে আল্লাহর বাণী কেড়ে নিতে চালাচ্ছে আটক, গুম, খুন সহ নানা রকম জুলুম-নির্যাতন।

তথ্যসুত্র:

১। পৌরসভা মেয়র আব্বাস আলীর অডিও ক্লিপ নিয়ে বিতর্ক | Songbad Bistar | News | Ekattor TV https://tinyurl.com/4vmw2558

২। এবার রাজশাহীর মেয়র আব্বাস আলী এর ভাইরাল অডিও | Mayor Abbas Ali - Viral Video tinyurl.com/zdshezyk

৩। মেয়র আব্বাস আলী আটক https://tinyurl.com/ycx9s8rf

৪। কাটাখালির সেই মেয়র আব্বাস আলী আটক https://tinyurl.com/5ccyvy ৃত

০২রা ডিসেম্বর, ২০২১

“আমাদের অধিকার সম্পর্কে বক্তব্য দেওয়ার অধিকার নেই পশ্চিমাদের”: আফগান নারী

২০২১ সালের ১৫ই আগস্ট রাজধানী কাবুলের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমতায় আসেন ইসলামি ইমারত আফগানিস্তান। এর আগে আমেরিকার গোলাম ক্ষমতাচ্যুত সরকারের শাসনামলে অনৈসলামিক রীতি-নীতিতে চলতো দেশটি; বেহায়াপনা, অশ্লীলতায় সয়লাব ছিল পুরো দেশ। নবগঠিত ইসলামি সরকারের কাঁধে তাই অনেক দায়িত্ব।

আফগানিস্তানে ইসলামি অনুশাসন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন ইসলামি ইমারত। এর মধ্যে একটি হলো, নারীদের শিক্ষার জন্য নিরাপদ ও ইসলামি পরিবেশ তৈরি করা। কিন্তু এই বিষয়টি সহ্য হয়নি পশ্চিমা ইসলামবিদ্বেষী গোষ্ঠীর। তারা আফগান নারীদের অধিকার রক্ষার নামে ইসলামি ইমারতের বিরুদ্ধে নানা ধরনের মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়ে গেছে। কেমন যেন আফগান নারীরা নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য পশ্চিমাদের ওকালতির দায়িত্ব দিয়েছে! কিন্তু নবগঠিত ইসলামি ইমারত ও কথিত এসব নারী অধিকার কর্মীদের ব্যাপারে আফগানিস্তানের নারীদের কী অভিমত? সেই বিষয়টি জানতে সম্প্রতি ফাইভ পিলারস নামক একটি মিডিয়া কাবুল এডুকেশন ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছে এবং সেখানের কয়েকজন শিক্ষিত মুসলিম নারীর সাক্ষাৎকার নিয়েছে।

সাক্ষাৎকারে কাবুল এডুকেশন ইউনিভার্সিটির নারীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়, আফগানিস্তানে সেক্যুলার সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ইসলামি সরকার ক্ষমতায় আসার ঘটনাকে তাঁরা কীভাবে দেখছেন? আফগান শিক্ষিত নারীরা জানিয়েছেন, আফগানিস্তানের সাবেক সরকার ছিল বিশ্বের অন্যতম

1
2

দুর্নীতিবাজ সরকার এবং তাদের বিদেশী সহযোগীরাও ছিল ভয়ানক অপরাধী। নিয়মিত যারা অপরাধ-অপকর্ম করে বেড়াত। তাই, আফগান জনসাধারণ একটি পরিবর্তনের প্রত্যাশা করছিল। এখন তালিবানের ক্ষমতাগ্রহণকে অধিকাংশ আফগান জনগণের মতো আফগান নারীরাও মনে করছেন যে, ভালো কিছুর জন্যই এই পরিবর্তন হচ্ছে।

ইউনিভার্সিটির ঐ নারীদের কাছে আরও জানতে চাওয়া হয়, বর্তমান নতুন ইসলামি শাসনাধীনে একজন নারী হিসেবে তাঁদের জীবনে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে?

তাঁরা জানিয়েছেন, সাবেক আফগান প্রশাসনের মন্ত্রণালয়গুলোতে নারীদের হয়রানি করা হতো। এমনকি কিছু কিছু রিপোর্টে এসেছে, রাষ্ট্রপতির বাসভবনেও নারীদের হয়রানি করা হয়েছে। কিছু কিছু মন্ত্রণালয়ে চাকরির জন্য গেলে নারীদেরকে ইসলামবিরোধী অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার আহ্বান জানানো হতো। যেমন: নারীদেরকে সরকারি চাকরি দেওয়ার বিনিময়ে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বলা হতো। কিন্তু কোনো মুসলিম নারী এই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারেন না। এই কারণে নারীরা চাকরির আবেদন করতে পারতেন না। এখন আমরা দেখছি, ইসলামি ইমারত ইসলামি শরীয়াহ প্রয়োগ করছেন। এই আইন নারীদেরকে ইসলামি শরীয়াহ মোতাবেক চাকরি কিংবা ব্যবসা করার সুযোগ প্রদান করে।

আফগানিস্তানের এই শিক্ষিত নারীরা আরও জানিয়েছেন, সাবেক আফগান সরকারের আমলে নারীদের জন্য অন্যতম সমস্যা ছিল কথিত নারী অধিকার কর্মীরা। তারা আসলে পশ্চিমাদের নিয়োগকৃত ছিল, আফগান নারীরা তাদেরকে নিজেদের ওকিল হিসেবে নির্বাচিত করেননি। কথিত এই নারী অধিকার কর্মীরা ইসলাম ও আফগান মূল্যবোধ অনুসারে কাজ করতো না, তাদের চিন্তাধারা অধিকাংশ আফগান নারীর বিপরীত ছিল। তারা ছিল পুরুষবিদ্বেষী, পরিবার ও স্বামীর প্রতি তাদের কোনো শ্রদ্ধাবোধ ছিল না। তাই অধিকাংশ আফগান নারীই মনে করেন, কথিত এই নারী অধিকার কর্মীরা আফগান নারীদের অধিকার আদায়ে যথাযথভাবে কাজ করেনি।

বর্তমানে পশ্চিমারা আফগান নারীদের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে উচ্চবাচ্য করছে। তারা বলছে, আফগানিস্তানে নারীরা তাঁদের অধিকার হারাচ্ছেন, তাঁদের কাজ করার অধিকার নেই, তাঁদের জীবন সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে। এসব বিষয়ে একজন আফগান নারী হিসেবে কাবুল এডুকেশন ইউনির্ভার্সিটির নারীরা কী ভাবেন—তা জানতে চাওয়া হলে তাঁদের মধ্যে একজন জানান, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা নারীদেরকে যেকোনো সম্ভাব্য নিকৃষ্ট উপায়ে অপব্যবহার করেছে। তবুও এই পুঁজিবাদীরা যে আফগানিস্তানে নারী অধিকারের ব্যাপারে নিজেদের উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করছে, তা খুবই হাস্যকর। তারা বিগত ২০ বছর যাবৎ এই ‘নারী অধিকার’ টার্ম ব্যবহার করেছে, অথচ এই পশ্চিমারা মুসলিম নারীদেরকে নিজেদের পছন্দমতো কথা বলার কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার দেয়নি। যাইহোক, আমি নিজে অনেক বছর পশ্চিমা দেশগুলোর একটিতে বসবাস করেছি। তারা আমার সাথে আমার হিজাব ও ধর্ম, এমনকি আমার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারেও বৈষম্য করেছে। আমরা দেখেছি, পশ্চিমা দেশগুলোতে মুসলিম নারীদেরকে দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁদেরকে স্কুল, ইউনিভার্সিটি এবং পাবলিক প্লেস থেকে বহিষ্কার করা হয় কেবলমাত্র নিজেদের ধর্ম পালনের কারণে! আমার জীবনের অন্যতম স্বপ্ন ছিল, একটি ইসলামি দেশে বসবাস করা। এখন দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের মাধ্যমে ইসলামি ইমারত আফগানিস্তানে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। পশ্চিমারা কেন

1
2

এই ব্যাপারে এত ক্ষিপ্ত? কেন তারা আমাদেরকে ইসলামি ইমারতকে গ্রহণ করে খুশি হওয়ার জন্য দিচ্ছে না? আমরা যা চাই, তা ভালোবাসতে দিচ্ছে না?

এছাড়াও, সম্পূর্ণ সাক্ষাৎকারটিতে কাবুল এডুকেশন ইউনিভার্সিটির ঐ শিক্ষিত আফগান নারীরা পশ্চিমাদের কথিত নারী অধিকারের যৌক্তিক সমালোচনা করেছেন এবং ইসলামি শাসনাধীনে একজন নারী কী ধরনের অধিকার পাবেন, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, পশ্চিমাদেরকে আফগান নারীরা নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য ওকালতি দেননি কিংবা দিতেও চান না। বরং, আফগানিস্তান ইসলামি ইমারতই নারীদেরকে শিক্ষা, চাকরি কিংবা অন্য অধিকার প্রদানের সর্বোত্তম পরিবেশ সৃষ্টি করছেন। একজন নারী ইসলামি ইমারতের শাসনাধীনেই সর্বাধিক নিরাপদ ও পূর্ণাঙ্গ অধিকার পাবেন বলে আশা রাখেন আফগানিস্তানের ঐ শিক্ষিত নারীগণ।

সাক্ষাৎকার: Afghan women: “The West has no right to lecture us about rights” https://tinyurl.com/yckkpxzk

পাহাড়ের চূড়ায় কবরস্থান: কাশ্মীরের মৃতরা কোথায় যায়?

অশান্ত নীরবতায় নিমজ্জিত কাশ্মীর। এখানে পথে পথে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তবে লাশগুলো হয়ে যাচ্ছে নিরুদ্দেশ।

সন্তানের লাশ দাফন দেবেন বলে পিতা বাড়ির কাছে কবর খুঁড়েছিলেন। কিন্তু সেই কবরগুলো এখনও খালি পড়ে আছে, ময়লায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে। সন্তান ফিরেনি, তার লাশও ফিরেনি।

“আমার সন্তানের বয়স ৩ বছর; আমি কি তাকে বন্দুকযুদ্ধে নিহত হওয়ার জন্য লালন করছি?” এক ক্ষিপ্ত মা জানতে চান। এক বোন জানালার পাশে বসে আছেন, তাঁর ভাইয়ের অপেক্ষায়। ভাই ফিরে আসেনি, এমনকি মৃত্যুর পরও নয়।

কান্না চলছে, তবে শোকের উইল নিরুদ্দেশ। কাশ্মীরের মৃতরা কোথায় যায়?

শ্রীনগর থেকে ৯০ কিলোমিটার দূরে উত্তর কাশ্মীরের হান্দওয়ারার ওদ্দার পায়িন গ্রাম। এই গ্রামে কিছু মৃতের সন্ধান পাওয়া গেছে। গ্রামটির এক কিশোরী একদিন প্রথমবারের মতো কোনো মুক্তিকামীর লাশ দেখেছিল। সে জানতো না যে, এই লাশ তাকে চিরজীবনের জন্য পরিবর্তন করে দেবে। সেদিন মানসিক আঘাত নিয়ে সে বাড়ি ফিরেছিল। চিকিৎসকের স্মরণাপন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিহত মুক্তিকামীর মুখ মাসের পর মাস তার সামনে ভেসে ওঠেছিল।

এখনও এটা মাঝেমাঝে তাকে বেদনা দেয়। তবে গ্রামটির প্রায় ৫০০ পরিবারের কাছে মৃত্যুর এই নীরবতা চিরস্থায়ী। মেয়েটির ঘর থেকে বড়োজোর কয়েক মিটার দূরে একটি পাহাড়ের চূড়ায় অনুর্বর এক খণ্ড ভূমি। এখন এটি কবরস্থানে পরিণত হয়েছে। আর গ্রামটি হয়েছে কাশ্মীরের বিধ্বস্ত সংঘাতের একটি সমাগমস্থল।

পথের শেষ প্রান্তে, দুটি বক্ররেখার মাঝের ঢালু স্থানটি শতাধিক মুক্তিকামীর লাশ দিয়ে ঢাসা হয়েছে। কাশ্মীরজুড়ে গত দুই বছরে দখলদার বাহিনী তাদের হত্যা করেছিল।

1
2

ভৌতিক কবরস্থান

২০১৯ সালের আগস্টে নয়াদিল্লির দমনপীড়নের পর, যখন বিজেপি সরকার জম্মু- কাশ্মীরের সীমিত-স্বায়ত্ত্বশাসনও প্রত্যাহার করে এবং এটিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত করে, তখন কথিত জঙ্গীবাদের ব্যাপারেও নীতিগত পরিবর্তন আনা হয়েছিল।

সংঘর্ষে নিহত মুক্তিকামীদের লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করতে দখলদার বাহিনী অস্বীকৃতি জানায়। এই লাশগুলো তারা শ্রীনগর থেকে দূরে উত্তর ও মধ্য কাশ্মীরের দুর্গম অঞ্চলে দাফন করা শুরু করেছিল। এসময় মুক্তিকামীদের লাশ তো বটেই, পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু কিংবা বিচার বহির্ভূত বন্দুকযুদ্ধে নিহতদের লাশও দখলদার সরকার ফেরত দেয়নি।

স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, “পূর্বে কর্তৃপক্ষ লাশগুলো দাফন করার জন্য রাজওয়ার জঙ্গলে নিয়ে যেত। এই গহীন জঙ্গলে কোনো মানুষ বাস করেন না। অধিকাংশক্ষেত্রে পুলিশ নিজেরাই শেষকৃত্য সম্পন্ন করতো।”

“দূরবর্তী এলাকাতে, বিশেষভাবে জঙ্গলে তারা একটি কবরে ২-৩টি লাশ একসাথে দাফন করতো।” ওদ্দার পায়িন গ্রামের এক বৃদ্ধ বলছিলেন। তিনি আরও বলেন, “প্রায় দুই বছর আগে, একটি কবরে দুটি লাশ দেখা যায়। কবরটি পানি দিয়ে ভরে গিয়েছিল। তাই, স্থানীয় বাসিন্দারা নতুন জায়গায় লাশগুলো যথাযথভাবে দাফন করেছিলেন।”

গ্রামবাসীরা বলেছেন যে, লাশগুলোর নিরাপত্তাহীনতায় তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এজন্য তাঁদের গ্রামে নিয়ে আসা মুক্তিকামীদের লাশের মর্যাদাপূর্ণ দাফন নিশ্চিত করতে তাঁরা নিজেদের ভূমি দখলদার সরকারকে দিয়েছিলেন।

গ্রামের এক বাসিন্দা বলেছেন, “সঠিক ইসলামি রীতিনীতি না মেনে মুক্তিকামীদের কবরস্থ করা হতো। এ বিষয়টি আমরা সহ্য করতে পারিনি। তাই সকল গ্রামবাসী একটি সমন্বিত সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, এখানে আনা মুক্তিকামীদের দাফন-কাফন আমরা নিজেরাই করবো।”

অধিকাংশ কবর প্লাস্টিকের শিট দিয়ে ঢাকা। কয়েকটি কবরে নাম, পিতামাতা, বাসস্থান এবং মৃত্যুর তারিখ খোদাই করা স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে।

প্রাথমিকভাবে রাজওয়ার জঙ্গলে কবরস্থ করা অনেককে পরবর্তীতে ওদ্দার পায়িন গ্রামের কবরস্থানে স্থানান্তর করা হয়। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন লশকরে তৈয়্যবার কমান্ডার নাভেদ জাট্ট। এছাড়াও এখানে শায়িত আছেন দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামের সাবেক ‘দি রেজিস্ট্যান্ট ফ্রন্ট’ কমান্ডার আব্বাস শেখ। গ্রামটির কবরস্থানে এখন ১১৪ মুক্তিকামীর মরদেহ রয়েছে। গত দুই বছর ধরে কাশ্মীর উপত্যকার বিভিন্ন এলাকায় তাঁদের হত্যা করা হয়েছিল।

মৃতদের অভিভাবক

ঘন ঘন মৃত্যুর উন্মাদ গল্পে কাশ্মীর যখন কবরস্থানের নীরবতায় তলিয়ে যাচ্ছে, ওদ্দার পায়িন গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দারা তখন মৃতদের অভিভাবক হয়ে ওঠেছেন।

1
2

গ্রামটিতে কোনো লাশ এসে পৌঁছালে, স্থানীয় বাসিন্দারা একজন ইমামের নেতৃত্বে জড়ো হয়ে তাঁর জানাযা-দাফন সম্পন্ন করেন। লাশগুলোর জন্য কাফন সর্বদা প্রস্তুত রাখা হয়। এই ঢালু ভূমি এখন স্থানীয়ভাবে ‘শহিদদের কবরস্থান’ নামে পরিচিত।

তবে জানাযা ও দাফনের সময় পুলিশ কাউকে ভিডিও বা ছবি তোলার অনুমতি দেয় না। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেছেন, “আমাদেরকে ছবি কিংবা ভিডিও ধারণের অনুমতি দেওয়া হয় না। আমরা ধর্মানুসারে জানাযা সম্পন্ন করি এবং শ্রদ্ধার সাথে লাশগুলো দাফন করি। এজন্য মাঝে মাঝে জানাযায় অংশগ্রহণকারীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলবও করা হয়।”

দখলদারদের ভয়ে মানুষ চুপি চুপি এই কবরস্থান কিংবা এর কবরগুলো নিয়ে কথা বলেন। যখন লাশগুলোর পরিবার ওদ্দার পায়িন গ্রামে তাঁদের স্বজনদের কবরস্থ করার ব্যাপারে জানতে পারেন, তখন মাইলের পর মাইল ভ্রমণ করে তাঁরা এখানে হাজির হন।

“তাঁরা সাথে স্মৃতিস্তম্ভও নিয়ে আসেন, আর আমরা তাঁদের সাহায্য করি।” স্থানীয় একজন বলেছেন। “এখন বেশ কয়েকটি কবরে স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আগুন্তুকদের আমরা পানি, চা কিংবা তাদের প্রয়োজনীয় জিনিস দেই।”

তবে যখন দখলদার বাহিনী পথে পথে টহল দেয়, হয়রানির ভয়ে গ্রামবাসীরা দূরত্ব বজায় রাখেন। আর চারদিকে আবারও নীরবতার বিস্তার ঘটে, যখন কোনো বাবা কবরের পাশে বসে একটু কাঁদতে পারার অপেক্ষায় থাকেন, যখন তিনি শোকাহত হওয়ার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকেন এবং শপথ করেন, ‘তাঁকে নিস্তব্ধ রাতে নীরবে কবরস্থ করবেন’।

লেখক: ফাহাদ শাহ, *[illegible]*

তথ্যসূত্র : Graveyard on a hill: Where do Kashmir’s dead go? https://tinyurl.com/2p8zr6xv

---

সংখ্যা ও শক্তি কমে যাওয়ার কথা বলে হিন্দুদের উসকে দিচ্ছে মোহন ভগবত

হিন্দুত্ববাদীদের অখণ্ড ভারত নির্মাণে মুসলিমদের উপর জুলুম-নির্যাতনের স্টীম রোলার চালাচ্ছে। যা দিনে দিনে জ্যামিতিকহারে বেড়েই চলছে।

গরুর গোশত খাওয়া, গরু কুরবানী করা ও লাভ জিহাদের নামে মুসলিমদের পিটিয়ে মারছে। তাতেও যেন হিন্দুত্ববাদী উগ্র নেতাদের মুসলিমরক্ত পিপাসা মিটে না। তাদের আরো রক্ত চাই। মুসলিম মুক্ত ভারত চাই। সেই লক্ষ্যে হিন্দুত্ববাদীরা হিন্দুদের মুসলিদের উপর ক্ষেপিয়ে তুলছে। তাদের বুঝাচ্ছে মুসলিদের উপর এখন যতটুকু শক্তি প্রয়োগ করছো তা যথেষ্ট নয়। বরং অখণ্ড ভারত নির্মাণ করতে হলে মুসলিদের ব্যাপকভাবে নিধন করতে হবে।

উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) সন্ত্রাসীদের প্রধান মোহন ভগবত মুসলিম বিদ্বেষের আগুনে ঘি ঢেলে দিয়ে বলেছে, ভারতে হিন্দুদের সংখ্যা ও শক্তি দুটোই কমছে। শনিবার (২৭ নভেম্বর) মধ্যপ্রদেশের গ্বালিয়রের জিয়াজি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে সে একথা বলেছে। সে আরো বলেছে, হিন্দু ছাড়া ভারত হতে পারে না। আবার ভারত ছাড়া হিন্দু হতে পারে না। এটাই হিন্দুত্বের মূল কথা। আর সেই কারণেই ভারত হিন্দুদের দেশ।’ যদি হিন্দুদের হিন্দু থাকতে হয়, তাহলে ভারতকে অখণ্ড হতে হবে।’

কিছুদিন আগে হিন্দু মহাসভার নেত্রী রাজশ্রী চৌধুরী মসজিদ ভাঙার জন্য ডিসেম্বরের ৬ তারিখ নির্ধারণ করে। অর্থাৎ ঠিক যেদিন বাবরী মসজিদকে শহীদ করা হয়।

ঐ নেত্রী আরও বলে যে, কথিত 'মহা জলাভিষেক' দ্বারা সেই জায়গা পবিত্র করে সেখানে তাদের কৃষ্ণের মূর্তি রাখা হবে। সেই নেত্রী উল্লেখ করে "রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেলেও আমাদের আত্মিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা পাওয়া এখনও বাকী"।

হিন্দুত্ববাদীদের মতে সারা ভারতে মুসলিমদের লক্ষ্য করে এতো জুলুম-নির্যাতন করার পরেও তাদের শক্তি,সংখ্যা কমছে। 'স্বাধীনতা' অর্জিত হয় নি।তাহলে ঠিক কি করে এবং কিসের মাধ্যমে তাদের শক্তি,সংখ্যা বাড়বে? স্বাধীনতা অর্জিত হবে? মুসলিমদের পিটিয়ে হত্যা, জুলুম নির্যাতন, বাড়ি ঘর, দোকান পাটে আগুন লাগিয়ে দেওয়া, মসজিদ ভেঙ্গে ফেলা, জোর করে জয় শ্রীরাম বলানোর পরে কি এবার তাদের উদ্দেশ্য মুসলিমদের দেশ থেকে বিতাড়ন করে অখণ্ড ভারত বানানো? চলমান ঘটনা প্রবাহের উপর বিশ্লেষণ করে হিন্দুত্ববাদীদের গণহত্যার সেই পূর্ব প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করছে বলেই মনে করছেন বিশ্লেষকগণ।।

তথ্যসূত্র:
ভারতে হিন্দুদের সংখ্যা ও শক্তি কমছে: মোহন ভগবত https://tinyurl.com/y8e8t5wx

সোমালি সামরিক বাহিনীর উপর আল-কায়েদার হামলা, হতাহত ৬ গাদ্দার সেনা

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশু এবং বাই রাজ্যে ২টি পৃথক হামলার ঘটনায় ৩ সেনা নিহত এবং অন্য ৩ সেনা আহত হয়েছে বলে জনা গেছে।

শাহাদাহ্ এজেন্সীর বিবরণ অনুযায়ী, গত ৩০ নভেম্বর দ্বিপ্রহরের কিছুক্ষণ আগে, দক্ষিণ-পশ্চিম সোমালিয়ার বে রাজ্যের বাইদোয়া শহরে দেশটির গাদ্দার মিলিশিয়া বাহিনীর ২টি সামরিক ঘাঁটিতে একযোগে হামলা চালিয়েছেন আশ-শাবাব মুজাহিদিন। যাতে অনেক গাদ্দার সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। সেই সাথে মুজাহিদগণ সামরিক ঘাঁটি ২টি থেকে বহুসংখ্যক অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম গনিমত পেয়েছেন।

অপরদিকে দেশটির সামরিক সূত্র স্বীকার করেছে যে, এই হামলায় তাদের ৩ সেনা নিহত হয়েছে।

1
3

একইদিন সন্ধ্যায় রাজধানী মোগাদিশুর উপকণ্ঠে এলাশা এলাকায় দেশটির গাদ্দার সেনাবাহিনীর সমাবেশস্থল লক্ষ্য করে বোমা বিস্ফোরণ ঘটান মুজাহিদগণ। এখানেও আরও ৩ এরও বেশি সেনা হতাহত হয়েছে বলে জানা গেছে।

ইরান-আফগান সীমান্তে সশস্ত্র লড়াই, তালিবানের হামলায় ১১ সেনা নিহত, ৫টি চেকপোস্ট বিজয়

ইরান-আফগান সীমান্তে ইরানি সীমান্তরক্ষী এবং তালেবান যোদ্ধাদের মধ্যে ভারী সশস্ত্র লড়াই সংঘটিত হয়েছে। এসময় তালিবানের হামলায় ইরানের কয়েক ডজন সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে। কয়েকটি চেকপয়েন্ট ছেড়েও পালিয়েছে ইরানি সেনারা।

স্থানীয় সূত্র মতে, গত ১লা ডিসেম্বর বুধবার সন্ধ্যায়, নিমরোজ প্রদেশের দুই দেশের সীমান্তবর্তী দেহ-রাইস জেলায় ইমারতে ইসলামিয়ার সেনাবাহিনী ও ইরানের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয়েছে, উভয় পক্ষ এসময় কামানসহ ভারী অস্ত্র ব্যবহার করছে। যা ঐদিন রাতে কয়েক ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে।

জানা যায় যে, ইরানি সীমান্তরক্ষীদের দখলে থাকা কিছু এলাকা নিয়ে এই সংঘর্ষের সূচনা হয়। পরে তালিবানরা ইরানি সীমান্তরক্ষীদের দখলে থাকা পাঁচটি চেকপয়েন্ট, বিশেষ করে দোস্ত মোহাম্মদ এবং বালা-সিয়া ও চেশমান নিয়ন্ত্রণে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

তালিবান সংশ্লিষ্ট সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, এই সংঘর্ষের সময় ইমারতে ইসলামিয়ার সামরিক বাহিনীর তীব্র হামলায় ইরানের ১১ সেনা নিহত এবং আরও ১ ডজনেরও বেশি সেনা আহত হয়েছিল। সেই সাথে বেশ কিছু ইরানি সেনাকেও বন্দী করেছেন মুজাহিদগণ। তবে সংঘর্ষে একজন তালিবান মুজাহিদও আহত হয়েছেন।

এই হামলার সময় একজন তালিবান যোদ্ধাকে ইরানি সামরিক বাহিনীকে লক্ষ্য করে বলতে শুনা যায় যে, একজন তালেবান ইরানি সৈন্যদের লক্ষ্য করে বলছিল, আহমদ শাহ আবদালীর ছেলেরা এখনো বেঁচে আছে, তাঁরা শেষ হয়ে যায় নি। যদি তোমরা সংশোধন না হও তবে আমরা ইস্ফাহানের দিকে অগ্রসর হব।

ইমারতে ইসলামিয়া ইরানের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে হওয়া সংঘর্ষের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

এবিষয়ে ইমারতে ইসলামিয়ার ডেপুটি মুখপাত্র বিলাল কারিমী টোলোনিউজকে জানিয়েছেন যে, নিমরোজ প্রদেশে দুই দেশের সীমান্ত এলাকায় এই সংঘর্ষ হয়েছে। তার মতে, সংঘর্ষ এখন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তবে তিনি সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানাননি।

1
3

০১লা ডিসেম্বর , ২০২১

দুই লক্ষাধিকের বিশাল সেনাবাহিনী গঠনে কাজ করছে ইমারতে ইসলামিয়া

আফগানিস্তানের লোগার প্রদেশ থেকে ১০১ জন মুজাহিদ তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ শেষ করেছেন। তাঁরা মনসুরি ফোর্সের ৪র্থ ব্রিগেড থেকে স্নাতক হয়েছেন বলে ইমারতে ইসলামিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানা গেছে।
মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে বলেছে , সারা দেশে বর্তমানে কয়েক হাজার তরুণ সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। আর প্রতি সপ্তাহে দেশজুড়ে এখন শত শত তরুণ সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে স্নাতক হচ্ছেন এবং ইমারতে ইসলামিয়ার বিভিন্ন ব্রিগেডে নিয়োগ পাচ্ছেন।

মনসুরী ফোর্সের ৪র্থ ব্রিগেডের কমান্ডার মৌলভী রোহুল্লাহ ওয়াসিক মুজাহিদদের লক্ষ্য করে দেওয়া এক বক্তৃতার সময় বলেন যে, লোগার প্রদেশের সম্মানিত জনগণকে এখন থেকে নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে ভয় পাওয়া উচিত নয়। কেননা আফগান নিরাপত্তা বাহিনীর বীরেরা, আপনাদের সাহসী সন্তানেরা এবং ইমারতের বিচক্ষণ কমান্ডাররা জনগণের সেবায় দিন-রাত সততার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি আরও বলেছেন, “আমরা বিদেশীদের সমর্থন ছাড়াই উন্নত সরঞ্জামে সজ্জিত একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”

একইভাবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রীও বলেছেন, তাঁরা একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীকে প্রস্তুত করতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এ বাহিনীর প্রথমিক সংখ্যা ২ লাখ ছাড়ানোর কথাও তিনি জানান। মৌলভী রোহুল্লাহ ওয়াসিকের মতে, বর্তমানে ইসলামি ইমারতের নিরাপত্তা বাহিনী যেকোনো হুমকি মোকাবেলা করতে সক্ষম।

লোগারের গভর্নর হাজী মালি খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, হে ইমারতে ইসলামিয়ার বীরেরা! আপনারা ইসলামের সৈনিক, এই দ্বীন ও ইসলামি ভূমির প্রতিরক্ষা করা আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য। তাই আপনাদেরকে অবশ্যই নিজের কাজটি ভালোভাবে সম্পন্ন করতে হবে। গভর্নর আরো বলেন, আজ আপনাদের ত্যাগ ও বীরত্বের কারণে নির্যাতিত জনগণ তাদের ঘরে সম্পূর্ণ নিরাপত্তায় রয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ্।

https://alfirdaws.org/2021/12/01/54351/

ইয়েমেনে আল-কায়েদার ২টি সফল হামলা, ২ এরও বেশি হুথী বিদ্রোহী নিহত

জাজিরাতুল আরবের দক্ষিণাঞ্চলিয় দেশ ইয়েমেনে দখলদার হুথী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ২টি অভিযান পরিচালানা করেছেন ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনীর যোদ্ধারা। যাতে একাধিক সৈন্য নিহত ও আহত হয়েছে।

বিবরণ অনুযায়ী গত শুক্রবার, ইয়েমেনে আবয়ান প্রদেশের মহলহাল এলাকায় একটি মোটরবাইকে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। যাতে ২ আরোহী নিহত হয়েছে।

এদিকে আল-কায়েদা সংশ্লিষ্ট ইসলামিক প্রতিরোধ বাহিনী জামা'আত আনসার আশ-শরিয়াহ্ বরকতময় এই হামলায় সুসংবাদ নিশ্চিত করে জানিয়েছে যে, মুজাহিদগণ ইরান সমর্থিত মুরতাদ হুথী শিয়াদের টার্গেট করে বরকতময় এই অভিযানটি চালিয়েছেন।

একই সূত্র নিশ্চিত করেছে যে, মুজাহিদগণ গত রবিবার, ইয়েমেনের সাইলোত অঞ্চলের রাসদ এলাকায় আরও একটি অভিযান চালিয়েছেন। যা হুথিদের একটি পদাতিক কাফেলাকে টার্গেট করে শক্ত অতর্কিত হামলার মাধ্যমে শুরু করা হয়েছিল এবং অনেক হুথি বিদ্রোহীকে হত্যা ও আহত করার মাধ্যমে সামাপ্ত করা হয়েছিল।

1
3

নাইজারে ফরাসি সৈন্যদের গুলিতে ২০ জন হতাহত, ফ্রান্সের সামরিক উপস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

আফ্রিকার দেশ নাইজারে দখলদার ফ্রান্সের সামরিক উপস্থিতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন দেশটির সচতেন জনগণ। আর এসব প্রতিবাদকারী বেসামরিক জনগণের উপরই গুলি চালিয়েছে দখলদার ফরাসি সৈন্যরা।

স্থানীয় সূত্র অনুসারে, বুর্কিনা ফাসো সীমান্তে দক্ষিণ-পশ্চিম নাইজারের তেরা শহরে ফ্রান্সের সামরিক উপস্থিতির প্রতিবাদে বিক্ষোভকারীদের উপর গুলি চালানো হয়েছে।

জানা গেছে যে, দখলদার ফরাসি সৈন্যদের গুলি চালানোর ফলে কমপক্ষে ২ জন বিক্ষোভকারী নিহত এবং ১৮ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। নিহত ও আহত বেসামরিক নাগরিকদের গড় বয়স ১৭ থেকে ৩৫ এর মধ্যে বলে জানানো হয়েছে।

সূত্র জানায় যে, ফরাসি যুদ্ধবিমানগুলোও বেসামরিক জনগণের প্রতিবাদ দমনে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা এই অঞ্চলে বিক্ষোভকারীদের উপর দিয়ে উড়ছে।

এই অঞ্চলে দখলদার ফরাসি সেনাদের অগ্রসরমান একটি সামরিক কনভয়ের বিরুদ্ধে শুরু হয় এই বিক্ষোভ। পরে তা দমন করতে দখলদার সৈন্যরা নিরস্ত্র ও সাধারন জনগণকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। অতঃপর দখলদার ফ্রান্স শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কনভয়টি এগিয়ে নিয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, আফ্রিকা মহাদেশের অনেক দেশেই ফ্রান্সের সামরিক উপস্থিতি রয়েছে। যার মাধ্যমে নামে স্বাধীন হলেও এসব দেশগুলিকে দখল করে রেখেছে ক্রুসেডার ফ্রান্স।

1
3